বৈদেহী বিলাপ কাব্য।

প্রথম খণ্ড।

প্রণেতা

শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা ;

পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত।

৬৯, ১০ নং বলরাম বসুর ঘাট রোড,—ভবানীপুর।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ১, এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

কবিগুরু বাল্মীকি প্রণীত মহাকাব্য রামায়ণের মধ্যে পতিপ্রাণা জানকীর জীবন বৃত্তান্ত যে একটী অমূল্য রত্ন, ইহা আপামর সাধারণেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। অনন্য সাধারণ সদ্গুণ সমূহে বিভূষিত করিয়া সীতার পবিত্র চরিত্র, কবি এরূপ সুকৌশলে চিত্রিত করিয়াছেন, যে তাঁহার ছায়ামাত্র হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইবামাত্রেই হৃদয়, অভূতপূর্ব্ব আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। এ পর্য্যন্ত যে কোন কবি, তাঁহার খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, চম্পূকাব্য, অথবা মহাকাব্যের নায়িকাকে যতই গুণবতী করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; সীতার সহিত তুলনায় কেহই সমকক্ষ হইতে পারেন নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এমনি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় উপাদানে সীতা সংগঠিত হইয়াছিল, যে শত শত যুগ যুগান্তর বিগত হইলেও সেই কান্তিমতীর কমনীয় চরিত্রের মধুরতা তিলমাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষীয়দের কথা দূরে থাক, বিদেশীয় মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তিগণও সীতাচরিত্রের উৎকর্ষতা ও বিমলতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যতদিন এজগতে সতীত্বের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন হৃদয়বান মাত্রেরই হৃদয় মন্দিরে সেই অমানুষীর ভুবন মনোমোহিনী নিরুপম মূর্ত্তি সাদরে প্রপূজিত হইতে থাকিবে।

অধুনাতন সুশিক্ষিত বঙ্গসমাজ উত্তরোত্তর যেরূপ হিন্দুদিগের প্রাচীন কাব্যের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে অভিনব কল্পনা প্রসূত কোন বিষয় কাব্যাকারে প্রকাশিত না করিয়া প্রাচীন কবিদিগের উৎকৃষ্টতম কোন আদর্শ অবলম্বনে একখানি কাব্য রচনা করিলে তাহা সাধারণের মনোরঞ্জনে সক্ষম হইলেও হইতে পারে, এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই। "স্বর্গীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পর অমিত্র ছন্দে কোনও কাব্য রচনা করিয়া জনসমাজে প্রতিষ্ঠা ভাজন হইবার চেষ্টা করা নিতান্ত চাপল্য প্রকাশ মাত্র" এই সন্দেহ মূলক চিন্তাটী রচনার সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও আমি কতিপয় বান্ধবের উৎসাহে সমুৎসাহিত হইয়া পুস্তক খানিকে বঙ্গবিদ্যালয়ীয় বালকবৃন্দের পাঠোপযোগী করিবার বাসনায়, অল্প প্রাণ, সমাসশূন্য সুকোমল শব্দ বিন্যাসে পরিপুষ্ট করিয়া পরিসমাপ্ত করিয়াছি।

অলঙ্কার কাব্য নির্ণেতা পণ্ডিত চূড়ামণি লালমোহন ভট্টাচার্য্য তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য নির্ণয়ে অমিত্রাক্ষরে যে যতির নিয়ম নাই ইহা স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ মেঘনাদবধ কাব্য খানি বিশেষ মনঃ সংযোগের সহিত পর্য্যালোচনা করিলে দশমাক্ষরে যতি, অনেক স্থলেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমিও সেই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারিনা। সীতার পাতালপুরি প্রবেশ ও তদানুসঙ্গিক উপসংহার লিখিতে লিখিতে গ্রন্থখানির কলেবর সুবৃহৎ হইয়া উঠে। বৃহৎ হইলেও ইচ্ছা ছিল পুস্তকখানি এককালেই মুদ্রাঙ্কিত করিয়া সাধারণের নয়ন গোচর করিব; কিন্তু নানাবিধ অসুবিধা

নিবন্ধন বর্ত্তমানে একবকালে সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশ না করিয়া প্রথ
প্রকাশ করিলাম। দ্বিতীয় খণ্ড এক্ষণে যন্ত্রস্থ; শীঘ্রই প্রকাশিত হ
এক্ষণে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকখা
যদ্যপি বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠ্য পুস্তক মধ্যে পরিগণিত করেন
হইলে আমার অপরিসীম পরিশ্রম সফল হয় কিমধিকমিতি।

গ্রন্থকার
শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
নিবাস চাউলখোলা।

শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়।

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	৩	আহা, সবলে,	সবলে, আহা,
ঐ	২	জননী!	জননি!
২০	৯ ছত্র ভুল	"হায়রে এহেন কালে এহেন প্রদেশে,	
২২	১৫	তার	তায়,
২৮	৩	সেই যে	সেই সে
৩১	শব্দার্থ	গাড়ী	গাভী,
৩২	২১	গভীর	গম্ভীর,
৪৯	১৩	নির্ম্মল	নির্ম্মম,
৫২	১৩	সীমন্তনী	সীমন্তিনী!
৬৭	১৪	বনে,	বলে,
ঐ	১৭	ভুলিয়া নরেশ মোরে	ভুলিলা নরেশ মোরে,
৬৯	১৪	কেমন	কোমল,
৭১	১১	বলে	বনে,
৮১	২০	নির্ম্মল	নির্ম্মম,
৮৪	১	সিঞ্চিত	সিঞ্চি,
ঐ	১৩	নিবসে নরকে	নিবসে নরকে কভু,
ঐ	১৭	স্বর্ণপথে	স্বর্ণপদ্মে,
৮৬	৭	বীর্য্যাশূল	বীর্য্যাশৃঙ্গ
ঐ	১৫	নিরখিরা	নিরখিয়া,
৮৭	৪	শক্রচাপ	শক্রচাপ সম চাপে,
ঐ	১৩	রাম	বাম
৮৮	১৮	তোমার	তোমারে!
৯৪	২১	শোকে	শোক,
৯৬	৭	আকারে	আকরে
ঐ	১৫	আর কিহে সাজে	আর সাজে কিহে
৯৯	১৭	পরে	দুঃখে,
১০১	১৬	শিখিয়াছে	শিখিয়াছ
ঐ	১৯	আর কি হইবে	হইবে কি আর
১১৪	৫	পত্রপুঞ্জত মাঝে	পত্রপুঞ্জ মাঝে,
১১৫	৮	মোহনী	মোহিনী
১৫১	১৭	ধনুর্বিদ্যা	ধনুর্বিদ্যা।

বৈদেহী-বিলাপ-কাব্য।

প্রথম সর্গ।

অস্তমিল দিনমণি, অস্তাচল চূড়ে—
নিভৃত নিলয়ে, পশিলা সরোজ-নেত্র ;
লজ্জা-সঙ্কুচিত ভাবে অতি মৃদু মৃদু
প্রদোষে যেমতি পান্থ,—আতিথেয় গৃহে।
হাসিলা বারুণী সতী,—সানন্দে সুন্দরী,
পাদ্য-অর্ঘ দানে, যতনে পূজিলা দেবে
নিবারিলা তনুতাপ, চারু ব্রতশীলা
আরক্ত চন্দনে চর্চ্চি মনোহর বপু।
সে রক্ত বরণ ছটা, ভুধরে, সাগরে,
মানস সরসে, বনে, পড়িল সহসা,
ভেদি অভ্রভেদী গিরি, গগন মণ্ডলে।
হাসিলেন বসুমতী,—ক্ষণেকের তরে
হাসিল নলিনীকুল, বিরহ বিধুরা ;

সরোজ-নেত্র,—রবি,
প্রদোষ,—সন্ধ্যাকাল,
বারুণী,—পশ্চিমদিক,

হাসে যথা দীপশিখা,—নির্ব্বাণ উন্মুখী!
এ হেন মধুর কালে, জাহ্নবীর কূলে,
(সুপবিত্র বিচিত্র সলিলা, সুনির্ম্মল—
জলে যার, কেলিছে সারসী, রাজহংসী,
সারস, মরালে লয়ে কমল কাননে,
ললিত লহরী সনে দিবা বিভাবরী।)
উপাজিল রথ লয়ে সুমন্ত্র সারথি।
সংযমিয়া অশ্বরজ্জু, লক্ষ্মণ আদেশে
তথা, করপুটে কহিলা সুমন্ত্র সুত,
গললগ্ন বাসে, বিগলিত নেত্রনীর
মুছি সঙ্গোপনে, চরণারবিন্দ বন্দি—
যতনে জানকী।
"হের মা ধরিত্রি-সুতে—অম্বুজনয়নী,
অম্বুজ নয়নে হের কৃপাদান করি!
বাল্মীকির তপোবন, ঐ দেখ, শোভিছে
অদূরে, নন্দন যথা বৈজয়ন্ত ধামে
চিরানন্দ। যেন পরিহার করি, পাপ—
সংসারের কোলাহল, দ্বেষ-হিংসা ভয়ে,
লুকায়েছে শান্তি আসি শান্ত রসাস্পদে,
নিরখিতে যায় সাধ, একান্ত জননি,
তব শান্তি শূন্য অশান্ত অন্তরে।"
আরক্ত সুন্দর করে,—গোলাব প্রতিম—
সুন্দর কপোলে রাখি সীতা সতী, আহা,
ভাবিছেন নিরন্তর অনন্ত ভাবনা।

সংযমিয়া,—সংযত করিয়া,
চরণারবিন্দ,—পাদপদ্ম,

নাচিছে দক্ষিণ অঙ্গ, বামেতর আঁখি
সদা, নাচে যথা কল্পনা সুন্দরী, মরি,
কবিকুল—লেখনীর মুখে সুখে,—কিম্বা
শ্বেতাঙ্গিনী, ফুল্ল শতদল-বনে, বীণা-
পাণি! "কত আর, না জানি অদৃষ্টে কষ্ট,
বিধি, লিখেছ এ দুঃখিনীর?—কেন আজি,
হেরি অমঙ্গল হেন মঙ্গল সময়ে?
হে—পতি-কুলদেবতে! নমি আমি, তব—
চরণ-রাজীব রাজে বারম্বার,—এই
আশীষ দাসীরে, যেন, হৃদয়েশ মম
থাকেন কুশলে। জীবে জীবলীলা স্থলে
যত দিন দাসী, তত দিন যেন, তাঁর—
কোন অমঙ্গল কথা, না পশে শ্রবণে
বিষ সম;—না দহে বক্ষস্থল দুরন্ত
বিচ্ছেদে।' এইরূপ কত কথা, কাতরে—
কহিছেন মনে মনে, পতিসোহাগিনী
সতী;—উথলিছে শোকসিন্ধু, বিন্দু বিন্দু
নেত্রনীর, নয়নের কোণে, শোভিতেছে
জিনি মুক্তাফলরাজি। উড়িছে দুপাশে,
মুখ-পদ্ম গন্ধে অন্ধ মধুপ-নিকর
মধু লোভে;—কখন বা, চারু গণ্ডস্থলে—
পড়িছে সহসা আসি। অধীরা রূপসী
শশী, বাহু প্রসারিয়া, দূর করি যত
দিতেছেন বারম্বার,—ভ্রান্ত অলিবলি,

রাজীব,—পদ্ম,

গুণ গুণ স্বরে, ততই দংশিছে ক্রমে
মুখ-কোকনদে!
সুমন্ত্র ভারতী শুনি সবিস্ময়ে সতী
চাহিলা আশ্রম পানে,—কুরঙ্গ-নয়নী—
সুরঙ্গে,—রেবতীর নেত্রছবি, কালিন্দী
সলিলে, ভাতিল সুন্দর যেন। দেখিলা
বৈদেহী, নবদুর্ব্বাদল-রাম-হৃদয়—
সারস-হংসী,—সানন্দে, সরল হৃদয়া।
চরিছে আশ্রম মৃগ, ললিত কিশোর
শিশু সঙ্গে সঙ্গে তার, নির্ভীকে ভক্ষিছে
বালতৃণ; কখন বা, জননীর পাশে,
ধাইছে প্রবল বেগে তীরগতি;—কিম্বা,
গগন স্খলিত উল্কা,—অবনী মণ্ডলে!
ক্ষুধাকুল বৃক গাত্র করি কণ্ডূয়ন
দিতেছে যতনে যথা, সন্ততি-বৎসলা
তার স্নেহময়ী। বিশ্রামিছে ভুজঙ্গম,
ভীষণ দর্শন, বিষের ভাণ্ডার কত,
শিখণ্ডীর শিখণ্ডীর তলে কুতূহলে।
মণ্ডুক-নিকর কোথা, কেলি-লীলাপর,
নীরবে নিদ্রিত;—কুণ্ডলিত, ফণিকুল—
বিস্তীর্ণ ফণার ছায়া আশ্রয়ি যতনে!

কালিন্দী,—যমুনা,
বৃক,—ব্যাঘ্র,
শিখণ্ডী, ময়ূর,—
শিখণ্ডী, পুচ্ছ,

খেলিছে করভ কোথা কেশরীর সহ,
আকর্ষণ করি, বিলম্বিত জটাজুট
নির্ভয়ে ;—কভু বা, করে প্রবেশিছে তার—
বিজৃম্ভিত বদন মণ্ডলে যমাকৃতি !
নিরাতঙ্কে দুগ্ধদান করিছে মহিষী,
পীয়িছে আনন্দে কোথা,—পশুরাজ-শিশু !
নাহি শাত্রবতা-ভাব, চিরমিত্র ভাবে,
হরিছে সকলে কাল অনন্ত সন্তোষে।
কোথাও অশোক তরু শাখে শুকাইছে
বল্কল,—কৃষ্ণাজীন,—কাষায় বসন,
ঝুলিতেছে পদ্মবীজমালা,—কমণ্ডলু,
দুকুল,—মুকুলময় বকুল প্রশাখে।
কোথাও অশ্বত্থ, বট-বিটপীর মূলে,
সুপবিত্র বেদীর উপরে, বিরাজিত—
হোমকুণ্ড ;—কোশা, কুশি, শঙ্খ, ঘণ্টা আদি
নিয়োজিত যথাস্থানে ;—বিদগ্ধ সমিধ,
কুশ, ঘৃত, বিল্বদল গন্ধে, আমোদিত
দিগঙ্গনা ;—বনবাসী তাপস তাপসী !
সে সৌরভ সঞ্চালিত চঞ্চল পবনে
বিমোহিছে তরু, লতা, পশু, পক্ষী যত।
মলিন পত্রযৌবন, হোম—হুতাশন—
তাপে তপ্ত বনস্পতি, অভ্যাসিছে যোগ

করভ, হস্তিশাবক,
কৃষ্ণাজীন,—কালসার হরিণের ছাল।
পত্রযৌবন,—নবপত্র।

শান্ত্র, মরি, নিরজনে যেন মৌনব্রতী !
চ্যূত লতিকায় কোথা বাসন্তী ব্রততী,
প্রেমভরে আলিঙ্গন করেছে যতনে ;
সুরভিত পুষ্প গুচ্ছ হেলিছে দুলিছে—
তার, কান্ত কোলে সতী, দুলিছে আপনি,
নিতান্ত প্রশান্ত শান্ত বসন্ত সমীরে
মৃদু মৃদু। যেন ভূষণে ভূষিত তনু
লজ্জাহীনা নবীনা যুবতী, মত্ত মধু—
সমাগমে, নাচিতেছে, আলুথালু বেশে
প্রিয় প্রাণেশ্বর পাশে ! কোথাও তমাল
মূলে, গুঞ্জরিত মধুব্রতপুঞ্জ-কুঞ্জ
মাঝে, সুরঞ্জিত কুশাসন ; সুপবিত্র
বেত্রাসনে, ভূর্জ্জত্বচ বিলেখিত বেদ—
বেদান্ত আদি গ্রন্থ শত শত সংস্কৃত ;
পঠিছে যতনে, যত, ঋষির কুমার,
কৌমার বয়সোচিত সুধাময় স্বরে,
জিনিয়া মধুর বীণা,—কোকিল কাকলী !
বিশুদ্ধাচারিণী কোথা মুনিকন্যাগণে
জপিতেছে জপমালা বিশুদ্ধ মানসে।
কেহ বা তুলিয়া পূত মন্দাকিনী নীরে,

বাসন্তী,—মাধবী।
চ্যূত,—আম্র,
মধু,—বসন্তকাল।
কাকলী,—অস্ফুট মধুরধ্বনি।
বল্লরী,—লতা।
যত,—সংযত চিত্ত।

ঢালিছে যতনে যত্ন-পালিত পাদপে,
আলবালে, কভু, বিশোষিত রস, শুষ্ক—
দিনকরকরে, গতায়ুর্জীবন প্রায়
নবীন বল্লরী। প্রিয়তম তরুসহ,
লতাবধূগণে, শুভক্ষণে, শুভলগ্নে,
পরিণয় সূত্রে বদ্ধ করিছে কভু বা
সদানন্দে মগ্ন,—কোন কানন কামিনী!
কেহ বা তুলিছে ফুল, বিনা সূতে কেহ,
গাঁথিছে কোমল মালা কোমল প্রসূনে
ভক্তিমতী,—সমর্পিতে শশাঙ্কশেখরে।
যেমতি শৈলেন্দ্রসুতা,—একাম্বর বনে,
রচিতেন বনমালা বনবিহারিণী।
শাখাময় শৃঙ্গ রুদ্ধ দ্রাক্ষালতাদলে
সরলা হরিণী কোথা আয়তলোচনা,
বিমুগ্ধ স্বভাবা, (আবদ্ধ শৈবালে—
যেন মত্ত মধুকরী, প্রফুল্ল নলিনী-
কুল মধু মধুলোভে) ছল ছল দুটি
আঁখি, বিসর্জ্জিছে অশ্রুজল, নিরজনে
দুঃখিনী। নিশির শিশির সিক্ত লতিকা
যেমতি। অবোধ হরিণ, হায়, নিকটে
দাঁড়ায়ে তার, ব্যাকুল হৃদয়ে বিষণ্ণ;
কতই কাঁদিছে, মরি, স্মরি নিরুপায়ে!
এ হেন সময়ে, কোন উদার চরিতা
তাপস দুহিতা, তথা উপনীত আসি;

শশাঙ্কশেখর,—শিব।

নিরখি মৃগীর দশা, কোমল হৃদয়া—
গলিল সন্তাপে হিয়া ; আহা, দ্রবীভূত
নবনীত হুতবহে যথা !—ধীরে ধীরে
বিমুক্ত করিলা তারে সতী ;—দৃঢ়লতা—
পাশে খণ্ড খণ্ড করি চারু করে,—চারু-
শীলা ;—দ্রুতবেগে, চলি গেলা নিজ স্থানে
সানন্দে দম্পতি।
অবগাহি পূতজলে,—অভীষ্ট দেবতা—
অর্চ্চিতে যতনে, যত তপস্বী সুমতি,
চলেছে তমসা-তটে—কলুষনাশিনী,
সুনিবিড়—সন্নিবিষ্ট—মুনিগণাশ্রমে
আচ্ছন্ন পুলিন যায় ; ঋতু বিকশিত,
কুসুম কলাপে কত, আবরিত তীর-
ভূমি ;—কল্লোলিছে কল্লোলিনী কুলু কুলু
স্বরে। সপ্ত ঋষি যথা স্বর্গে,—মোক্ষমার্গে,
ব্রাহ্ম সরোবরে স্নান,—তর্পণ মানসে।
চৌদিকে অনল জ্বালি,—জ্বালাময় দেশে,
ঊর্দ্ধপদে, অধোমুণ্ডে, লম্বমান কেহ—
দীর্ঘতম হরিতকী শাখে ভয়ঙ্কর ;
ধূমে রক্তবর্ণ আঁখি জবাফুল,—দগ্ধ—
অগ্নির উত্তেজে শ্মশ্রু ; করিছে কঠোর

নবনীত,—ননী।
হুতবহ,—অগ্নি।
জ্বালাময়,—অগ্নিময়।
কল্লোলিনী,—নদী।
শ্মশ্রু—দাড়ি,

ব্রত নিরাহারী, পূজি মনে মনে, যত্নে,
সাধিতে মনের বাঞ্ছা,—বাঞ্ছাকল্পতরু !
বীরাসনে কেহ, রোধিয়া শ্বাস প্রশ্বাসে,
অচঞ্চল দৃষ্টি, নাসা অগ্রভাগে রাখি,
চতুর্দ্দল রক্তবর্ণ আধার কমলে,
কুলকুণ্ডলিনী রূপ হেরিছে যতনে !
কেহ বা কুম্ভকবলে উঠি শূন্যদেশে,
দ্বিদলে নয়ন রাখি,—নিশ্চল শরীরে—
পরম হংসের মূর্ত্তি করিছে ভাবনা
নির্ব্বিঘ্নে ;—নিষ্কম্প প্রদীপ যথা নির্ব্বাত
প্রদেশে !
আলোকি আশ্রম শোভা,—স্বভাবের ভাবে,
পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ সন্নতাঙ্গী ; হাসি—
উল্লাসে রূপসী, কহিলা সৌমিত্রি পানে
চাহি মৃদুহাসে—কিন্নর মধুর কণ্ঠ—
সুমধুর স্বরে। ‘ কিহেরিনু প্রাণাধিক !
জনম অবধি, আহা, এমন না হেরি
কভু ; আজি সার্থক নয়ন, মনঃ প্রাণ
সুপবিত্র,—পবিত্র দর্শনে মোর হলো
এত দিনে ! না জানি কি সুখভোগে সদা
শান্তভাবে, শান্ত করি অশান্ত কৃতান্তে
তপোবলে, এ হেন নিশ্চিন্ত দেশে দান্ত—
শান্তগণে ?—সত্য, সত্যযুগ যাহে নিত্য

বীরাসন,—যোগ সাধনের এক প্রকার বসিবার নিয়ম।
আলোকি,—অবলোকন করিয়া।

বিরাজিত!—কিবা সুখ ছার রাজ্য ভোগে—
লক্ষ্মণ? রোগ শোক বিলসিত অসার
সংসার নিরানন্দময় সদা,—আনন্দ
কোথায় তায়? কলুষ কণ্টকে আকীর্ণ,
ভয়-সর্প সমাকুল, যে বিষম বিষ-
তরুশাখে, জনন মরণ ফল ফলে
নিরবধি,—কি ফল সে তরুমূলদেশে
ক্ষণেক বিশ্রামি সুখে? ইচ্ছি মনে মনে,
ভুলি রাজসিংহাসন, অনিত্য আমোদে
দিয়া জলাঞ্জলি, হেন পুণ্য-ভূমি মাঝে
পশি কান্ত সনে, লভি সরগের সুখ
জীবন্ত শরীরে। জ্ঞানবান, বিজ্ঞতম—
সুবোধ সুমতি তুমি, সকলি জানিছ
জ্ঞানবলে। অবোধ অবলা একে, নাহি
তায় জ্ঞানদীপ, মলিন মানস মম—
আঁধার কুটীরে;—কিসে বুঝাইব তোমা,
সুমিত্রা-নয়ন-মণি,—সৌমিত্রি কেশরী?
তবু ভাবি দেখ মনে,—কিবা ভয়ঙ্কর,
সংসার-সাগর-উর্ম্মি,—উর্ম্মিলাবিলাসী?'
দুরন্ত বরষাকালে, শন্ শন্ স্বনে
বহিলে অনল সখা, প্রাচীদিকভাগে
ভীম-প্রভঞ্জন; বৃন্ত হতে খসি পড়ে
হায়রে যেমতি, কদম্ব মুকুল কুল

উর্ম্মি,—তরঙ্গ।
প্রভঞ্জন,—বায়ু।

কদম্বের মূলে। লক্ষ্মণের অশ্রুধারা,
তেমতি সহসা পড়িল চরণতলে—
উচ্ছ্বাস সমীরে বিত্রস্ত ;—আহা, সবলে।
স্পর্শি সুখ স্পর্শ চারু কোমল কপোলে !
দারুণ দুঃখের শেল, শক্তিশেল হতে
বাজিয়া হৃদয়ে ব্যথিল হৃদয় তাঁর
কুলিশ কর্কশ। নির্ম্মম অন্তর মাঝে
উপজি বিষম মায়া, করিল কর্দ্দম,
বিষম পাষাণে — যেন। কাঁদিয়া নীরবে,
রামানুজ কত কহিলেন মনে মনে
উদ্দেশিয়া সীতা সতী সুধাংশুবদনী।
' হা অভাগিনি—জনকনন্দিনি—দুঃখিনি !
আজন্মপরিতাপিনি ! এখনও তুমি
জান না জননি,—কোথায় চলেছ আজি !
চারু কল্পতরু বোধে, চরণ দুখানি
সেবিতে সতত যার, মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদে,
অজ্ঞানে প্রলয় জ্ঞান করিতে সরলা।
যে জন সাদরে, ' হৃদয় বন তোষিণী,
আদরিণী ' বলি তোমা সম্ভাষিত দেবি
সযতনে ! শুকাইলে মুখশশী তব,
বাজিত হৃদয়ে যার বিষম অশনি
হেরিত আঁধার ধরা তিতি নেত্রনীরে।

উচ্ছ্বাস—নিস্বাস।
কপোল—গণ্ডস্থল।
সুধাংশু —চন্দ্র।

হা!—হা পুণ্য তপোবন সরলা হরিণি!
তোমার কপালে, সেই সে পাদপ আজি
বিষফল প্রসূ!—স্বর্ণরজ্জু কালসর্প!
সুকোমল পারিজাত পাষাণ প্রকৃতি!
হা রাম!—হা রঘুকুলমণি!—হা নিষ্ঠুর!
দয়াময় নাম তব, কে ঘোষিবে আর—
এ মহীমণ্ডলে?—কে বলিবে ধর্ম্মশীল,
করুণা-বরুণালয়,—ঘোর অধার্ম্মিকে?
যদি হেন বাঞ্ছা মনে ছিল রঘুপতি,
উতরি জলধি, কূলে ডুবাবে তরণী.
তবে কেন, বৃথা বাঁধিয়া বারিধি জলে,
রক্ষকুল ক্ষয়মূল করিলে আহবে?
কি ফল রাবণে বধি? কেন বা বধিনু
রাবণি? কেন বা শমনশঙ্কা লঙ্কায়
ডুবাইলে অকূল পাথারে? বাঁচাইলে
আমারে কেন বা? মরিয়া বাঁচিনু বুঝি,
সরলা সরল-চিতে দিতে হেন জ্বালা
জ্বলিবারে নিরবধি? পরিহরি, দূরে
অমূল রতন; নিরর্থ উপলখণ্ডে
কেবা সমাদরে? জলাঞ্জলি দিয়া, ছার
রাজ্য সুখধনে, এস ভাই পুনঃ মোরা
হই বনবাসী! বাঁধিয়া কুটীর, সুখে
রহিব বিরলে, সংসারের খরস্রোত

প্রসূ—প্রসবিনী।
করুণা-বরুণালয়—দয়ার সাগর।
আহব—যুদ্ধ।

নারিবে পশিতে তথা, না সহিব ছার
লোকের গঞ্জনা। সচ্ছন্দে তুলিব ফুল,
বিরচিব মালা, সাজাইব জানকীরে
বনদেবী বেশে, সাজাইব দেবমূর্ত্তি
তোমারে যতনে। রহিব দ্বারীর রূপে
কুটীরের দ্বারে! শুকাইবে কণ্ঠ যবে
দারুণ পিপাসা, আনিয়া শীতল জল
নাশিব সে তৃষা; নিবারিব ক্ষুধা, সুধা-
ময় ফল মূলে। হা বিধে! হা হতবিধে!
কি দিয়ে গঠেছ, অন্তর মম নির্ম্মম?
দয়া ধর্ম্ম নাহি যায়, হায়, না জানি সে
হিয়া, কোন্ অপূর্ব্ব পরমাণু কৌশলে
রচিত? হা ধিক্! পাপ প্রাণে, আর কিবা
প্রয়োজন? ছিছি, কি ঘৃণা, কি লজ্জা, ইচ্ছা
হয় এই দণ্ডে করি বিষপান, কিম্বা;
অনলে এ প্রাণ সমর্পণ! কি বলিয়া
উত্তরিব কোন মুখে, জিজ্ঞাসিবে যবে
কৌশল্যা জননী, কোথা রেখে এলি মোর
পুত্রবধু, চন্দ্রমুখী জানকী সুন্দরী?
হায়! পঞ্চবটী বনে, মারীচ দুর্ম্মতি,
স্বর্ণমৃগরূপে যবে হরিল রাঘবে
কুহকে; কাঁদিলে তুমি সকরুণে, বলি
কুবচন কত নরাধমে, এই কি গো
তার প্রতিশোধ? আহা, জন্মশোধ তোমা,

নির্ম্মম—মমতাহীন।

ভাসাতে চলেছি মা গো দুঃখের সাগরে!
কেন গো জননী! তুমি কঠোর যন্ত্রণা
পেয়ে ছিলে দশ মাস দশ দিন বৃথা,
অলক্ষণ লক্ষ্মণেরে ধরিয়া জঠরে
পাপগ্রহ? ছিছি, বংশের কলঙ্ক আমি,
ঘোষিবে কলঙ্ক মোর, মুক্ত কণ্ঠে সবে
তত দিন, যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রবে
নীলাম্বরে! হায়, কে বলে পরশুরাম
নির্দ্দয় জগতে? কেমনে শুনাব আমি
বিষম বারতা, কোমল কুসুমোপম
কোমল হৃদয়ে, মারিব দারুণ শূল
হায় রে কেমনে?'
বলিতে বলিতে শূর অন্তর-আকাশে
উদিল বরষা আসি, গর্জ্জিল হৃদয়
ঘন; ঘন ঘন ঘোর গভীর গর্জ্জনে,
বর্ষিল নয়ন পুনঃ শ্রাবণের ধারা!
ক্ষণকাল পরে, শোকাবেগ সম্বরণ
করি সযতনে, উত্তরীয় বাসে, ধীরে
ধীরে, অলক্ষিত রূপে, মুছিয়া সজল
অক্ষি, গদ গদ স্বরে, কহিলা সীতারে,
(সুখদ শারদ চন্দ্র, বসন্ত-মুকুলে)
স্পৃহনীয় বীর্য্য দর্প কন্দর্প-সংহারী!

নীলাম্বর—নীলবর্ণ আকাশ।
বারতা—সম্বাদ।
কন্দর্প—মদন।
ঘন—মেঘ।

'যা বলিলে যথার্থ জননি! আস্বাদিলে
সুধা একবার, আর কে প্রয়াসে পুনঃ
কটু আস্বাদনে? তবে যে যতনে, হীন,
মূঢ়মতি সেই অবনী মণ্ডলে! সত্য,
আপাতঃ সুখের ফল, সংসার কাননে
ফলে দিবা নিশি; কিন্তু তাহা, পরিণামে
উগরে গরলরাশি পুনঃ পুনঃ হায়,
তবু পাপী পাপ প্রাণ ধায় তার পানে
অবোধ পতঙ্গ যথা প্রদীপ্ত পাবকে!'
ধনুর্দ্ধর সদুত্তরে ধরিত্রি-নন্দিনী
নিরুপম প্রীতিলাভ করি মনে মনে—
হাসিলা ঈষদ্ হাসে;—কহিলা লক্ষ্মণে
চাহি, মৃদু মধুস্বরে, গঞ্জি মধুকর
পুঞ্জ গুণ গুণ ধ্বনি। 'ঐ দেখ বৎস! ঐ—
সন্ধ্যার তিমিরে, দেখ, আবরিছে ধরা
কিবা ভয়ঙ্কর বেশে। কুহু যেন রাহু,
গ্রাসিছে চন্দ্রমা; কিম্বা, পুণ্যশীল জন—
নির্ম্মল হৃদয়ে, যেন পশিছে কলুষ
রাশি অতি ধীরে ধীরে। দীপিতেছে ধ্রুব—
তারা অতি দীপ্তিমতী, সন্ধ্যার ললাটে;
বিরাজে বিপুল যশ যথা ভূমণ্ডলে!
মকর সঙ্কুল নীল-জলধির মাঝে,
সমাকুল, ভীত চিত নাবিক নিকর,

কুহু—অন্ধকার।

দীপিতেছে—দীপ্তি পাইতেছে।

লক্ষ্য করি যায়,—যায় দূরদেশান্তরে !
নক্ষত্র সমাজ মাঝে, শোভিছে স্বর্ণদী—
শুভ্রতর ; রজতের সূক্ষ্ম সূত্রে যেন
বিভাবরী, গেঁথেছে মুকুতা হার অতি
সুকৌশলে ;—অর্পিতে যতনে, গলদেশে,
প্রমোদে,—কুমুদ-বন্ধু ইন্দু-কলানিধি ?
অভিসারে সমাগত ত্রিযামা যামিনী,
কোথায় চকোর-অরি-মৃগশিশু চোর ?
এস হে তারার বাঞ্ছা, রজনী-রঞ্জন,
ক্ষুধাহর সুধাময়,—সুধাদানে বিধু !'
বিস্তারিয়া পক্ষদুটী উঠিয়া আকাশে,
দেখ, গাইতেছে গীত চকোর চকোরী।
আর কেন বৃথা বৎস ! উঠ ত্বরা করি,
চল মৃদু মৃদু গতি পশি তপোবনে।'
এত বলি, গর্ব্বভরে মন্থর গামিনী,
পতিপ্রেম সোহাগিনী, অতি ধীরে ধীরে,
রাঙ্কব-বসনাবৃত পবিত্র আসনে
পরিহরি, দূরে দাঁড়াইলা সতী ; আগে
আগে, চলিলেন লক্ষ্মণ সুধীর বীর
পথ দেখাইয়া, মধ্যে রাখি অযোনিজা
জানকী সুন্দরী। পাছে পাছে সহচর
সুমন্ত্র সারথি। আমরি কি শোভা তায় ;
বর্ণহারে সে বর্ণনা কে পারে বর্ণিতে ?

স্বর্ণদী—হরিতালিকা, যমের জাঙ্গাল।
রজনী-রঞ্জন—চন্দ্র,
অযোনিজা—অযোনি সম্ভবা।

এক চক্র রথ হতে, ধাঁধিয়া নয়নে
অরুণ উদয় যেন হয়েছে ভূতলে
পশ্চাতে রাখিয়া রবি মনোহর ছবি,
সঙ্গে সঙ্গে ছায়া তার প্রিয় সহচরী !

ইতি বৈদেহী-বিলাপ-কাব্যে উদ্যোগ নামঃ
প্রথম সর্গ।

ধাঁধিয়া—ঝলসিয়া।

দ্বিতীয় সর্গ।

উর গো মা শ্বেতাঙ্গিনি! বীণানিনাদিনী,
কেন মা কণ্টকাকীর্ণ-শতদল বনে?
এস দয়াময়ি! বসি ভক্ত কণ্ঠাসনে,
বলাও সুবাণী, বাণি, মোরে বাগ্বাদিনী!
নির্ঝর ঝরিত নীর ঝর ঝর রবে,
বেগে প্রবাহিয়া গিয়া সাগরের মুখে,
সমর্পণে সযতনে কত রত্নমণি।
পঙ্কিল—পল্বল—জল, তা বলে কি হবে?
দেবের দুর্লভ সুধা, কোথা স্বর্গধামে,
কোথা অসুরের অনু, অসার কল্পনা?
দীন আমি, কোথা পাব অমূল রতনে,
গাইব কেমনে গান?—তুমি না শিখালে।
কে না জানে এ ভারতী,—অম্বুজ-নয়নি!
তব পদাম্বুজ পূজি, কত মূর্খ, মুখ্য—
বিখ্যাত ভারতে কবি? কবিতা-কমল—
বনে, রাজহংসী তুমি সরস্বতি!—দেহি
ভগবতি! কিঙ্করে কবিত্ব শক্তি,—শক্তি—
শুভঙ্করি! জনরব, জনলোকে শুনি,
জড়ের জড়িমাময়ী—রসনা—আসনে—

উর—অধিষ্ঠান হও।
বাণি—সরস্বতী।
অনু—তুচ্ছ।

আসীনা যদি মা তুমি ;—খদ্যোত দ্যোতকে,
শশবিন্দু—ইন্দু,—হীনজ্যোতি ;—জ্যোতির্ম্মতি !
মহাকবি বাল্মীকির মহাকাব্য ছায়া,
লইয়া যতনে, গাঁথিব নূতন গাথা
বাসনা অন্তরে। দীপ হতে দীপান্তর—
জ্বালিলে জননি! সত্য, তুল্য জ্যোতি ধরে
দোঁহে, সমতুল্য শিখা ;—কিন্তু বিদ্যাতৈল
হীন মম আশা-দশা চিরশুষ্ক ; ফলে,
অনন্ত দুর্দ্দশা তার। জানি গো যদ্যপি,
অচিরে নির্ব্বাণ হবে ;—তথাপি, কেন যে—
এ হেন বিষম সাধ ?—জানি না অন্তরে !
ভরসা নাহিক আর, ভরসা কেবল
তব রাঙা পা দুখানি! যা ইচ্ছা কর মা—
তুমি, এবে অপযশে, কিম্বা যশে, পূর্ণ
বসুন্ধরা ; বিরিঞ্চির—চিরবাঞ্ছা—বাঞ্ছা-
কল্পতরু !
ক্রমশঃ জনকসুতা সুনীল নয়নী,
ইন্দ্রজিৎজেতা, সুত সুমন্ত্রের সহ
উপনীত আসি,—মন্দাকিনী তীরে মন্দ—
মন্দ, আহা, ইন্দুমুখী গজেন্দ্র গমনে!
তরল তরঙ্গ সঙ্গে অঙ্গ ভঙ্গি করি,
ভৃঙ্গদল-কন্দলিত-পঙ্কজ-কাননে,

দ্যোতক—জ্যোতি।
দশা—সলিতা।
বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা।
মন্দাকিনী—গঙ্গা।

হেলে দুলে দুলে যায় রাজহংসী যথা!
কৌমুদী ভূষিত পূত গাঙ্গিনীর নীরে,
বেলা-বিলসিত কত তরুকুল ছায়া—
শোভিছে;—কলঙ্ক যেন শশাঙ্ক হৃদয়ে।
তার মাঝে চন্দ্রবিম্ব, কাঁপিছে কেমন
থর থর থরে, হেলিছে দুলিছে মরি,
কুমুদিনী প্রমোদিনী সুখে;—উথলিছে,
ভঙ্গীমতী স্রোতস্বতী যত প্রেমামোদে।
ভ্রমিলে কল্পনা সনে—কবির মানস,
কি অপূর্ব্ব রসে, রসে,—কে পারে বর্ণিতে!
পরিহার করি যেন গোকুল, গোকুলে,
মাখিয়া বিভূতি, রাধা-বিরহ-বিরাগে,
বিবাগীর বেশে, আহা, বিজন প্রদেশে,
মুরলী-মোহন-রবে কাঁদিছে একাকী—
অঞ্জন-গঞ্জন-শ্যাম-নিকুঞ্জ-রঞ্জন!
বিচ্ছেদে কাঁপিছে অঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীম,
আঁখি পদ্ম মুদি, বিকচ কুমুদ দলে—
বিরচি কোমল শয্যা,—বিরহের জ্বালা,
গুরু গঞ্জনার ভয়ে সহিছে গোপনে!
নাহি নীলমণি রূপ জিনি নিলমণি।
কেবল কৌস্তভ-মণি,—শোভিছে হৃদয়ে!
বাজিলে বাঁশরী ব্রজ কুলাঙ্গনাগণে—
কালিন্দীর উপকূলে, কদম্বের মূলে,

কৌমুদী—জ্যোৎস্না।
স্রোতস্বতী—নদী।
কালিন্দী—যমুনা।

ভুলিয়া পতির মুখ, পতিরতা সতী
আসিত ধাইয়া সবে, হেরিতে যেরূপ—
অপরূপ ;—ভুবন মোহন নব নীল
কাদম্বিনী, তরঙ্গিনী পাগলিনী যথা
সিন্ধুমুখে !
স্বভাবের ভাবে মগ্ন রাজ-সীমন্তিনী,
রাজকুলবধু, দেখিতে দেখিতে চারু—
শৈবলিনী সুবিচিত্র শোভা, ক্রমে ক্রমে,
অতিক্রম করি সৈকত পুলিনে সতী ;
উঠিলেন ধীরে ধীরে, নির্ভরি কৃশাঙ্গী,
অঙ্গ-ভার রামানুজে ;—নিষাদ আনীত—
চারু তরি পৃষ্ঠদেশে !
জলাঞ্জলি দিয়া, বিধৌত করিলা ধীর,
পঙ্কমগ্ন দুটী,—রাতুল চরণ তাঁর—
অতুল জগতে। হীরা, মণি বিখচিত
সুবর্ণ আসনে, রঘুকুল রাজলক্ষ্মী—
রাঘব-বাঞ্ছারে, বসাইয়া সমাদরে,
বসিলেন বীরশ্রেষ্ঠ সজল নয়নে
পদতলদেশে তাঁর ;—বসিল একান্তে
সুমন্ত্র সারথি। চলিল বহিত্র বাহি
চণ্ডাল কাণ্ডারী।
সহসা লক্ষ্মণ চাঁদ-বদন মণ্ডলে,—

কাদম্বিনী—মেঘ।
শৈবলিনী—নদী।
নিষাদ—ব্যাধ।
রাতুল—রাঙা।

পড়িল কালিমা আসি ;—তপ্ত স্বর্ণে যেন,
ডুবাইল স্বর্ণকার সুশীতল জলে ।
নামিলে পল্বল মাঝে প্রমত্ত কুঞ্জরে,
পদ বিদলিত তার পঙ্কিল সলিলে,
ম্লান না হইয়া কোথা থাকে অম্লানিনী ?
রাহুগ্রস্ত শশী কবে জনমনোহর ?
সতৃষ্ণ নয়নে চাহি জাহ্নবীর পানে
বহুক্ষণ ; নিশ্বাসিয়া ধীরে ধীরে, আহা,
মনে মনে বিচারিলা বীরেন্দ্র-কেশরী—
সুরধুনী দশা,—আর আপন দুর্দ্দশা।
উথলি তরঙ্গ রঙ্গে কুলবতী কূলে
আঘাতিছে বারম্বার,—গভীর নির্ঘোষে,
পড়িছে গভীর গর্ব্ভে গভীর নিনাদে
ক্ষয়মূল তরুকুল,—কূল সহকারে—
তার ;—হায় !—কি ফল তাহাতে তার ?—ছিছি,
আবিল করিছেশুধু নির্ম্মল সলিলে
উন্মাদিনী !—অভাগার মনঃ প্রবাহিনী
মাঝে, সমুদিত শোক,—দুখের-লহরী,
ভাঙ্গিছে হৃদয় বেলা,—প্রচণ্ড প্রহারে !
উপাড়ি আনন্দ তরু, কলুষিছে মাত্র—
সুখ—নিরমল জলে !
অতুল উন্নত হিম-হিমগিরিকুলে,
জনমিয়া মন্দাকিনী, (রাজার দুহিতা)

অম্লানিনী—পদ্মিনী।
সুরধুনী—গঙ্গা।
কুলবতী—নদী।
নির্ঘোষ—শব্দ।

স্বভাবতঃ নীচ গতি, ভুলি লজ্জা ভয়ে।
বিপুল ইক্ষ্বাকু বংশে, আমিও দুর্ম্মতি,
অতি নীচমতি মোর ;—পরুষ প্রকৃতি
বিধির বিপাকে আজি! তুল্য দশা যদি,
তবে আজ্ঞা দেহ দাসে, জলময় গৃহে
পশিয়া বিমলে তব, নিভাই মনের
তাপ, পাপবিনাশিনি! সমদুঃখী তুমি
ত্রিলোকী মাঝারে মোর।' এত বলি,-বলী,
নিরখিয়া ক্ষণকাল, প্রত্যুত্তর আশে
রহিলেন স্থির কর্ণে, উন্মাদ যেমতি!
নিরুত্তরা দেখি তাঁরে, শোকাশ্রু সলিলে
আবরিল আঁখি, ঘুরিল মস্তক তাঁর,
বেগবলে ত্রিসংসার ঘুরিল অমনি,
দেখিলা আঁধার ধরা সনীর লোচনে!
শোকরুদ্ধ কণ্ঠে পুনঃ সকাতর স্বরে,
ভক্তিভরে রামানুজ, কৃতাঞ্জলি পুটে,
মনে মনে কহিলেন গঙ্গারে সম্ভাষি।
ভগবতি! ভাগীরথি! জগত জননি!
অভাগার প্রতি এত কেন মা নিদয়া
তুমি? কথা পুরাতনী, শুনেছি পুরাণে ;
ছিলে তুমি ব্রহ্মময়ি! ব্রহ্মকমণ্ডলে,
তৃপ্তি লভি ভগীরথ তপে তেজস্বিনি!
আইলে অবনীতলে, গোমুখীর মুখে,
হইয়া সহস্রমুখী, হিমাচল হতে।

পরুষ—কর্কশ।
কৃতাঞ্জলি...বদ্ধাঞ্জলি।

শাঁপে ভস্ম সগরের বংশাবলি শেষে,
উদ্ধারিলে উদ্ধারিণি! কৃপা বিতরণে।
আমিও ত সেই কুল—কলঙ্ক ভূতলে!
কেন গো কাতরা তবে, কিছু স্থান দানে
কাতর কিঙ্করে? যদি মা নারকী হই,
পতিত পাবনী তুমি প্রচারিত লোকে,
ত্রিলোকে,-গাঙ্গিনি! নাশি কলুষ-কলষে,
পবিত্র উদরে রাখি, তাপিত তনয়ে,
তার গো মা নিস্তারিণি ত্রিপথগামিনী!
বসিয়া তোমার কোলে, কাঁদিব বিরলে
চিরদিন; মা বলিয়া ডাকিব তোমারে।
আর না দেখাব মুখ, অযোধ্যা নগরে
পুনর্ব্বার, না যাইব ফিরে, শোকময়
সে পাপ সংসারে!
কখন বা স্থির নেত্রে আকাশের পানে
চাহিয়া দেখিলা ধীর, ধুম্রবর্ণ মেঘ
দামে বিধূমিত, চন্দ্র চন্দ্রিকা অনলে,
জ্বলিছে গগন--বন, উজলি অনিলে।
বিকীরিত অগ্নিকণা,—তারাদল রূপে—
বিরাজিছে ভয়ঙ্কর;—স্থানে স্থানে কিবা,
হরিতালিকার মূর্ত্তি তুষার সঙ্কাশ,
ভস্ম সমাকীর্ণ দগ্ধ ভূমিখণ্ড যেন।

কলুষ—পাপ।
কলষ—সমূহ।
বিধূমিত—ধূমবিশিষ্ট।
চন্দ্রিকা—জ্যোৎস্না,

মাঝে মাঝে উল্কাপিণ্ড, পড়িছে সবলে—
তীরগতি ; যেন ভাঙ্গিয়া পড়িছে বেগে,
জ্বলন্ত পাদপ-শাখা,-প্রচণ্ড পবনে।
যদিচ যামিনী আর রোহিনী সুন্দরী
চকোর চকোরী সনে, সকরুণ স্বরে—
নিষেধিছে বারম্বার,—রজনী রঞ্জনে ;
সশঙ্ক মৃগাঙ্ক, তবু মৃগশিশু লয়ে—
পলাইছে ক্রমাগত পশ্চিম প্রদেশে।
নিরখি ঊর্ম্মিলা-পতি—হৃদয়-সাগরে,
উদিল অপূর্ব্ব ঊর্ম্মি ;-উদ্দেশে প্রণামি,
কহিলা স্বগতঃ ধীর, সম্বোধিয়া ধীরে—
ধীরে হিমদিধিতিরে।—দয়াময় বিধু!
শুনেছি লোকের মুখে, যবে লঙ্কাপুরে,
হইল সমরশায়ী, শক্তিশেলাঘাতে—
নরাধম ;—দুরাচার দশানন ভয়ে,
অসময়ে অস্তাচল প্রয়াণ উদ্যত
হয়েছিলে কৃপাসিন্ধু ;—ভাসায়ে রাঘবে,
শোক-সিন্ধু-নীরে, ইন্দু,—সিন্ধুতীরদেশে!
চঞ্চল চরণ তব, আজি কার ভয়ে?
যার ধন চুরী করি, বিতরিছ সুধা—
সুধাময়! পাছে তোমা উপহাসে হাসে
সেজন, তস্কর বলি নায়িকা সমাজে ;

হিমদিধিতি—চন্দ্র।
ইন্দু—চন্দ্র।
সুধাময়—চন্দ্র।

তাইকি রজনী-কান্ত,—অশান্ত এমনি ?
বিলম্বত আছে তার, তবে কি কারণে,
চলিতেছ তারানাথ !—অস্তাচল পথে ?
অথবা পথের শ্রান্তে ক্লান্ত তব বপু,
চলেছে বিশ্রাম তরে,—বিশ্রাম ভবনে ?
নিতান্ত যাইবে যদি হে সুধাংশু নিধি !
দাঁড়াও ক্ষণেক তবে ;—লহ সঙ্গে করি,
কিঙ্করের কলঙ্কিত জীবন—চন্দ্রমা।
শোক-ধূমে সমাচ্ছন্ন, হৃদয়-কানন—
মোর ;—দুঃখ—দাবানলে, জ্বলিছে নিয়ত,
উগারিয়া বিস্ফূলিঙ্গ,—উচ্ছ্বাস সমীরে।
নয়ন, আসার রূপে ঘৃতধারা তাহে—
সমর্পিছে মুহুর্মুহুঃ ;—মানস হরিণ,
ভ্রমিতেছে দিবানিশি ব্যাকুল হৃদয়ে—
জ্ঞানশূন্য ;—তপ্ততনু প্রদীপ্ত পাবকে।
কেমনে বাঁচিব আমি,—হেদেব ! কেমনে—
সহিবে দারুণ তাপ,—এপাপ পরাণি ?
করি কৃতাঞ্জলি কৃপাময় ! কৃপাকরি,
সঙ্গে লহ সমদুঃখী ভাবি, অভাগার—
তপ্ততম পাপ প্রাণ ;-রোহিনী-বল্লভ !
একান্ত বাসনা মনে, পশি তোমা সহ।
পশ্চিমাশাপথে, ভুলিব এশোক দুঃখে ;

সুধাংশুনিধি—চন্দ্র। রোহিনীবল্লভ—চন্দ্র।
তারানাথ—চন্দ্র।
বিস্ফূলিঙ্গ—অগ্নিকণা।

নিবারিব নেত্রনীর,—নিশ্চিন্ত প্রদেশে
আরনা ভুলিব আশা-আশ্বাস বচনে—
বৃথা, নামোহিব ছার মায়ার ছলনে
কাঁদুক অনন্ত দুঃখে উর্ম্মিলা—শর্ব্বরী,
নাচাহিব তার পানে ফিরে আর কভু।'
বলিতে বলিতে, আহা, শোক বাস্পভরে—
ভাসিল বিশাল বক্ষঃ ;–বিশাল উরসে,
ভিজিল বিচিত্র বাস, খরতর স্রোতে !
অনন্তর ক্রমে ক্রমে উতরি তটিনী,
তীরে উঠি, নিরখিয়া দূরে, পুণ্যক্ষেত্র—
বাল্মীকি আশ্রমে, হায়রে বিষাদ ভরে,
কহিলা কাতরে পুনঃ উর্ম্মিলাবিলাসী !
এইতরে তপোবন !–কেন মোর মন,
নিরখি ব্যাকুল এত ;—কেনরে নয়ন,
হেরিছে শ্মশান সম শান্ত রসাস্পদে ?
দেখেছিত কতবার,—প্রফুল্ল মানসে—
ভ্রমিয়াছি কতদিন এহেন প্রদেশে।
শুনেছি কোকিলধ্বনি, ভ্রমর ঝঙ্কারে
বারম্বার ;—সুললিত বিহঙ্গম গানে
মোহিত এচিত নিরন্তর ;—কেন আজি,
বেণু, বীণাস্বর সম সে স্বরলহরী,
ঢালিছে গরলরাশি শ্রবণ-বিবরে ?

শর্ব্বরী—রাত্রি।
উরস—বক্ষস্থল।
পাবক—অগ্নি।
তটিনী—নদী।
পশ্চিমাশাপথ—পশ্চিমদিক।

তুলিয়াছি কতফুল,—নির্দ্দয় হৃদয়ে
ছিঁড়িয়া ফেলেছি দূরে সুকোমল দলে
তার কতদিন ;—সেইবে প্রসূনে হেরি,
কেন শোক অশ্রুজল, আসিছে নয়নে,
কেনবা তাপিছে হিয়া দারুণ সন্তাপে ?
করুণা-কোমল কথা, যে হৃদয় মাঝে—
ভাসিত, হায়রে, নিরাধারে নিরাধারা ;
তরঙ্গে যেমন তৃণ,—সাগর সলিলে !
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পশি সঙ্গোপনে,
অন্যায় সমরে যবে নাশি মেঘনাদে ;
কাঁদিলা প্রমীলা সতী,—হাহাকার রবে—
কাঁদিল সোনার লঙ্কা, পশুপক্ষীযত !
রোদিলেন কৃপাসিন্ধু—রঘুকুলপতি
সহ বিভীষণ সখা,—বিভীষণ রণে ;
রাক্ষসের শোকে আহা ব্যথিত হৃদয়ে।
স্মরিলে সেদিন কথা, ঘৃণাহয় মনে,
না হাসিল কেহ, হাসিনু অভাগা আমি ;
এমনি কঠিন হিয়া করিয়াছে বিধি,
যতনেও অশ্রুকণা, নাফেলিল, ছিছি,
নিষ্ঠুরের পাপনেত্র দুটী !
হায়রে ! সেইসে হৃদয় আজি, আপনা—
আপনি, কাঁদিয়া উঠিছে কেন ;—কেনবা,
পড়িছে সতত তাহে ভীষণ ঝঞ্ঝনা ?

প্রসূন—পুষ্প।
নিরাধারা—সর্ব্বদা।

সহস্র বৃশ্চিক যেন বেড়িয়া চৌদিকে
দংশিছে সরোষে মোরে,—দংশে আশীবিষ—
অহর্নিশ তাহে ; রহি রহি দংশে যথা
প্রফুল্ল মানসে,—তীব্রতর কালকুটে
জর্জ্জরিত,—অবসাঙ্গ ;—ক্ষীণকণ্ঠ ভেকে—
ভুজঙ্গম। যেদিকে ফিরাই আঁখি,—দেখি,
ঘোরান্ধ তমসময়, নিরানন্দ রূপে—
আসিছে গ্রাসিতে যেন রোষে সেইদিক !
রক্তবীজ বধে যথা নৃমুণ্ডমালিনী—
করালী,—দন্তুরা, ভয়ঙ্করা, দিগম্বরা,
করালবদনা,—কৃতান্ত মুরতি সতী !
কিছুই বুঝিতে নারি,—কেন প্রাণ মন ;
কম্পিতেছে প্রেতপুরি, সুরম্য জগতে ?
নিত্য নিত্য যেই শশী শোভে নভোদেশে,
শোভিতেছে সেই শশী,—সেই মেঘমালা—
চলিছে সমীরে ধীরে ;—ভবে কেন আজি,
দীপ্ত হুতাশন জ্ঞান, সুধাংশুনিধিরে,
সুবিস্তৃত ধূমরাশি,—নীলাম্বর দলে ?
কালি যে ধরার বুকে ভ্রমিয়াছি সুখে,
সুখপূর্ণ বসুন্ধরা আছে সেইমত ;
হ্রদ, নদ, নদী, শৈল, সাগর, কান্তার,
বন, উপবনময়—নয়ন রঞ্জন—

ঝঞ্ঝনা—বজ্র। কালকূট—গরল।
আশীবিষ—সর্প। প্রেতপুরি—যমালয়।

মূর্ত্তি ; যার অনুক্ষণ, চিত্রিতাম চিত্ত
পটে, অতি সযতনে ;—বাঞ্ছিতাম সদা,
অনন্ত জীবন যেন করেন বিধাতা,
এ অনন্তচ্ছবি যেন হেরি নিরবধি !
আজি কেন, তার তলে পশিবারে সাধ—
এ অন্তরে নিরন্তর বিষাদে ?—হায়রে !
সেই আমি, সেই সতী সাবিত্রি সুন্দরী—
স্বর্ণলতা সীতা স্বর্ণবর্ণা ; (রামকণ্ঠ
কণ্ঠমালা, সোহাগের হার)—নিরুপম—
কান্তি যাঁর, নীলাম্বর মাঝে নিরখিলে,
কত ভ্রান্তি উপজিত চিতে নিরন্তর ;
নিকষে নিকাস যেন সুবর্ণের রেখা,
অথবা বিজলী ছটা নীল নবঘনে !
কিম্বা প্রভঞ্জন, তরুশাখে নমাইয়া
অতি মৃদু মৃদু, বীজন করিলে, আহা,—
প্রকৃতি সতীরে দেব ;—ধীর সমীরণে,
কাদম্বিনী ঢাকা রাকা মুখে সুপ্রকাশি
ক্ষণকাল ;—লুকাইছে যেন পুনঃ পুনঃ ;
নবদুর্ব্বাদল—নব—নীরদ মণ্ডলে !
যেই মুখচ্ছবি হেরি,—ফুল্ল কোকনদে—
নিন্দিয়াছি পদে পদে ; গঞ্জিয়াছি রোষে,
অসংলগ্ন সতীনেত্র উপমান ভাবি

কান্তার,—জনশূন্য স্থান। বিজলী—বিদ্যুৎ।
নিকষ—কষ্টিপাথর। রাকা—পূর্ণচন্দ্র।
নিকাস—প্রকাশ।

কুরঙ্গ-নয়নে বারম্বার ;—করিয়াছি
কুচ্ছ কত, চমরীর পুচ্ছে তুচ্ছ করি,—
যে চাঁচর মনোহর সুন্দর চিকুরে !
যে রূপের ছটা, মরি, বিভাত-কমলে—
তরুণ অরুণ কর জিনি বিভাসিত ;
জুড়াইত আঁখি, মনঃপ্রাণ অভাগার ;
বাঞ্ছিত হেরিতে যায় দিবা বিভাবরী।
সেইরূপ,—সেই নেত্র, সেই কেশপাশ,
সেই সে সুধার ভাণ্ড বদন মণ্ডল,
রয়েছে সকলি ;—তবে কি কারণে আজি,
চাহিয়া সীতার পানে, দীর্ণদারু মত-
বিদীর্ণ হতেছে বক্ষ ;—চক্ষুজলে ভাসি
দিবানিশি ?—কেনবা রোধিছে কণ্ঠ, মা,-মা,
বলিতে, সন্ততিবৎসলা সতী সীতা—
জননীরে ?—কেবাজানে,—কারেবা জিজ্ঞাসি ?—
হেনজন আছে কোথা যাব কার কাছে !'
এতেক কহিয়া দুঃখে কাঁদিয়া সুমতি—
নিমর্জ্জিলা নেত্রনীর—চারু করতলে
সঙ্গোপনে কাঁদিলা সারথি শোকপূর্ণ,—
স্থিরচক্ষে ; নিরখি লক্ষ্মণ ম্লানমুখ
পুণ্ডরীকে !
ত্রিভুবন মনলোভা কৈলাস ভবনে,

নীরদ—মেঘ।
বিভাসিত—প্রকাশিত ;
কুচ্ছ—কুৎসা, নিন্দা।
চমরী—একপ্রকার গাড়ী।

অপূর্ব্ব আসনে, আসীনা হিমাদ্রি সুতা—
হৈমবতী সতী ; অঙ্কে রাখি শঙ্করের
চরণ দুখানি, অতি যত্নে সেবিছেন
ভক্তিমতী। সুযোগ বুঝিয়া সুখে যোগ—
শাস্ত্রকথা, কহিছেন যোগী,—যোগেশ্বর,
পঞ্চমুখে পঞ্চানন। একতান মনে,
শুনিছেন মহামায়া,—বিশ্ব প্রসবিনী—
হেরম্ব জননী—ঈশানী ;—পীযূষ ধারা,
পীয়িছে শ্রবণ তাঁর প্রবল পিপাসী !
দুপাশে বিজয়া জয়া, ফুল্ল পঙ্কজিনী—
অকলঙ্ক—শশাঙ্ক—কিঙ্করী ; অলঙ্কার—
ময়করে, ধরিয়া চামরে,—ঢুলাইছে
শুভঙ্করী-শঙ্করী-শঙ্করে-শুভঙ্কর !
ত্রিশূলী-ত্রিশূল হস্তে,-ভীষণদর্শন—
ভীমকান্তি মহাকায় ; অতি সাবধানে,
রক্ষিছেন দ্বারদেশ। ভৃঙ্গী, ভৃঙ্গারিত,
অসংখ্য প্রমথগণ, ভ্রমিছে চৌদিকে—
ভয়ঙ্কর ;—গ্রহ, উপগ্রহ যথা সূর্য্য
পরিবেশে !
বিচ্ছুরিত মৃগাঙ্কের মধুর কিরণে—
অত্যুন্নত,—স্থির,—গভীর, অসীম দীর্ঘ,

পুণ্ডরীক—পদ্ম। শশাঙ্ক—চন্দ্র।
হিমাদ্রি—হিমালয়।
পীযূষ—সুধা।

প্রশান্ত মুরতি, ভুতকাল সাক্ষী যেন,
শোভিছে গিরীশ ;—গিরি কুলের গরিমা !
সুন্দর শ্যামল তনু, কৌমুদী মণ্ডিত,
বিভূতি ভূষিত যেন যোগে মগ্ন যোগী।
অভ্রকুল ভেদি, কত দূর দূর দেশে—
উঠিয়াছে শৃঙ্গচয় ;—উত্তুঙ্গ,—উত্তাল,
বিরোধ, বিষুব-রেখা উৎসঙ্গ প্রদেশে।
কি সামর্থ মানবের যাবে তত দূরে,
কল্পনাও ক্লান্ত সেই অন্তরীক্ষ পথে।
উপত্যকা, অধিত্যকা, গভীর গহ্বর,
সমতল ক্ষেত্রকত, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা,
নির্ম্মল সলিল হ্রদ, তড়াগ, সরসী—
গন্ধ সোম সমাবৃত,—পুষ্কল পুষ্করে !
ঘননাভি,—নবঘনে পরাজয় করি
বিসঙ্কুল বনরাজি ;—গভীর গর্জ্জনে,
ভ্রমিছে শ্বাপদকুল ; কোথাও বা তব,
হে পৃথুশেখর ! কামরূপী তুমি,—মঞ্জু—
কুঞ্জবনে, পিকানন্দ নিত্য বিরাজিত।
কোথাওবা পুষ্পবন, বিমল সৌরভে—

গরিমা গর্ব্ব।
ঘননাভি ধূম।
উত্তুঙ্গ—অত্যুচ্চ।
উৎসঙ্গ—অঙ্ক।
পুষ্কল—পুষ্ট।
পিকানন্দ,—বসন্তকাল।
পৃথুশেখর—স্থূলশেখর।
উত্তাল—প্রকাণ্ড।
বিসঙ্কুল নিবিড়।
গন্ধসোম—কুমুদ।
পুষ্কর—পদ্ম।

অপহরি, প্রভঞ্জন,—অঞ্জনা-রঞ্জন,
ঢুলাইছে তব অঙ্গে চামর ;—কন্তুবা,
রঞ্জিছে তোমার বপুঃ প্রসূন পরাগে !
গাইছে গন্ধর্ব্বগণ,—সিদ্ধ, বিদ্যাধরে—
দিতেছে মধুর তাল ;—মধুর মৃদঙ্গ,
বেণু, বীণা, সপ্তস্বরা, সুমধুর স্বরে
মুগ্ধমনা ;—নাচিতেছে বিবুধ বণিতা !
গাইছে মঙ্গল তব,—কোকিল পঞ্চমে।
চন্দ্র-রসে স্বেদসিক্ত চন্দ্রকান্তমণি,—
কোথাও পতিত কত স্তূপকৃত ;—স্বর্ণ,
রৌপ্য, হীরা, বিদ্যুত বিদ্যুতি সূর্য্যকান্ত,
নীলকান্ত, কান্তিময় মহার্হ রতন,
দীপিতেছে দপ্ দপ্ খনির মাঝারে।
চক্রবন্ধু, কিম্বা ইন্দু যথা ধ্বান্তধামে !
কত উপধাতু, ধাতু, কত যে কি রত্ন—
রতন ভাণ্ডারে তব ;—পারে কি বর্ণিতে
নর,—ক্ষুদ্রমতি ?—ক্ষুদ্র,—অতি ক্ষুদ্রজীবী !
নবীন নীরদ তব নিত্যই অতিথি—
আসিছে তোমার দ্বারে,—সঙ্গে সঙ্গে তার,
সৌদামিনী,—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী। নীলকান্তি,

পরাগ—পুষ্পরেণু।
প্রসূন—পুষ্প।
বিবুধবণিতা—অপ্সরা।
চক্রবন্ধু—সূর্য্য।
ধ্বান্ত—অন্ধকার।

নিরখি নয়নে তব, চপলা চঞ্চলা,—
কাদম্বিনী পরিহরি, ভ্রান্তিহেতু, মরি,
নাচিছে তোমার কোলে ; রূপসী বালিকা—
যেন পিতৃ-অঙ্কদেশে ! নির্ব্বোধ বাসব
তুমি, সেইহেতু, ছিছি, হানিছ দম্ভোলি—
দম্ভে মুহুর্মুহুঃ, ভীম হিমাদ্রির শিরঃ—
লক্ষি ;—কত বীর্য্যবান, বজ্রী ! বজ্র তব ?
তুষার মণ্ডিত, ঐ অনন্ত শক্তিধর
স্থাবর সকাশে ! কত শত শত যুগ—
যুগান্তর গত, এড়িছ অশনি তুমি
চিরবৈরীভাবে রাত্রিন্দিব,—অবিশ্রান্ত ;
সহস্রাক্ষঃ ! কহ শুনি, অক্ষয় গিরির—
ক্ষয় কোন পরমাণু ? দেখ বীর্য্য, শিখ
ধৈর্য্য,—হিমাচল পাশে !
কৃষ্ণাগুরু, গন্ধবন্ধু, বিষদ চন্দন,
(আনন্দিত বনগন্ধে) সুবিশাল শাল,
রঞ্জিত বিবিধ বর্ণে কত শত তরু,
অশ্বত্থ, বিটপি বট, দীর্ঘ বনস্পতি,
কতই ব্রততী ;—মহাজনাশ্রয়ে থাকি,
মণ্ডিত মহত্ত্বগুণে ;—ছায়া বিতরণে—

বাসব—ইন্দ্র। দম্ভোলি—বজ্র।
বজ্রী—ইন্দ্র। অশনি—বজ্র।
রাত্রিন্দিব,—দিবারাত্রি। সহস্রাক্ষঃ—ইন্দ্র।
কৃষ্ণাগুরু,—কালচন্দন। গন্ধবন্ধু—আমগাছ।
ব্রততী—লতা।

শীতলিছে পথশ্রান্ত পান্থ কলেবরে!
প্রদীপ্ত দীপের কার্য্য করিছে ওষধি।
কোথাওবা গিরি-দরীদেশে, চারুতর,
কারুকার্য্য বিখচিত, সারি সারি শিলা—
স্তম্ভোপরি, সুবিস্তৃত ছিদ্রময় ছাদ;
সহস্র ঝারার মত, সেই ছাদ হতে
ঝরিতেছে জলবিন্দু;—অপূর্ব্ব জলের—
শক্তি,—লতা, পাতা, ফল, মূল, কিম্বা তরু
শাখা বা প্রশাখা, যাকিছু পতিত তাহে;
মুহূর্ত্তেকে অবিকৃত শিলা পরিণত!
পর্ব্বত কন্দরে, কোথাও জ্বলিছে বহ্নি,
শতসূর্য্য তেজে তেজস্বী;—রোষাগ্নি ঔর্ব্ব—
যথা ভয়ঙ্কর,—বারিধি হৃদয়ে!-কোথা,
উড়িছে বিষম ধূম,—ঢাকি ধূমযোনি!
রজতের রেখাসম স্থূল,—সূক্ষ্মধারে—
প্রবাহিত প্রস্রবণ কত;—দীর্ণ করি
স্তরে স্তরে কতই প্রস্তরে, কুলু কুলু
নাদে, চলিয়াছে দূরদেশে;—কত হ্রদ,
কত নদ, কত নদী, সমুদ্ভূত তাহে;
চন্দ্রভাগা,—ইরাবতী, শতদ্রু,-বিপাশা,
উন্মাদিনী কলিন্দ-নন্দিনী;—প্রজায়িনী,—

ঔর্ব্ব—সমুদ্রজলভক্ষক অগ্নি।
বারিধি—সমুদ্র।
ধূমযোনি—মেঘ।
কলিন্দনন্দিনী—নদীবিশেষ যাহাহইতে কালিন্দী উৎপন্ন হইয়াছে
প্রজায়িনী—জননী।

প্রবল চপল ভঙ্গা-গঙ্গা ভাগীরথী !
ক্ষরিছে সুধার ধারা গোমুখীর মুখে,
সুরস শালিনী, কোমল কবিতা যথা—
কবিকুল মুখে ! সাধেকি ভূধর ! তোমা,
যতিগণ যত, স্বর্গ, অপবর্গ বলি
বর্ণে বর্ণহারে ! সাধেকি শ্মশান বাসী—
ব্যোমকেশ শূলী, ভুলি ত্রিদিবের সুখ,
অতুল সম্পদ ;—পবিত্র কৈলাস ধামে,
তোমার আশ্রমে, নিবসিছে নিত্যকাল ;—
সহ হৈমবতী সতী,—হে-নগেন্দ্র ! তব
আনন্দ-নন্দিনী। ধন্য, পুণ্যবান তুমি
ত্রিসংসার মাঝে।

সহসা উপজি অশ্রু, উমা ত্রিলোচনে,
ভাসাইয়া গণ্ডস্থলে, বিন্দু বিন্দু রূপে
মহেশের পাদপদ্ম স্পর্শিয়া,—অঞ্চলে—
পড়িল আসিয়া তাঁর ; বিষ্ণুর চরণ
হতে, যথা মন্দাকিনী, মরি, নিপতিত
মন্দ মন্দ ব্রহ্মকমণ্ডলে !—চমকিলা—
বিরূপাক্ষ,—বিরূপ নয়নে ব্যগ্রমতি ;
কহিলা সতীরে চাহি ব্যাকুল মানসে।
'কেন সাধ্বি ! অশ্রুনীরে ভাসিছে বয়ান—

যতিগণ—পণ্ডিতগণ।
ত্রিদিবের—স্বর্গ।
নগেন্দ্র—হিমালয়।
বিরূপাক্ষ—শঙ্কর।
মন্দাকিনী—স্বর্গঙ্গা।

তব ?—কার দুঃখে দুঃখী তুমি শশীমুখি ?
কহ অধীনেরে শীঘ্রকরি। কিম্বা কোন—
জন, তোমা কোমল অন্তরে, অহঙ্কারে,
দিয়াছে দারুণ ব্যথা ?—কেবা সেইজন,
করিয়াছে পদাঘাত ভুজঙ্গম শিরে,—
ইচ্ছাকরি,—হস্ত ন্যস্ত প্রদীপ্ত পাবকে ?
জানত সকলি সতি ! সকলি সহিতে—
পারি, কিন্তু তব মুখ, নিষ্প্রভ হেরিলে,
বজ্রাধিক বাজে বুকে ত্রিশূলীর ; কহ—
ত্বরা করি, কোন্ তাপে তপ্ত তুমি আজি
প্রিয়ম্বদে ?
উত্তরিলা দাক্ষায়নী,—পীযূষভাষিণী,—
ধীরে ধীরে শশাঙ্কশেখরে। শুন দেব !
শুন মনদিয়া ;—ঐযে তপোবন মাঝে—
বাল্মীকির, কাঁদিছে লক্ষ্মণ বীর, ধীর,
অধীর হৃদয়ে, গুমরি গুমরি, মরি,
মনে মনে ;—মাতৃহীন শিশু যেন !-দেখ—
নাথ ! উষা শশী সম, ও মুখ দেখিলে
কারনা বিদরে হিয়া ;—কারণা নয়নে
জল আসে পশুপতি ? বাছা মোর চির—
ভক্ত, ভক্তিভরে পূজে চরণ কমলে
মম নিরন্তর যথাবিধি।—হে স্বয়ম্ভূ !
অজ্ঞাত কি আছে তব ? মোরে অনুরক্ত

ত্রিশূলীর—শিবের।
দাক্ষায়নী—দুর্গা।

এমহীমণ্ডলে যেইজন, করি আমি,
পুত্রাধিক স্নেহভারে নিরন্তর। রক্ষি—
সেইজনে, সযতনে, শ্মশানে, মশানে,
সম্পদে, বিপদে তার পদে পদে। হায়!
সাধেকি কাঁদিছে মোর প্রাণ,—প্রাণপতি ?
কহ দেব! শুনি, কি উপায়ে এবে, আহা,
পালিবে সুমিত্রা-সুত, অগ্রজ আদেশে,
কেমনেবা, জানকীর বুকে, প্রহারিবে—
ভীষণ ত্রিশূল সম শূল,—শূলপাণি ?
হাসিলেন নীলকণ্ঠ,—কুহুকণ্ঠ রবে,
কহিলেন অভয়ারে 'কিভয় অভয়ে—
তার!—মহামায়া তুমি, তোমারি মায়াতে,
মুগ্ধ আজি উর্ম্মিলাবিলাসী।—সেইহেতু
ফুটেছে কোমল ফুল, নীরস পাদপে,
চির মরুভূমে, জন্মেছে মাধবীলতা,
গলেছে পাষাণ, সতি! হুতাশন তাপে।'
এতবলি সমাদরে আহ্বানি নন্দীরে
আদেশিলা ব্যামকেশ। 'যাও, শীঘ্র নন্দী—
তপোবন মাঝে, কহিও মায়ারে,—দেবি!
মহামায়া আজ্ঞা, আজি মুহূর্ত্তের তরে,
পরিহর লক্ষ্মণের নির্ম্মম মানসে।
স্বকার্য্য সাধিলে ধীর,—প্রবেশিও সতী—

শূলপাণি—শিব। কুহুকণ্ঠ—কোকিল।
ব্যামকেশ—শিব।

পুনর্ব্বার—তাঁর হৃদয় মন্দিরে।'
'যে আজ্ঞা, বলিয়া নন্দী, বন্দি পদযুগে
গিরিনন্দিনীর সহ গিরিশ ;—চলিলা,
মহাকায়, লক্ষ্যপথে অলক্ষিত রূপে—
বায়ুগতি। চক্ষের নিমিষে, উপজিয়া
তপোবনে, নিবেদিয়া মায়া কর্ণমূলে
পার্ব্বতী আদেশে, করিলা প্রয়াণ পুনঃ—
কৈলাস পর্ব্বতে।
ত্রিলোক মোহিনী মায়া মনোহর ছায়া,
বীরেন্দ্র—কেশরী-হৃদয়-দর্পণ হতে—
ধীরে ধীরে অপসারি,—শূন্যময় দেশে,
রহিল অলক্ষ্য রূপে, অস্তগত ভানু
ছায়া,—যথা সরোবরে!—নাহি আর বজ্র—
ধ্বনি, নবঘন ঘন ঘোর ভয়ঙ্কর
গভীর গর্জ্জন ;—নাহি শ্রাবণের ধারা,
না চমকে চারু চপলা জলদে! মরি,
মানস-আকাশোদিত দুরন্ত বরষা,—
সহসা সুদূরগত ;—প্রচণ্ড নিদাঘ,
উদিল অন্তরে তাঁর, শুকাইল দয়া—
স্রোতস্বতী,-সুধা-পয়স্বিনী ;—নির্ম্মমতা—
প্রভাকর প্রখর সন্তাপে! বিকশিল
হৃদি—পদ্ম, উল্লাসে হাসিলা সতী পতি

নিদাঘ—গ্রীষ্মকাল। গিরিশ—শিব।
পয়স্বিনী—জলময়ী। স্রোতস্বতী—নদী।

সহবাসে। অজ্ঞানান্ধ জীবদল, হায়,
বুঝিবে কেমনে,—অনন্ত মায়ার মায়া—
অনন্ত জগতে!

ইতি বৈদেহীবিলাপ কাব্যে লক্ষ্মণাক্ষেপ নামঃ
দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্ত রূপিনী তুমি আশা কুহকিনী!
অনন্ত অনন্ত দেব, করিলে বর্ণনা
নিরন্তর ;—অন্ত নহে তথাপি,—অনন্ত—
মহিমা লঘিমা তব মায়াময়ি!—দেবি!
দেবী কি দানবী তুমি, ভাবি নিরবধি,
নাপাই অবধি তার ;—কে তুমি এমহী—
মণ্ডলে? সুজীর্ণ, পর্ণের কুটীর শায়ী
দরিদ্র-শিয়রে বসি, সহাস্য বদনে,
ভুবন মোহিনীরূপে আলো করি দশ—
দিক, যে সময়ে তুমি, রাজ্যৈশ্বর্য্য সুখে
সুখী কর হে সুন্দরি! সেই অভাগারে।
নরচক্ষুঃ নিরখিয়া সেই রূপ রাশি,
শুনি সে মধুর ধ্বনি,—কেন না বলিবে
অমর নন্দিনী তোমা? কিন্তু যবে নিদ্রা
ভঙ্গে দেখে সে দুর্ভাগা,—সেই ধরাতল—
শয্যা,—সেই উপাধান বাহু,—সেই ক্ষুধা,
তৃষ্ণানলে তপ্ততার তনু, তৈলহীন
রুক্ষকেশে জটাভার ; আহা, হাহাকার

অনন্ত—নারায়ণ।
লঘিমা—লঘুত্ব।
উপাধান—বালিশ।

চারিদিকে! সুকুমার পুত্র কন্যা গুলি—
ম্লানমূর্ত্তি,—জীর্ণ,—শীর্ণ,—বিবর্ণ,—বিষণ্ণ,
কঠোর জঠর জ্বালা জ্বালাতন তনু,
মা মা, বলি কান্দিতেছে ঘোর উতরোলে!
উত্তমর্ণ সম্ভাষিছে কর্কশ বচনে।
দুঃখিনী জননী তার, মলিন বসনা—
শতগ্রন্থি;—পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ তালু,
'নামিলে উধার আর করিতে কুত্রাপি,
নাহি হেনজন, মুষ্টি ভিক্ষা দানে প্রাণ
রাখে এসময়ে' ভাবি মনে মনে সতী,—
পতিপ্রাণা পাগলিনী কান্দিয়া বিহ্বলা,
কে করে শান্তনা,—দীন সন্তান সন্ততি?
সেসময়ে, কি ভীষণ মূর্ত্তি তুমি ধর
চণ্ডালিনি! ধবক্ ধবক্ করি, জ্বলে বহ্নি-
বিশাল লোচনে,—ভালে,—ওমুখ গহ্বরে;
লক্ লক্ লোল জিহ্বা,—শোণিত প্রয়াসী।
দোলে জটাজূট পৃষ্ঠে,—কালসর্প সম।
উলঙ্গিনী তুমি,—তব বিকট বদনে,
সতত বিকট হাসি, কত শব রাশি—
নিপতিত চতুর্দ্দিকে।—রুধির খর্পর,
বামকরে সুশোভিত মস্তিষ্ক পূরিত,
ভীষণ কৃপাণ,—দীর্ঘ,—স্থূল সব্য ভুজে!

উত্তমর্ণ—ঋণদাতা।
উধার—ঋণ।
খর্পর—খাপরা। মড়ার মাথার খুলি।
সব্যভুজে—দক্ষিণহস্তে।

দলমল দোলে নৃকপাল মাল, গল—
দেশে ;—কঙ্কালের অলঙ্কার অষ্ট অঙ্গে
কত পরিধৃত। এরূপে কিরূপে নর,
দেবী বলি পূজিবে তোমারে?—সর্ব্বনাশী—
তুমি,—রক্ষঃকুল প্রসূ রাক্ষসি!—পিশাচি!
পৈশাচিক মন্ত্র তব সিদ্ধবিদ্যা ;-তাই—
জীববৃন্দ, সদানন্দ মনে, ভ্রমিতেছে
ভবধামে দিবানিশি ;—অক্ষুণ্ণ অন্তরে,
অগ্রগামী ক্রমাগত মরণের পথে—
ভয়ঙ্কর। মরুভূমে মৃগতৃষ্ণা হেরি
মৃগযথা, ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় তার পানে—
তীব্রগতি!
তোমার প্রভাবে আজি, ঐদেখ সম্মুখে,
দাশরথি-নয়নের মণি,—দুর্ভাগিনী
অতল অতলে মগ্ন ; তথাপিও সতী,
জল্পিতেছে মনে মনে কতই কল্পনা।
কুসুমিত সুগন্ধিত লতার বিতানে,
কুহরে কোকিল যথা,—বসন্ত সময়ে ;
সুখিনী জনকসুতা হায়রে তেমনি,
সানন্দে,—ঐশুন, কি কহিছে লক্ষ্মণেরে
সুধাময়স্বরে। ‘ শুভ্রতর শুচিকালে

নৃকপাল—নরমুণ্ড।
মৃগতৃষ্ণা—মরীচিকা।
অতল—সমুদ্র।
জল্পিতেছে—আলোচনা করিতেছে।
শুচিকাল—গ্রীষ্মকাল।

তপ্ত সরোরাজি, স্বভাবতঃ শান্তমূর্ত্তি ;
কিন্তু তাহে বরষিলে, বরষা ;—ভাসিলে,
মরালকুল কমল কাননে-সুরঙ্গে ;
সলীল-তরঙ্গ সঙ্গে বলাকার দল,
গাঁথিলে বিচিত্র মালা ; নাজানি কি শোভা
বৎস ! তাহে মনোলোভা ?
রুদ্রাক্ষ,-ভদ্রাক্ষ,-রুক্ষ—পদ্মবীজমালা,
অজিন, বাকল, কিম্বা কাষায় বসনে—
যে তপঃ তাপিত তনু, চারু স্বর্ণলতা
সম শোভে নিরবধি ; এহেন মুকুতা—
হার, স্বর্ণকণ্ঠমালা,—বলয়, কঙ্কনে,
সাজাইলে সেই বপু ;—ভাবি দেখ মনে,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য কিবা হবে স্পৃহনীয় !
কতই আনন্দ লাভ করিবে তাপসী,
লভিলে বিচিত্র চিত্র হেন নীলাম্বরে।'
উত্তরিলা বীরশ্রেষ্ঠ ;—নির্দ্দয় হৃদয়ে—
অঙ্কুশ প্রহারে যথা করিণীর শিরে
নিষাদী। 'সেসবে সাজাইও দেবি !-সাধে—
সাজাইও চিরকাল ;—হেরিও যতনে,
মুকুলিত বনলতা অপূর্ব্ব প্রতিমা,
নিরঙ্কুশরূপে, ভাসিও আনন্দ নীরে
দিবাবিভাবরী। আজি হতে তপস্বিনী—

বলাকা—বক।
অজিন—মৃগচর্ম্ম।
নিষাদী—মাহুত।
নিরঙ্কুশরূপে—স্বচ্ছন্দে।

জীবন সঙ্গিনী তব,—সম সুখ দুঃখ
সম্ভোগিনী।—প্রিয়তমা সরলা হরিণী
তোমা প্রিয় সহচরী। সরমে সরেনা
কথা, কোনমুখে, কেমনেবা, শুনাইব—
সেপাপ ভারতী, তোমাহেন পতিরতা
পবিত্র চরিতে?
ছিলে তুমি লঙ্কাপুরে, অশোক কাননে,
রাবণের সহবাসে বহুদিন;—তাই,
অজ্ঞানান্ধ প্রজাবৃন্দ নিন্দে তোমা সদা,
কহি অকলঙ্ক কুল-কলঙ্কিনী সীতা—
স্বৈরিণী!-রাঘবে নিন্দি, কহে কত কথা,
উপহাসে হাসি পরস্পরে। সুপবিত্র—
সূর্য্যবংশ, অপবিত্র কবে?—পবিত্র ত
চিরদিন! পদ্ম-মকরন্দ পান, মধু—
ব্রত চিরব্রত; তথাপিও প্রভাকর
নলিনীর বঁধু!! ত্যজেকি তাহারে কভু?
বরঞ্চ সহস্র করে, করে হাস্যমুখী!
সেই কুলোদ্ভব যবে রঘুকুল পতি,
কেন না হইবে সেইমত? ছিছি, ঘৃণা—
হয় মনে, স্মরিলে নরেশ কথা।—শান্তা

ভারতী—কথা।
স্বৈরিণী—বেশ্যা।
মকরন্দ—মধু।
মধুব্রত—ভ্রমর।
নলিনী—পদ্মিনী।
নরেশ—রাজা।

যেইজন,—এইকি উচিত তার ? সুধা,
উপাদেয় চিরকাল ; কিন্তু তাবলেকি,
অসুর উচ্ছিষ্ট সুধা,—অমরে প্রয়াসী ?
নিঘৃর্ণ, নির্লজ্জ রাম ; কদর্য্য প্রকৃতি—
নীচের প্রকৃতি সম ;—নতুবা কেমনে,
বসাইয়া বাম পার্শ্বে, আদরিণী বলি,
আদরে সীতারে পুনঃ প্রিয় সম্ভাষণে ;
বেশ্যা সহবাসে, বাসে, বাসেবা কিরূপে ?
অন্যত্র গমন শ্রেয়ঃ, তথাপিও আর,
মুহূর্ত্তের তরে, বসতি উচিত নয়,
হেন পাপময় রাজ্যে,—পাপরাজাশ্রয়ে !'
সেইহেতু সাধ্বি ! আজি আদেশিলা মোরে—
রঘুমণি,—দিতে বনবাস তোমা ; (আহা,
বিসর্জ্জিতে স্বর্ণ প্রতিমারে নীরে,—নির—
অপরাধে সাধে) রঞ্জিতে প্রজার মন,
নাপারি ভুঞ্জিতে আর অসহ্য গঞ্জনা—
নিরন্তর ;—হায়, সুকৌশলে তপোবন
দরশনচ্ছলে !'
সরলা হরিণী, সুখে নির্ভয় হৃদয়ে—
চরিছে সুদূর বনে ;—এহেন সময়ে
কিরাত দুর্ম্মতি যদি বিদ্ধকরে তারে,
বিষময় বিষম বিশিখে ;—তীক্ষ্ণতর—
শরে সকাতরা, সুরঙ্গিনী কুরঙ্গিনী

বিশিখ—বাণ।
কুরঙ্গিনী—মৃগী।

সনীর লোচনে যথা, শূন্য দৃষ্টে চাহে
ব্যাধের বদনে মুহুর্মুহু ;—সেইরূপ,
বাস্পপূর্ণ নেত্রে সীতা লক্ষ্মণের পানে
চাহিলা সহসা সতী ;—অবশাঙ্গ বাক্য—
বাণে ম্লানমূর্ত্তি! স্তিমিত আঁখির তারা
জ্যোতিহারা, উষাকালে নিশা যথা,—কিম্বা ;
সিংহিকা-সন্ততি মুখে—পৌর্ণমাসী শশী।
অন্তরের শোকাবেগ অন্তরে সম্বরি,
অম্বরে মুছিয়া,—মৃগ-নয়ন আসারে,
নিশ্বাসিয়া ; অবশেষে হতাশ মানসে—
কহিলেন দেবরেরে,—সুধাংশুবদনী।
'কি বলিলে প্রাণাধিক্!—ছলে বনবাস ?
হাঁ,—পাপীয়সীর সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত।
এশাস্তি সুযুক্তি যুক্ত!—সরলা মৃগীর—
বধে এ বাগুরা সুন্দর রচনা!—কিন্তু,
জিজ্ঞাসি তথাপি, তবে কেন উদ্ধারিলা
মোরে প্রাণনাথ,-রঘুমণি,-রাঘবেন্দ্র—
রক্ষঃকুল রিপু প্রাণপণে ;—রাক্ষসের
বংশ ধ্বংসি দুরন্ত সমরে ? কিকারণে,
বালিবধ করিলা অকালে ?—বৃথা তুমি—

স্তিমিত—স্থির।
সিংহিকা সন্ততি—রাহু।
অম্বর—বস্ত্র।
আসারে—জল।
বাগুরা—ফাঁদ।

নির্দ্দোষিরে, আমি অভাগিনী, ভাগ্যমোর
চিরদুষি! আছিল বিধির মনে, হেন—
কঠোর কল্পনা চিরদিন বলবতী ;
ফলবতী এতদিনে। নতুবা যেজন,
কোমল কুসুমে কভু মলিন হেরিলে,
সিঞ্চিয়া শীতল জল,—তরুমূল দেশে,
প্রফুল্ল করিত তারে সযতনে। মৃগে—
হানিতে শাণিত শর, ব্যথিত হৃদয়
যার অনুক্ষণ ;—তুরঙ্গম দলে কভু,
কষাঘাত করিলে সারথি, উপজিত—
নীর, যার নেত্রে—নিরবধি !—সেইজন,
সেই সে দয়ার নদী, পারে কিরে কভু,
প্রহারিতে তীক্ষ্ণ অসি,— নির্ম্মল মানসে,
যতন পালিত,-বন বিহঙ্গিনী শিরে ?
এখনও জাগিছে মনে বৎস মোর,
শুনেছিনু সরমার মুখে,—মায়াসীতা,
মায়ারথে তুলি যবে দুর্দ্দান্ত রাবণি,
দ্বিখণ্ড করিল তারে মায়াবী ;—অশান্ত—
প্রাণকান্ত শোকভরে, সহসা ভূতলে,
পড়েছিলা সংজ্ঞাশূন্য ;—লভিলে চেতনা,
বলেছিলা হৃদয়েশ, ভাসি নেত্রনীরে,

তুরঙ্গম—অশ্ব।
কষা,—চাবুক
বিহঙ্গিনী—পক্ষিণী।
রাবণি—মেঘনাদ।

রাখিবনা প্রাণ কভু সীতার বিচ্ছেদে।
অগ্রগামী প্রাণ যবে, তবে কার তরে—
রাখিব এ ছার দেহ ?—আর কোন সুখে,
রব জীবলীলাস্থলে,—জীবব। কেমনে ?
নিভাইব শোকানল, প্রদীপ্ত অনলে,
উদ্বন্ধনে,—বিষপানে,—কিম্বা, ঝাঁপ দিব ;
সিন্ধু-সঙ্ঘ-অতল-সলিলে।'—সেইদয়া,
সেই মায়া, সে স্নেহমমতা, অস্তগত—
যদি আজি মম ভাগ্যদোষে ; তাহে দুঃখ
নাহি মোর।—দুঃখ এই, জানিতাম যদি ;
সেবিতে নারিবে দাসী,—চরণ দুখানি,
নাহেরিবে আর কভু, সে চন্দ্রবদনে—
অভাগী—যুগল আঁখি—চকোর চকোরী,
এজনমে আর পুনর্ব্বার ;—হে লক্ষ্মণ !
তাহলে চরণে ধরি, কাতর বচনে—
ল'তাম বিদায়, হায়, জনমের মত !
বলিতাম কত কথা—কত আছে মনে,
(নিরদয় বিধি ! কিবাদ সাধিলি সাধে ?)
এযাত্রা সকলি গাঁথা রহিল অন্তরে—
দুঃখিনীর,—অক্ষয় অক্ষর যথা, শিলা
মাঝে রাজে চিরকাল। পুনর্জ্জন্ম থাকে
যদি, যদি তোমা কভু, পাই প্রাণপতি—

উদ্বন্ধন—গলেদড়ি।

সঙ্ঘ—সমুহ।

শিলা—প্রস্তর।

রূপে হে অমূল্যনিধি। বিজনে দুজনে,
কহিব সকল কথা ;—শুনাইব,—শুনি—
মনোসাধে মনের বেদনা।' এতবলি,
অনিমিষ নেত্রে সীতা, লক্ষ্মণের পানে
চাহি বহুক্ষণ, শোক গদগদস্বরে,
কহিলেন পুনর্ব্বার অতি মৃদু মৃদু।
'কি দোষ তোমার বৎস! আজ্ঞাবহ তুমি,
পালিয়াছ ভ্রাতৃ আজ্ঞা যথাবিধি।—কেন—
ভাসিছ নয়নজলে বৃথা?—করিতেছ
করাঘাত কেনবা হৃদয়ে? আশীর্ব্বাদ—
করি কায়মনে, দীর্ঘজীবী হও তুমি,
যেন ধর্ম্মে মতি থাকে তব চিরদিন।
যাও ফিরে যাও বৎস। অযোধ্যা নগরে,
জানাইও অসংখ্য প্রণাম মম ; (হায়!
ইহ জনমের মত)—সুমিত্রা কেকয়ী,
কৌশল্যা জননী আদি প্রণম্য চরণে।
কহিও সকলে, ভাবি অভাগিনী ভাগ্য,
যেন নেত্রনীরে না ভাসেন কেহ।—যেন—
না আনেন মুখে, কুল কলঙ্কিনী কথা
পুনর্ব্বার। শ্রুতকীর্ত্তি,—উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী,
ভগিনী সকলে মম, জানাইয়া যত
আশীর্ব্বাদ, কহিও যতনে ; 'ছায়ামত—
যার সঙ্গে থাকিতে সতত, মুহূর্ত্তেক
নাহেরিলে যারে, আঁধার হেরিতে ধরা

অনিমিষ—পলকশূন্য।

ভিতি নেত্রনীরে ; সেইসে জানকী আজি,
অভাগিনী বিধির বিপাকে ;—সন্ন্যাসিনী—
কানন বাসিনী ! আর এজনমে তারে,
পাবেনা দেখিতে কভু ; উজ্জাপন আজি
হতে চির প্রেমব্রত।'
কহিও প্রাণেশে মোর,—লক্ষ্মণ !—প্রাণেশে-
দুর্ভাগিনী কথাগুলি,—বলিও বিরলে।
'বীরের দুহিতা যেই বীরের অঙ্গনা,
বীর্য্যহীনা সেকি কভু ?—নিন্দিত,—ঘৃণিত,-
কলঙ্কিত জীবনের মায়া তার, ছিছি,
আছেকি হৃদয়ে?—বিষধর যে ভুজঙ্গ,
ভুজঙ্গীও তার বিষধরী। সিংহ ভার্য্যা—
সিংহী,—করিণীই করি-সীমন্তনী !—নাথ !
কি বলিব, যদি অভাগিনী গর্ভে, হায়,
নাজন্মিত এপাপ সন্তান ; তাহইলে,
এতক্ষণে এপাপ জীবনে, বিসর্জ্জন—
করিতাম জাহ্নবী জীবনে অনায়াসে !
নিভাতাম মনানলে,—এযাত্রা সলিলে।
কত পাপ করেছিনু জন্মজন্মান্তরে—
অভাগিনী,—সেইহেতু, এজনমে এত
সন্তাপে তাপিত তনু ;—তাই ভয় বাসি,
লিপ্ত যদি হই ভ্রমে ভ্রূণহত্যা পাপে,

সীমন্তিনী—ভার্য্যা।
জাহ্নবী—গঙ্গা।
ভ্রূণহত্যা—গর্ভস্রাব।

(একালেত এইগতি) পরকালে পুনঃ—
নাজানি কিহবে দশা পাপিনীর ?-তাই
জীবনের সাধ, নহিলে জীবনে সাধ
নাহি আর কিছু। আর বার ভাবি মনে,
যদি এজঠরে, জনমিয়া থাকে আসি,
সুসন্তান, তব সম প্রতিকৃতি হবে—
তার ;—নবদুর্ব্বাদল রূপ, অপরূপ,
নয়ন রঞ্জন মুর্ত্তি নিরখি নয়নে,
নিভাইব মনাগুণে ;—ভাবিব তোমার—
ছায়া দিবাবিভাবরী !
আরকি বলিব দেব !—এই নিবেদন—
ওরাঙাচরণে, যদি দুঃখিনীর কথা,
মনে পড়ে বিরলে রহিলে অনুক্ষণ,
রহিও স্বজন পাশে ;—ভুলিও যতনে,
পাপিয়সী পাপমূর্ত্তি। প্রবোধিও মনে,
মায়াবিনী, মায়াময়ী—কাল ভুজঙ্গিনী,
নিস্তারিনু এতদিনে তাহার দংশনে !
অলীক প্রণয় তার, মিথ্যা দয়া মায়া,
সারমাত্র প্রবঞ্চনা,—চাতুরী,—ছলনা !
অপার করুণা তব,—হে করুণাময় !
ভুলিবনা কভু, যতদিন কণ্ঠে প্রাণ
রবে ভবধামে। স্মরিব সতত, তব—

প্রতিকৃতি—আকৃতি।
অলীক—মিথ্যা।
ভবধাম—পৃথিবী ।

সুনির্ম্মল গুণগণ,—অতি সযতনে।
বিরচিয়া জপমালা তাহে, জপিবহে—
প্রাণেশ্বর! যোগিনী যেমন যোগে জপে
জপমালা।
এদাসীরে, প্রাণহতে অতি প্রিয়তমা—
ভাবিতে সতত তুমি;—কিন্তু নাথ! আমি
যে তোমারে বাসিতাম ভাল, তাহা আর
নারিলাম জানাইতে এযাত্রা তোমারে।
সেই হেতু ইচ্ছিয়াছি মনে, আরম্ভিয়া—
ঘোরতপঃ তুষি বিধাতারে, মাগি লব
এই বর তাঁহার সকাশে, পুনর্জ্জন্মে—
যদি, নারীকুলে জন্মি আমি, পাই যেন
তোমাধনে,—প্রাণপতি রূপে প্রাণাধিক্!
তাহলে সেবিয়া সদা ওপদ-পঙ্কজে,
সাধিব মনের বাঞ্ছা,—যত আছে মনে।
আর এক নিবেদন,—হে কমল-আঁখি!—
এদাসীর,—পদাম্বুজে তব;—আছিল যে
জনরব, আমাদের প্রণয়—নাটক,
অতিশয় সুপবিত্র মেদিনী মণ্ডলে।
সেকথা,—কথার কথা,—ভ্রান্তিময় শুধু!
অসম্পূর্ণ অভিনয়ে,—নতুবা কেমনে,

পঙ্কজে—পদ্মে।
কমলআঁখি—পদ্মাক্ষি।
পদাম্বুজে—পাদপদ্ম।
মেদিনী মণ্ডলে—অবনীমণ্ডলে।

তৃতীয় সর্গ।

শোকময় যবনিকা পড়িল সহসা,
নিভিল সুখের দীপ্ত দীপ,—সমীরণে ?
কিন্তু তা ভাবিয়া মনে, কাতর নহিও
দেব ! ভবিতব্য ভাবি, ভুলিও যতনে—
এদাসীর অনন্ত দুর্দ্দশা,—প্রাণাধিক্ !
না ভাবিও নিরাশারে দুরন্ত-রাক্ষসী—
আর,—আজি হতে, প্রিয়,—প্রিয়সহচরী
তোমা সেইজন ! তার উপদেশ মত
চলিও সতত। বুঝাইও চল চিত্তে,
(কিবা বুঝাইব তোমা,—অজ্ঞাত কি তব ;
উশনারে শিক্ষা দানে,—কে হেন জগতে ?)
নিয়তির অনুগত কর্ম্মক্ষেত্রে মাঝে—
জীবগণ অনুক্ষণ,—তাহারি নিয়োগে,
সুখ-দুঃখ-ভোগী, রোগী রোগে নিরবধি,
রক্ষয় বিধির লিপি,—অক্ষয় জগতে !
এতবলি নিরবিলে মৈথিলী সুন্দরী,
নিরবিলা পশু-পক্ষী ;—জীবদল যত—
রূপসীর দুঃখে দুঃখী ;—নিশ্চল পবন
দেব, স্তব্ধ দিগঙ্গনা, কাঁদিলা প্রকৃতি—
সতী,—সতী শোকস্বরে !
অমা কিম্বা পূর্ণিমায়,—শ্যামলাম্বুরাশি—

যবনিকা—পরদা।
দীপ্ত— দীপ্তিশীল।
ভবিতব্য—ভাগ্য।
রক্ষয়—রক্ষাকরে।
উশনা—শুক্রাচার্য্য।
নিয়তি—ভাগ্য।
নিয়োগে—প্রবর্ত্তনায়
মৈথিলী—সীতা।

উগরিয়া ফেণপুঞ্জ, উথলয়ে যদি
সাগরের একবার ;—কার সাধ্য রোধে
তার গতি ? নিবারিয়া প্রবল প্রবাহে,
রাখে শান্ত ভাবে তারে,—কে হেন জগতে ?
'রে পাষণ্ড বিধি ! হায় কি করিলি তুই ?
এতদিনে মাতৃহীন করিলি আমারে !
রঘুকুল রাজলক্ষ্মী, হায়, এদুর্দ্দশা
তাঁর আজি ?—ভারতের সুখ সূর্য্য,-চির—
অস্তাচলে ?—পুরিলকি পাপ মনোবাঞ্ছা
তোর এতদিনে ?' বলি উচ্চরবে বলী
বিলপি রোদনে, করি করাঘাত বক্ষে,—
অচৈতন্য ; মরি, পড়িলা চরণ তলে
জানকীর।—ক্ষণপরে লভিলে চেতনা,
যতনে ধরিয়া সীতা—পদ-কোকনদে,
কহিলা উর্ম্মিলাকান্ত,—সকরুণ স্বরে।
'জননি !—জননী যার কানন চারিণী,
রাজ্য সুখ ভোগ কভু তারে কি সম্ভবে ?
যাবনা অযোধ্যা ধামে, দেখাবনা মুখ
লোকের সমাজে আর পুনর্ব্বার।-আহা,
একাকিনী তুমি, পাইবে যাতনা কত
ভাবি একাকিনী !-ক্ষুধায় আকুল যবে
হবে বনদেশে,-দারুণ পিপাসা, দেবি !

অমা—অমাবস্যা।
বলী—বলবান।
কোকনদ—রক্তপদ্ম।

শুকাইবে তব কণ্ঠতালু—সযতনে,
কে দিবে শীতল জল, আনি কলমূলে,
কে বাঁচাবে তব প্রাণ,—কুসুম কোমলা ?
হেরিলে শ্বাপদ কুলে, যবে প্রাণভয়ে—
আকুল পরাণি, স্নেহময়ি ! লুকাইবে
চঞ্চল চরণে গিয়া লতাকুঞ্জ মাঝে ;
নাজানি জননি ! তব নব কুশাঙ্কুরে,
আহামরি, কত ক্ষত হবে পাদুখানি ?
তাইতে কাঁদিছে প্রাণ, তাই ইচ্ছা মনে,
রহিয়া তোমার কাছে, হইয়া প্রহরী,
রক্ষিব তোমারে সদা ;—পূরাইব সাধে,
চির দীন আমি,—রাঘব সাধের ধন,—
তব মনোসাধে ! যথা যবে পঞ্চবটী
বনে, দেবি ! ছিলাম আমরা, হরিতাম—
সর্ব্বসুখে দিবস শর্ব্বরী !'
মুছিয়া সজল নেত্রে বসন অঞ্চলে,
উত্তরিলা মৃদুস্বরে,—জনকনন্দিনী।
'ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাতে,—যেই ফুলদল—
ম্লান নাহইল বৎস !—করকা প্রপাতে
কিহইবে বল তার ? অভাগীর মনে,
নাহি আর কিছু সাধ,—সাধমাত্র এবে,
পাপপ্রাণ সমর্পণ কৃতান্ত কবলে !

শ্বাপদ—হিংস্র পশু।
করকা—শিল।
কবল—গ্রাস।

মাথা খাও, যাও বৎস ! গৃহে যাও তুমি,
কেন বৃথা,—ভোগ সুখে দিয়া জলাঞ্জলি,
অসহ্য যন্ত্রণা যত,—সহিবে সতত ?
যা ছিল অদৃষ্টে মোর, ঘটিল সকলি,
অবশিষ্ট থাকে যদি,—কেনতা নিরখি,
তাপিবে কোমল হৃদি, দারুণ সন্তাপে ?
কিন্তু অবহেল যদি কথা মোর,—তবে,
এইদণ্ডে পাপ প্রাণ ত্যজিব নিশ্চিত,
নিশ্চিত পাপের ভাগী,—হবে ধর্ম্মমতি !'
উভয় সঙ্কট হেরি,—ধীর ধনুর্দ্ধর—
স্তব্ধ রহি ক্ষণকাল, সাশ্রু নেত্রে শেষে
ঊর্দ্ধমুখে,—ঊর্দ্ধদেশে চাহি, করপুটে—
কহিলেন পরমেশে,—উদ্দেশে সম্ভাষি।
বিধি ! দয়াময় তুমি বিদিত ত্রিলোকে,
করিও সতত রক্ষা, হায় অনাথিনী—
জননীরে মোর দয়াময় !—দাসী বলি,
দুর্ভাগিনী রাঘব-বাঞ্ছারে, শ্রীচরণে
রাখিও যতনে এইমাত্র নিবেদন
চরণ-পঙ্কজে।'
এতেক কহিয়া সীতা সতী-পদধূলী
ধরিয়া মস্তকে ধীর, কহিলা কাতরে।
'দেবি ! তবে আশীষ দাসেরে, যেন মোরে-
রাজলক্ষ্মী-হীনা রাজ্যে, নাহয় পশিতে—

অবহেল—অবহেলা কর।
আশীষ—আশীর্ব্বাদ কর।

পুনর্ব্বার ;—পাপ-জীব-স্রোত অভাগার,
মিশাইয়া যায় যেন,—স্রোতস্বতী স্রোতে।'
সনীর লোচনে, শেষে সুমন্ত্র সারথি
প্রণমি সীতারে শোকভরে,—নিশ্বাসিয়া—
কহিলা কাতরে। 'দাও মা বিদায় তবে
জনমের মত, পুত্রসম স্নেহ তুমি
করিতে নিয়ত মোরে ; শুধিলাম, হায়,
সেই ধার এই এতদিনে ;—বনবাস—
দিলাম তোমারে! নাজানি কিপাপ মাগো
করেছিনু আমি, নতুবা, এ পাপ প্রাণ,
এখনও দেহে, রয়েছে কি সুখে আর ?
অকালে মায়ের কোলে মরিতাম যদি,
নহিত সহিতে তবে এযন্ত্রণা আজি—
ভয়ঙ্কর ! আহা, জননী বিহীন শিশু,
কিদুঃখ সম্ভোগে,—কেন কাঁদে হাহাকারে,
বুঝিলাম এতদিনে নিতান্ত জননি !'
শোকাতুর দেখি দোঁহে, নানা উপদেশে—
বুঝাইয়া সীতা সতী, বিদায়িলা, হায়,
পরিশেষে ভাসি শোক—অশ্রু জলধারে !
গঙ্গাতীরে ধীরে ধীরে চলিলা দুজনে।
অনন্তর, তরি, তরি সহকারে দোঁহে—
গাঙ্গিনীর নীরে, তীরে উঠি, উচ্ছ্বাসিয়া—

স্রোতস্বতী—নদী।
তরি— উত্তীর্ণ হইয়া।
উচ্ছ্বাসিয়া—নিশ্বাসিয়া।

মনোদুঃখে ; নিমজ্জিয়া সাশ্রু নেত্র চারু
করতলে, আরোহিলা চিত্রময়,-দীপ্ত—
বিচিত্র বিমানে। চলিল অমনি রথ,
কাঁপাইয়া ধরা, আঁধারি ধূলায় নীল
গগন মণ্ডলে, ঘর্ঘর নির্ঘোষে, আহা,
অযোধ্যাভিমুখে।
যতক্ষণ রথে নেত্র পারিল হেরিতে—
তাঁর ; রহিলেন ততক্ষণ, চিত্রমত,
অনিমিক আঁখি জানকী ;—শেষে,-'হতোস্মি'
বলি, ধরাতলে পড়িলা সহসা, (যথা—
কদলীর দল, তুমুল সংগ্রামে যবে
তরুকুল সহ সমীরণ)—জ্ঞানগর্ভ—
দেহ হতে, অলক্ষিত রূপে অকস্মাৎ
হরিল জ্ঞানেরে আসি মূর্চ্ছা ;—হায়, হরে—
যথা প্রাণবায়ু দুরন্ত শমনে !

ইতি বৈদেহীবিলাপকাব্যে
পরিবর্জ্জন নামঃ
তৃতীয় সর্গ।

নিমজ্জিয়া—মুছিয়া। বিমান—যান।
নির্ঘোষ—শব্দ। অনিমিক—নিমেষশূন্য।
অলক্ষিত—অদৃশ্যরূপে। শমন—যম।

চতুর্থ সর্গ।

'একি,-এখনও জীবন্ত আমি ?—রয়েছে—
এখনও প্রাণ এপাপ শরীরে ?—পাপ
প্রাণ ! মিটেছেত সব সাধ,—আর কেন,
তবে আর কেন, দগ্ধকর মোরে বৃথা—
জ্বলন্ত আগুনে ?—নিতান্ত কৃতঘ্ন তুই !
নতু, মম হৃদয়-নিলয়ে, নিবসিয়া
নিত্যকাল, দংশি দংশি আশীবিষ সম,
তীব্রতর হলাহলে ;—কেমনে,—পীড়িছ—
মরমে ?—বৃথা নিন্দি তোরে আমি নির্দ্দোষী !
পরাধীন যেইজন,—পারেকি সে কভু—
সাধিতে স্বকার্য্য ইচ্ছামত ;—স্থানহতে,
স্থানান্তরে করিবারে গতি অনায়াসে ?
পোষাপাখী ধরি যদি রাখে কোনজন
সযতনে স্বর্ণের পিঞ্জরে,—প্রাণহতে—
ভালবাসে যদি ;—কর্পূর বাসিত জল,
উপাদেয় ফল লোভে,—ভোলে কি সে কভু ?
সমাকুল মনঃ প্রাণ তথাপিও তার,
পালকে হেরিতে বাঞ্ছা করে দিবানিশি !

জীবন্ত—জীবিত। কৃতঘ্ন—অকৃতজ্ঞ ;
নিলয়—গৃহ। নিত্যকাল—চিরকাল।
আশীবিষ—সর্প। হলাহল—গরল।
পালক—প্রতিপালন কর্ত্তা।

একে ভগ্নপ্রায় মম হৃদয় পিঞ্জর,
যতন-প্রহরী তাহে নাহিক নিকটে,
রয়েছেত সুন্দর সুগম ;—তবে কেন,
অধৈর্য্য হতেছ এত পলায়ন হেতু,
কেনবা ভাঙ্গিছ বৃথা,—পিঞ্জর-পঞ্জরে ?
বুঝেছি মনের কথা,—ব্যথায় ব্যথিত—
যেই, সেই যদি দিল মরমে দারুণ
ব্যথা ;—থাকিলেও ইচ্ছামনে,—তার কাছে,
কি সাধে যাইবে তুমি ? আদরের ধন,
কোথা থাকে অনাদরে ? ইচ্ছা এবে তব,
যাবে সেইদেশে,—যেদেশে তাপেনা তনু—
চির পরিতাপে, নাহি ঝরে নেত্রনীর,
নাহিক শোকের ধূম,—দুঃখের অনল
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বায়ু, নাবহে যেখানে।
বিলম্বে কি ফল তবে, যাহ শীঘ্রগতি,
জুড়াও দারুণ জ্বালা, পূরাও বাসনা,
বাঁচাও আমারে আজি,—এঘোর সঙ্কটে।
হা-মৃত্যু !—নির্ম্মম তুমি প্রচারিত লোকে,
কঠিন অন্তর তব,—অয়স,—অশনি,
অথবা পাষাণ জিনি অতি ভয়ঙ্কর !
দয়াময় কিকারণে তবে, আজি এত—

সুগম—উপায়।
পিঞ্জর-পঞ্জর—পিঁজরার কাটি।
সঙ্কট—বিপদে।
অয়স—লৌহ।

এদাসীর প্রতি ? ভীষণ মূরতি তব,
নিরখিলে আঁখি, শিহরে শরীর যার,
শুনিলে শ্রবণে তবনাম,—প্রেতপতি !
আতঙ্কে কম্পিত ভীত, আকুল পরাণি—
চেতন বিহীন সদা ; তাহার নিকটে,
প্রকাশ অসীম বলে,—বলবান তুমি !
কিন্তু তোমা যেইজন, সাধে সযতনে,
পতিত চরণ তলে দিবানিশি ;—অগ্রগামী—
প্রবেশিতে তব, বিপুল বিস্তৃত কাল
মুখে কালান্তক !—নাভয়ে কুটিল দন্তে,
তর্জ্জন গর্জ্জনে, কুটিল ভ্রুভঙ্গী,—ভীম—
কান্তি, ভীমনাদে ;—প্রকাণ্ড লোহার দণ্ডে,
পাষণ্ড-শাসনী ! নাহি যাও তার কাছে ;
হে-ভীরু !-কেবলে বলিষ্ঠ তোমা ? হাধিক্ !
কাপুরুষ তোমার সমান, আর কেবা
আছে এই নিখিল সংসারে ?
মাতঃ বসুন্ধরে !—সন্ততি বৎসলা তুমি,
সন্ততির দুঃখ এত,—সহিছ কেমনে ?
শুনিয়াছি লোকমুখে, মায়ের সমান—
নাকি নাহি দয়াময়ী,—ত্রিসংসার মাঝে।
তবে কেন,—নাতাপিছে কোমল অন্তর—
তব কৃপাবতি ?—কেননা করিছ কোলে,

প্রেতপতি যম।
ভ্রুভঙ্গী—কটাক্ষ।
ভীরু—ভয়শীল।
সন্ততি—কন্যা।
কালান্তক—যম।
পাষণ্ড-শাসনী—পাপীশাসনকর্ত্তা।

দীনা,—ক্ষীণা,—অনাথিনী দুহিতারে আজি ?
নাকাঁদিছে প্রাণ কেন,—দুঃখিনী রোদনে ?
সর্ব্বংসহা নাম বলি, তাই কিমা তুমি—
স্বচ্ছন্দে সহিছ এত ?—ত্যজি দয়া মায়া,
পাষাণীর সম মাগো হয়েছ পাষাণী ?
অথবা দারুণ ঘৃণা জন্মেছে অন্তরে,—
দুরন্ত সন্দেহ আসি শাসিয়া হৃদয়ে
দয়াময়ি ? ‘অসতী দুহিতা তব সতী—
নহে কভু ;—নতুবা, করুণা-নদী রঘু—
কুলপতি, নির-অপরাধে,—কিকারণে,
ভাসাইলা দুঃখিনীরে সাগরের নীরে,
কেনবা ফেলিলা চির যতনের ধনে—
ঘোর অন্ধকারময় ভয়ঙ্কর কূপে ;
সত্য,—এসংশয় শুধু তব মনে কেন,
সর্ব্বজন—হৃদে করে সতত বসতি।
কিন্তু স্নেহময়ি ! সাক্ষী মম চন্দ্রদেব,
দেব দিবাকর, ধর্ম্ম, অনিল, অনল,
সমুদ্র-বসনা-ধরা,—তুমিও অবনি !
কহ দেখি দেবি ! কোন্ দিন আমি, (ছিছি,
দূরে থাক রসাভাস) কোন্ দিন আমি,
দেখিয়াছি পামরের অশোক-কাননে—
স্নেহনেত্রে,—কবে,—স্পর্শিয়াছি সযতনে

ক্ষীণা—দুর্ব্বলা। সংশয়—সন্দেহ।
অনিল—বায়ু। অনল—অগ্নি।
ধরা—পৃথিবী। রসাভাস—তামাসা।

চণ্ডালের ছায়া ?—হা-ধর্ম্ম !—হা-অন্তর্যামি !
অবিদিত কিবা তব ?—অন্তরের কথা,
সকলি জানিছ তুমি ! স্বপনেও যদি,
পতি ভিন্ন অন্য জনে দেখে থাকি আমি,
বিমোহিয়া থাকে যদি, কভু মোর আঁখি—
পরপুরুষের রূপে ;—গুণে মুগ্ধ হৃদি ;
যদি শুনে থাকে কভু পাপকথা, মম—
এ পাপ শ্রবণে ;—এই দণ্ডে তবে, দণ্ড
মোরে হে ব্রহ্মাণ্ডরূপী ! খণ্ড খণ্ড করি
দাসীর শরীরে।—খান খান হয়ে—
পড়ুক রসনা মোর, মিথ্যা যদি কয়ে—
থাকি ;—এই মুহূর্ত্তেই তবে,—হে ঈশ্বর !
খসিয়া পড়ুক মাংস,—মাংসল শরীরে,
কৃমি, কীটে জর্জ্জরিত করুক কৌতুকে !
উপাড়িয়া রোষে, ভক্ষণ করুক নেত্রে—
শকুনি, গৃধিনী ;—দেখুক অশেষ শাস্তি
ত্রিলোকে পুলকে।'
কহিতে কহিতে সীতা—নয়ন-কমলে—
উপজিল অশ্রু আসি,—ঘনতর পক্ষ্ম
রোমে ভেদি ক্রমে ক্রমে,—গণ্ডস্থলবাহী—
দুই এক বিন্দু তার পড়িল ভূতলে।
স্থলপদ্ম-দল-হতে প্রভাতে যেমতি,

পুলকে—আনন্দে।

পক্ষ্ম—চক্ষুর পাতা।

নিশার নীহার বিন্দু,— তরুমূল দেশে !
কেবা শোনে সে রোদনে ?— বাতাসে ভাসিল
নিরর্থ রোদন তাঁর। হাসিল কুসুম—
কুল,—যেন উপহাসে ! তরঙ্গিনী গর্ভ
প্রবর্ত্তিত প্রতিধ্বনি, বিদ্রূপিল যেন
অভাগিনী জানকীরে গম্ভীর বিরাবে।
নিরুপায়, নিরাশ্রয়, কুলের কামিনী,
উন্মাদিনী শোকভরে ;—অবলা,-সরলা—
কিছুই নাজানে, হায়, সরল-হৃদয়,
বুঝিবে কেমনে ?—বিপক্ষ পক্ষের মর্ম্ম !
সপক্ষ গঙ্গারে ভাবি, কহিলেন সতী—
ম্লানমতি ;-সকাতরে সাদরে সম্ভাষি !
শৈবলিনি !—সখি ! চিরপরাধিনী ছার
নারীকুলে, জনম যখন তব ;—কেন
না হইবে নারী দুঃখে দুঃখী তুমি ?—আহা,
কেন না কাঁদিবে প্রাণ,—অন্যের রোদনে ?
কিন্তু গুণবতি ! হইলেও তুল্যদশা,
রাজরাণী তুমি, জনম দুঃখিনী আমি—
চির কাঙ্গালিনী। যদিও সপত্নী তাপে,
তপ্ত তব মতি,-সতি, অনুক্ষণ ; (সত্য,
ঘোরতর দুঃখ বটে)—তবু শুচিস্মিতি !

নিহার—শিশির। প্রবর্ত্তিত—উত্থিত।
বিরাবে—রব। উন্মাদিনী—পাগলিনী।
মর্ম্ম—হৃদয়। শৈবলিনী—নদী।
সপত্নী—সতীন শুচিস্মিতি !—শুদ্ধাচারিণি !

অনুকূল পতি যার, তাহার সকাশে,
নম্রফণা চিরকাল ;— সতিনী-সাপিনী।
গরলে সরল প্রাণ, নাতাপে সতত,
নাপারে দংশিতে পাপ-কাল ভুজঙ্গিনী!
হইলেও হৈমবতী অপূর্ব্ব রূপসী—
সতী, পতি প্রাণা, মরি, পুত্রবতী ;-তবু,
তুচ্ছ করি তাঁরে, প্রেমের পাগল ভোলা—
ভোলনাথ ; রেখেছেন স্নেহভরে তোমা
মস্তক উপরে চিরদিন ;— বাড়াইয়া—
তব মান, অয়ি—মানময়ি!
আমিও তোমার মত ছিনু একদিন—
সর্ব্বসুখে লো- স্বজনি!—প্রাণকান্ত কান্তা
নয়ন পুত্তলি! রাজলক্ষ্মী কুহকিনী,
পিশাচী, রাক্ষসী আসিঃ,—কুহকের বনে
ভুলাইল ছলে,—অভাগী সর্ব্বস্বধনে
এতদিনে—মোহি, মোহিনী মায়ায় তার,
ভুলিয়া নরেশ ঘোরে ;—বিসর্জ্জিয়া দয়া,
মায়া- অনায়াসে ; হায়রে ফেলিলা দূরে,
চরণ নুপুরে খুলি ;—বিষম বিরাগে,
মুছিলা কলঙ্ক ভাবি,—পূত—প্রেমাঞ্জনে!
বিদরে হৃদয় মম, স্মরিলে সেকথা,
হায়, কত সুখে ছিনু আমি ; (স্বর্গসুখ—

মোহি—মুগ্ধ হইয়া।
বিরাগ—অনিচ্ছা।
পূত—পবিত্র।

ভোগ সখি, তুচ্ছ তার কাছে)—জন্মাবধি
যতদিন, আছিলাম জনকের বাসে,
হাস্য পরিহাসে, অনায়াসে, হরিয়াছি
বাল্যকাল—বালসখী সহ ততদিন !
করিতাম ধূলা খেলা,—ধূলারাশি লয়ে
রান্ধিয়া সুন্দর অন্ন, পায়স, ব্যঞ্জন,
খাইতাম পরস্পরে অতি কুতূহলে !
করিতাম জলকেলি, সব সখী মিলি,
স্ফটিক নির্ম্মিত চারু গৃহতল দেশে—
সুখ—সরোবর—বারি করিয়া কল্পনা।
বাজিলে সঙ্গীতালয়ে- মৃদঙ্গ, মুরজা,
বেণু,-বীণা, সপ্তস্বরা ;—নাচিলে নর্ত্তকী,
গাইলে গায়ক দলে বীণার ঝঙ্কারে,
আনন্দে মাতিয়া মোরা করতালি দিয়া
নাচিতাম তালে তালে,—গাইতাম কভু !
পুতুলের বিয়া দিয়া, সদানন্দ হিয়া,
হাসিতাম,—ভাসিতাম আনন্দ সাগরে !
অঞ্জনে রঞ্জিয়া আঁখি,—নানা অলঙ্কারে—
সাজাইয়া থরে থরে, বিননিয়া বেণী,
অলকা তিলক,—চারু চিকণ বসনে—
দাসীগণ ;—প্রসাধন সাধিত সতত !
শিখিয়া তাদের কাছে, চঞ্চল চরণে—

স্ফটিক—ফটকিরি।
অঞ্জন—কাজল।
প্রসাধন—বেশভূষা।

দ্রুতগতি আসি; অঙ্গ হতে বেশ ভুষা
খুলি সমুদয়, পশি লতাকুঞ্জ মাঝে,
সাজাতাম সখীদলে, বরবধু-বেশে,
সাজিতাম প্রেমানন্দে আমিও স্বজনি!
খেলিতাম কত খেলা, হরিতাম কত—
সুখে দিবাবিভাবরী। নিরানন্দ কার—
নাম, দুঃখ কারে বলে,—কিরূপ মুরতি,—
কেমন চরিত্র তার;—দিনেকের তরে,
নাজানিত, এ হতভাগিনী—পোড়াপ্রাণ—
প্রাণ প্রিয়তমে!
বিচিত্র কালের গতি,—দেখিতে দেখিতে
উদিল বসন্ত,—নব-লতিকায় সখি!
লজ্জা-নব পত্রে নত হইল সহসা,
ফুটিল অশার ফুল,—কেমন হৃদয়ে।
স্রোতবতী স্রোতস্বিনী,—সাগরে সঙ্গতা
হইবে কিরূপে, আহা, ভাবি মনে মনে,
ধনুর্ভঙ্গ পণ পিতা করিলেন শেষে—
ধনুর্দ্ধর;—সুপাত্রে অর্পিতে সুতা,—সীতা
অভাগীরে।
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে, কিম্বা দৈববলে,
জানিনা ললনা!—কেন, উপজিল সুধা—
দুর্ভাগিনী-কর্ম্মভুমে,—সাগর মন্থনে?

লতিকা—লতা।
স্রোতস্বিনী—নদী
কর্ম্মভুম—অদৃষ্ট।

ভাঙ্গিলা হরের ধনু,-বীরচূড়ামণি—
দাশরথি রামচন্দ্র। (আহা, রামচন্দ্র,
মরি কিবা সুধাময় নাম;—ইচ্ছাহয়,
নিরজনে নিরাহারে বসি,—মনে মনে—
নামাবলী করিনাম জপি দিবানিশি !)
মনোমত পতি লাভ করিলাম সতি !
বরিয়া আমায় বীর,—সর্ব্বজন মাঝে—
সভাস্থলে ; যবে আইলা অযোধ্যাধামে
লইয়া দাসীরে,—সে আনন্দ দিনকথা,
এখনও জাগিছে মনে ;—হায়, কেমনে—
বর্ণিব,—একাননে সে কাহিনী ?—অক্ষম,
পঞ্চাননে পঞ্চানন ;—বর্ণনে সেসব—
ভারতী ! মাতিল ভারত, সখি, অপূর্ব্ব
আমোদে। মিলিল, ত্রেতাযুগে সত্য যেন
মন্দাকিনি ! অযোনি-সম্ভবা আমি,—দেবি !
আছিল অন্তরে খেদ নিরন্তর, নাহি—
ছিল কেহ,—মা বলিতে এতিন ভুবনে।
পাইলাম ভাগ্যবলে,—কৌশলা, কৈকেয়ী,
সুমিত্রা,—শাশুড়ী ; তথা, জননী ত্রিতয়ে,
গর্ভধারিণীর মায়া,—ছার তার কাছে !
কতযে যতনে মোরে, রাখিতেন সবে,
বাসিতেন কতভাল,—কত আদরিণী—
ছিলাম সরলে আমি ! স্মরিলে সেকথা,
পড়েনা সকল মনে ;—ভুলায়েছে ভাগ্য—

ভারতী—কথা।

মোর গত সুখ যত, ক্রমে ভুলিয়াছি
অভাগিনী সেসুখ সম্ভোগে!
রাহুগ্রহ গ্রাসে যবে নির্ম্মল শশীরে,
কেপারে রক্ষিতে তারে?—বল সহচরি!
বিষলতা কবে,—সতি!—সুফল-শালিনী?
সহকার তরু সহ,—অনন্ত সন্তোষে—
আছি আমি কিছুদিন;—এহেন সময়ে,
কৈকেয়ীর বাক্য রূপ ভয়ঙ্কর ঝড়ে,
উড়িল সে তরুবর;—জড়িত পাদপে
আমি, পড়িলাম তার সহ পঞ্চবটী
বলে! হায়, ভাঙ্গিল কপাল মোর সেই—
দিন হতে! তথাপিও সই! যে সুখেতে
ছিনু তথা, কি আর কহিব তোমা;—শুন
মনদিয়া। বন-কপোতিকা সনে,—বন—
কপোত যেমতি, সঞ্চয়ি যতনে তৃণ,
নিরমিয়া চারুনীড়,—নিবসয়ে সুখে—
উচ্চতম তরু শাখে বিজন বিপিনে।
ছিনু মোরা সেইমত,—লতাপাতা দিয়া—
বিরচিয়া বনমাঝে বিচিত্র কুটীরে।
রোপেছিনু কত শত ফুল তরু,-আনি—
উপাড়িয়া বনহতে;—উটজ অঙ্গনে,
দ্বারের দুপাশে তার;—অতি সযতনে,

সহকার—আম্র
কপোতিকা—ঘুঘু।
উটজ—কুটীর।
পাদপ—তরু।
বিপিন—বন।
অঙ্গন—উঠান।

অশোক, কিংশুক, বক, বকুল, করবী,
স্থলপদ্ম,-রাধাপদ্ম,-পলাশ,-চম্পক—
আদি নানাজাতি। আইলে নিদাঘ কাল,
তাপিত তপন তাপে যবে বনস্থলী,
উগারিত অগ্নিকণা,—অনন্ত মেদিনী,
প্রচণ্ড পবন, বহিত প্রবল বেগে ;
ডাকিত কাতর স্বরে,—চাতক—চাতকী।
কলসী করিয়া কক্ষে,—সরোবর হতে—
বহিয়া শীতল বারি, ঢালিতাম মূলে
সেসবার ; আহা, করিতাম প্রাণদান
গুরু পরিশ্রমে !
শ্রান্তি হেতু, ঘর্ম্মজলে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া—
ভিজিত বসন মোর ;—সন্তপ্ত শরীরে,
পশিতাম ধীরে ধীরে, বিশ্রামের লাগি—
আশ্রম ভিতরে—পুণ্যপ্রদ ! নিরখিয়া
এদাসীর দশা, আলুথালু বেশা, আহা,
ব্যাকুলিত চিত্ত প্রাণনাথ ;—মুছাইয়া—
দিয়া স্বেদজলে বল্কলে,—কত আনন্দে,
চুম্বিতেন প্রেমভরে,—সনীর-নয়নে—
কলঙ্কিনী কিঙ্করীর বদনমণ্ডলে !
নিষেধিত কত লক্ষ্মণ,—দুঃখে, কহিত—

নিদাঘ—গ্রীষ্ম। তপন—সূর্য্য।
মেদিনী—পৃথিবী। পবন—সমীরণ।
স্বেদজলে—ঘর্ম্মজলে। বল্কল—বাকল।
আয়াস—কষ্টদাও।

নিয়ত, 'শিশিরের ভরে ভগ্ন কোমল
মঞ্জরী,—সুচারু, শিরীষ প্রসুনে হেন ;
কঠিন করকাপাত কভু কি সম্ভবে ?
আয়াস, শরীরে কেন সতত,—নিরর্থ ;
দেবি !—বৃথা কষ্ট সহি ?' হাসিতাম আমি,
মনে মনে শুনি তার কথা !
কোকিলের মুখে,—যবে শুনিতাম সুখে,
বসন্ত রাজার রাজ্য এবে ধরাতলে ;
ফুলে,ফুলে গুঞ্জরিত অলি পুঞ্জ পুঞ্জ—
কুঞ্জে কুঞ্জে মধুলোভে ;—মুঞ্জরিত তরু,
মন্দ মন্দ গন্ধবহ,—সুধাগন্ধ মাখি—
আনন্দে বহিত বনে ;—সে সময়ে সই !
মাতিতাম আমি এক নুতন আমোদে !
বসিয়া বকুল তলে, ফুল কুড়াইয়া,
নিরমিয়া বিনাসুতে সুবিচিত্র মালা,
কণ্ঠমালা, বালা, কখন মেখলা, হার,—
কঙ্কন কিঙ্কিনী আদি নানা আভরণে,
পরিতাম মনোসাধে ;—পরায়ে দিতাম—
সুখে প্রিয়তম গলে ! সাজাতাম যত্নে,
ফুলময় ধনুর্ব্বাণে ফুলদল দিয়া,
নবীন মেঘের কান্তি—কান্ত কলেবরে ;
কন্দর্পের দর্প দূর করিতাম সখি ;

আয়াস—কষ্টদাও।
মুঞ্জরিত—মুকুলিত হইত।
গন্ধবহ—বায়ু।
কিঙ্কিনী—ঘুঙ্গুর।
মেখলা—চন্দ্রহার।
কঙ্কন—করভূষণ।
কন্দর্প—মদন।

'রতি' বলি, অভাগীরে,—পরিহাস কত-
করিতেন প্রাণনাথ প্রিয় সম্ভাষণে!
পক্ষিকুল কলরবে,—প্রভাত সময়ে—
ভাঙ্গিত সুখের ঘুম;—উঠি শয্যা হতে,
প্রফুল্ল হৃদয়ে, করি গলাধরাধরি,
ভ্রমিতাম নাথ সহ গোদবরী তীরে,
কহিতাম কত কথা;—তথা মনোসাধে!
নানাবিধ ফল, মূল,—সুধাসমতুল,
যোগাইত নিত্য আনি;—দেবর লক্ষ্মণ—
বীর, পশি বনমাঝে;—খাইতাম সবে
মিলি সদানন্দ মনে,—নিরাপদে,—সুখে;
ভুঞ্জিতাম রাজ্য সুখ নির্জ্জন গহনে!
কুটীরের দ্বারে,—নিত্য আসিত হরিণী,
ক্ষুধাকুল;—মরি, হরিণ তাহার সাথে!
অতিথি ভাবিয়া সবে,—দিতাম সাদরে—
অভিনব শষ্পদল,—ভৃঙ্গারে ভরিয়া
আনি সুশীতল জলে। শান্তি হলে ক্ষুধা,
তৃষা;—যবে সবে, মরি, নিরুদ্বেগ মনে—
রোমন্থ করিত শুয়ে তরুকুল মূলে;
আর্য্যপুত্র—আঁখিসম,—আঁখি কিনা, সখি,
দেখিবার তরে,—একে একে ঝুঁকিতাম—

গহন—বন।
রোমন্থ—চর্ব্বিত চর্ব্বণ।
নিরাপদে—নির্ব্বিঘ্নে।
ভৃঙ্গার—কমণ্ডলু।

সবার নয়নে! অপূর্ব্ব কৌতুক রসে
মজিতাম সবে। কভুবা ললনে! বৃথা,—
হয়ে মানবতী অতি; গুরু মান ভরে,
লুকাতাম স্বভাবজ বনকুঞ্জ মাঝে!
তন্ন তন্ন করি বন, খুঁজিতেন প্রভু—
ব্যাকুল মানসে; আহা, মণিহারা ফণী
যথা খোঁজে শিরোমণি!
বঞ্চিত করিল মোরে সে সুখ সম্ভোগে—
বিধি নিরদয়;—বিষাদ সাধিল সাধে!
ডুবাইল সুখতরী, দুঃখের সাগরে,
লুকাইল পূর্ণশশী,—অমানিশি কোলে!
কুক্ষণে দেখিনু সখি একদিন আমি,
উটজ অদূরে,—চরিছে অপূর্ব্ব মৃগ;—
স্বর্ণকান্তি;—ভ্রান্তিমদে মাতি,—মজিলাম
তার রূপে,—মজিলাম, হায়, সখি, চির—
দিনতরে!—কেমনে জানিব,—কুলবালা
আমি হীনমতি;—বল, জানিব কেমনে,
বিচিত্র হীরার মাঝে গরল বিরাজে,
ফল্গুনদী,—চির অন্তঃসলিলবাহিনী?
বলিলাম রঘুনাথে, 'একুরঙ্গ যদি,
না দেহ ধরিয়া নাথ! আমারে এখনি,
নিশ্চিত মরিব তবে তোমার সাক্ষাতে।'

ফণী—সর্প।
উটজ—কুটীর।
গরল—বিষ।

মায়াবী বিচিত্র মায়া, বুঝিতে নারিলা—
বীর ধনুষ্কর ;—ধনুঃশর ধরি, পাছে
পাছে চলিলেন রঘুকুলমণি তার ;
রাখিয়া লক্ষ্মণ বীরে প্রহরীর রূপে !
কতক্ষণে,—শুনিনু অদূরে আর্ত্তনাদ,
'রক্ষরে লক্ষ্মণ !—মোরে বিপদ সাগরে।'
অধীর হইল প্রাণ,—ভৎ সিয়া বাছারে—
বৃথা ; বিদায়িনু আমি, হায়, অভাগিনী ;
করিনু কুঠারাঘাত আপন চরণে !
অদৃষ্ট হইলে রথী,—দুষ্ট দশানন—
কুটিল জটিল বেশে কুটীর দুয়ারে
উপজিল আসি ;—শেষে ভিক্ষার কৌশলে—
আকর্ষিয়া কেশে, পাপী, হরিল আমারে ;
রাখিল অশোক বনে,—কষ্টে নষ্টমতি !
কিদুঃখে পোহাত নিশি,—কতই রোদনে—
হরিতাম দিন তথা ; জানে ভগবান,
আর জানে চন্দ্র,—সূর্য্য,—দিবা বিভাবরী ;
বুঝিলে বুঝিতে পার—তুমি ও সরলে !
ভাবি দেখ মনে, চলেছ সাগর মুখে—
দ্রুতগতি তুমি ;—এহেন সময়ে যদি
গণ্ডশৈলদলে, বাধা দেয় পথমাঝে ;

ধনুষ্কর—ধানুকী। আর্ত্তনাদ—কাতরস্বর।
অদৃষ্ট—দৃষ্টিপথের অতীত, অদৃশ্য। জটিল—জটাধারী।
উপজিল—উপনীত হইল।
গণ্ডশৈলদলে—ক্ষুদ্র পর্ব্বত। পাহাড়।

অধীর তরঙ্গ তব,—কত ভীমনাদে—
আছাড়ে অবনীতলে,— ফুলে ফুলে উঠে
জল,—কত দূর দেশে !
দুরন্ত বরষাকালে,—নবজলধরে—
বিলসিত সৌদামিনী, হেরিতাম যবে,
সুশোভিত রামধনু আকাশের পটে।
ভাবিতাম মনে মনে ; পাগলিনী আমি,
(স্বপ্নে দীন হীন যথা,—ভোগে রাজভোগে)
বর্ষিছেন শরজাল,—প্রাণনাথ বুঝি—
উদ্ধারিতে দুঃখিনীরে, বধিতে পামরে,
এঘোর সঙ্কট মাঝে !—কভু, চিত্ত চোর—
প্রতিমূর্ত্তি আঁকি ভূমিতলে,—দেখিতাম
মিলাইয়া চিত্তপট সহ। কিন্তু সখি !
উপমান শ্রেষ্ঠ কবে,,—উপমেয় কাছে ?
জীবিতেশ—ছায়া বলি, তথাপিও তারে,
করিতাম সম্বোধন,—প্রেম অনুরাগে—
চুম্বিতাম চারু—চাঁদ বদন মণ্ডলে।
চরণে ধরিয়া, দুঃখে কাঁদিতাম কভু,
কহিতাম দুঃখ কথা,—বৃথা তার কাছে।
বৃথা কহে যথা,—মতিভ্রমে উন্মাদিনী—
আপনা আপনি। হায় সখি ! জানিতাম

ভীমনাদে—ভীষণশব্দে।
জলধরে—মেঘ।
সৌদামিনী—বিদ্যুৎ।
মতিভ্রমে—মনভ্রমে।
অবনীতলে—ধরাতলে।
বিলসিত—কেলিপর।
অনুরাগ—আশক্তি।

যদি আগে, ঘটিবে অদৃষ্টে পুনঃ হেন—
দুর্ঘটনা ঘোর পরিণামে ;—তাহলেকি,
রাখিতাম সযতনে পাপ প্রাণ তথা,
পাপিষ্ঠের বাক্যবাণ সহি অহরহঃ—
নিরখিতে নৃমণির মোহন মাধুরী ?
মারিতাম বুকে ছুরী,—কিম্বা নখে ছিঁড়ি—
ফেলিতাম এতদিনে,—এ পাপ জীবনে!
অথবা দিতাম ঝাঁপ সাগরের জলে।
এক, দুই করি, গণিলাম কতদিন—
অশোক কাননে ; (সে শোক বারতা মম,
জানিত সরমা সখী,—পরমা রূপসী,
মরি,—পরহিতৈষিণী ;—স্মরিলে তাহার—
গুণ, আহা এখনও চক্ষে জল আসে
বিধুমুখি ! হেরিতে বারেক সাধ করে—
পোড়া আঁখি সে বদনে।)—কতদিন পরে,
বান্ধিয়া সিন্ধুরে সখা,—নির্ম্মূলিয়া রণে—
দুরন্ত রাক্ষস কুল দুঃখে;—উদ্ধারিলা
অভাগীরে ;—যেন নিস্তারিলা নরনাথ—
দুস্তর নরকে !—দুঃখ নিশি অবসান,
উদিল সুখের সূর্য্য উদয়-অচলে,
মিলিল চকোর সনে,—সানন্দে চকোরী !
হা—নাথ ! কোথায় তুমি,—কোথায় তোমার—

পরিণামে—শেষে। নৃমণি—নৃপতি।
মাধুরী—সৌন্দর্য্য। সিন্ধু—সমুদ্র।
দুস্তর—যাহাহইতে দুঃখে ত্রাণ হওয়া যায়। অচল—পর্ব্বত।

নয়ন পুত্তলি সেই দুঃখিনী জানকী
অভাগিনী ?—এস একবার,—জন্মশোধ—
একবার দেখে যাও আসি,—বনবাসে
কি কষ্টে রয়েছি আমি ;—হায়, কেমনে বা,
পাপীয়সী পাপ প্রাণ, দহিতেছে রহি—
রহি তাপ তুষানলে ;—কিরূপে করিছে,
ভস্মীভূত মরমে মরমে !'
বলিতে বলিতে শোকে শোকাতুরা সতী—
ধরাতলে পড়িলা সহসা—ম্লানমূর্ত্তি ;
চেতনা হরিল মূর্চ্ছা,—পুনর্ব্বার আসি,
লুকাইল পূর্ণশশী শ্যামল অম্বরে !

ইতি বৈদেহী-বিলাপ-কাব্যে
বিলাপো নামঃ
চতুর্থ সর্গঃ।

অম্বর—আকাশ।

পঞ্চম সর্গ।

নীরব নিশীথ কালে,—নীলিম গগনে,
নবীন নীরদাবলী,—নবজলভারে—
শ্যামলাঙ্গ,—সুন্দর প্রতিম,—আভাস্বর ;
কাঁপিয়া শীতলতর—শর্ম্মরসমীরে,
বরষি প্রবল বেগে নবজলধারা—
গম্ভীরে গরজে যথা ;—যবে তার কোলে,
খেলে সৌদামিনী সতী চঞ্চলা যুবতী !
বিরাম মন্দিরে তথা,—রাঘবেন্দ্র বলী,
বামগণ্ডে সমর্পিয়া বাম করতলে,
ছড়াইয়া চারিভিতে,—বসন ভূষণে—
অযতনে ;-অপূর্ব্ব কিরীটে খুলি রাখি
পদতলে ; (মরি, মলিন মূরতি অতি,
নীলকান্ত মণি যেন খনির মাঝারে—
কান্তিশূন্য)—বসি ধরাসনে, উচ্ছ্বাসিয়া
সীতাশোক কম্পিত হৃদয়ে মুহুর্মুহুঃ,
ভাসিছেন নিরাধারা—অশ্রুজলধারে !
কাতরে বিলপি কভু,—দাশরথি রথী—
করিছেন করাঘাত কোমল হৃদয়ে।

নিশীথ—রজনী। নীরদাবলী—মেঘদল।
আভাস্বর—দীপ্তিশীল। শর্ম্মর—মৃদুল
সৌদামিনী—বিদ্যুৎ কিরীট—মুকুট।

নাহিক সে দেবমূর্ত্তি,—নয়ন রঞ্জন—
অঞ্জন গঞ্জন রূপ জিনি নীলমণি।
কুঞ্চিত কুন্তল দাম—কন্ধরা শোভিত—
নাহি আর সুচিক্কণ;—প্রভাত কমল
চারু—হাস্য-আস্য খানি।—মলিন সকলি,
হেরিলে সহসা,—হেন জ্ঞান হয়, যেন—
মূর্ত্তিমান শোক, সমাসীন সঙ্গোপনে।
অথবা যাদব, বংশ ধ্বংস করি ছলে,
মনের বিরাগে, যেন সজল নয়নে—
পশিয়া বিপিনমাঝে,—বিপিনবিহারী,
মৌনমনে তরুশাখে বসেছে নির্জ্জনে;
মেরেছে দারুণ বাণ.—কিরাত দুর্ম্মতি।
বিষম বিষের জ্বালা,—তাহে শোকানল,
ক্রমে অবসন্ন তনু ত্রিভঙ্গ মুরারি!
কখন বা, এক বৃন্তে হেরি ফুল দুটী,
আকুল অন্তরে চাহি চাহি তার পানে—
কহিছেন শোকস্বরে,—রঘুকুলমণি।
'পবিত্র স্বভাব শোভা, জনমনলোভা,
আনন্দ—হিল্লোলে ভাসে দিবস শর্ব্বরী;
নিতান্ত নির্ম্মল যেই,—সেই সে যতনে,
শোভাহীন করে তারে নির্দ্দয় হৃদয়ে।
হায়!—কি করিনু আমি?—রে-দারুণ বিধি!

কুন্তল—কেশ।
যাদব—কৃষ্ণ।
কিরাত—ব্যাধ।

হায় !—কি করিলি তুই ?—অন্ধের রতনে,
কেমনে ফেলিলি,-ঘোর—চির অন্ধকারে ?
কনক—কমল—রুচি—চারু মৃণালিনী,
কেমনে উপাড়ি তারে মৃণাল সহিতে—
ফেলিনু নির্জ্জন দেশে ;—চির মরুভূমে ;
ছিঁড়িনু হৃদয়-বৃন্তে,—হায়রে কেমনে ?
হৃদয়ের হেমহার,—যে হারে হারায়ে—
আমি পঞ্চবটীবনে,—অনাহারে, হায়,
ছরিয়াছি কতদিন,—কতই রোদনে,
বন উপবন, তরু, লতা, নদ, নদী,
পশু, পক্ষী, মহীধর,—স্থাবর জঙ্গমে—
ভাসায়েছি দিবানিশি ;—উন্মাদের বেশে,
তপ্তশ্বাসে নিবেদন করেছি বেদনে !
সেইকি রাঘব আমি ? ছি ছি তবে কেন,
লাঘব সে দয়ামায়া,—আজি এ হৃদয়ে ?
শরদিন্দু নিভাননে—লতালজ্জাবতী—
হা-সতি !-হা-পতি প্রেমসোহাগিনি !-হায় !
কি পাপে পাপিনী তুমি ?—কোন্ দোষে দোষী-
বিশ্বরেতাঃ-বিধির-চরণে ?—হা—বিধাতঃ !
একিহে চাতুরী তব ? বল কি কৌশলে,
পশিল কুসুমে কীট ;—কুটিল দশনে—
দংশিল মরমে মম প্রাণার্দ্ধভাগিনী ?

মৃণালিনী—পদ্মিনী।
বৃন্ত—বোঁটা।
মহীধর—পর্ব্বত।

কাটিলে কনকলতা,—মুকুতা কলাপে ?
বৃথা নিন্দি বিশ্বেশ্বরে,—নরাধম আমি,
নরাধম নাম—রাম,—বৃথা এসংসারে !
ভীষণ কৃপাণ, শূল, শেল, ধনুঃশর—
চির সহচর যার ; অরাতি শোণিতে
রসিত রসনা,—অনন্ত কৌতুক মাত্র
মৃগয়া কেবলি !—কোথা দয়া মায়া তার ?
চণ্ডাল হৃদয়ে,—করুণা কোমল কথা—
করেকি বসতি সতি ?—দ্রবীভূত শিলা,
কোন্‌কালে শিশির সংঘাতে ? কুলগত,
ধর্ম্মের লক্ষণ যদি নালভে সকলি,
কথঞ্চিৎ লক্ষ্য সুতে হয় বিধুমুখি !
দেখনা বিচারি মনে, প্রিয়ে !—অরবিন্দ—
মকরন্দ ভরে, আনন্দ হিল্লোলে দোলে
সরোবর কোলে ; দেখিতে প্রয়াসে আশে—
দীপ্ত দিনমণি। কিন্তু গুণবতি ! তারে,
যেকরে বিকাশ করে ভাস্করে ;-হায়রে,
সেই করে করে নাশ, হতাশ রূপসি !
হেন সূর্য্যবংশে যবে জনম আমার,
কেন না হইবে তবে সেরূপ প্রকৃতি ?
নাহইব কেন, বল, মণিময় ফণি ?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, ব্যথা হয় মনে,

কৃপাণ—খড়্‌গ। অরাতি—শত্রু।
রসিত—রসযুক্ত। সংঘাতে—আঘাতে।
অরবিন্দ—পদ্ম। ভাস্কর—সূর্য্য।

মিথিলা-সাগর সিঞ্চিত, (জনক সঞ্চিত—
অমূল অতুল নিধি) লভিনু তোমারে
যেসময়ে ; কহিলা নৃমণি,—'হে রাঘব!
ধর্ম্মসাক্ষী করি সঁপিনু সুতায় তোমা,
যেহেতু সুপাত্র তুমি ;—জনম দুঃখিনী—
সীতা পিতৃমাতৃহীন চিরদিন! দেখো
অভাগীরে স্নেহচক্ষে,—রেখো যত্নে,-যেন—
তোমাহতে দুঃখভোগ না করে জানকী ;
এই ধর্ম্ম রক্ষা তুমি করো রঘুমণি!'
শপথ করিনু আমি, চাহি বৈশ্বানরে,
কহিনু ঋষিরে,—'দেব!—পঞ্চম-পাতকী—
যদি ভ্রমে স্বর্গভূমি, পুণ্যশীল জনে,
নিবসে নরকে ; খসি পড়ে চন্দ্র,
সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ,—এ মহীমণ্ডলে ;
নিশ্চল প্রতিজ্ঞা মম তথাপি নিশ্চল!
রাখিব যতনে নিত্য জানকীরে আমি,
স্বর্ণপথে,—সুধা-সরোবরে চিরদিন!'
কোথা সে প্রতিজ্ঞা আজি?—কোথা স্বর্ণলতা—
মোর? হায়, কোথা আমি অধার্ম্মিক রঘু—
কুলপতি? দুর্লভ-সুধার লোভ, তবু
চক্রবাক, অবোধ বিহঙ্গ জাতি, মরি,
কাতর হৃদয়ে, ধায় দ্রুতগতি তথা—

বৈশ্বানর—হুতাশন।

নিশ্চল—অটল।

চক্রবাক—চকোর।

যথা চক্রবাকী!—ভুঞ্জে স্বর্গসুখ দোঁহে
দোঁহা দরশনে। হায়রে মানব আমি—
জ্ঞানবান,—অজ্ঞান আমার মত,—ছিছি,
আর কে জগতে? ধর্ম্মভয় নাহি যার,
মনোবৃত্তি তার, পশুহতে প্রভেদ কি—
আছে প্রিয়ম্বদে? বিষম বিষয় তৃষ্ণা,
এমনি প্রবল মোর, হায়, জলাঞ্জলি—
দিলাম তোমারে সতি!—তথাপিও আমি,
ভুলিতে নারিনু তারে?—ধিক্ রাজ্যভোগে—
মোরে, ধিক্ সিংহাসনে, শত শত ধিক,
রামনামে,—দুরাচার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-হীন—
অনন্ত নারকী।
অদ্যাপি জাগিছে মনে,—বরাননে! যবে—
বরিয়া তোমারে আমি,—পিতা,—ভ্রাতা সহ,
আইনু অযোধ্যা মুখে;—সুখে, আরোহিয়া—
সুবিচিত্র চিত্রিত স্যন্দনে;—পথমাঝে,
আগুলিল পথ,—দুরন্ত পরশুরাম;
দুরন্ত কৃতান্ত যেন জীবনান্তকারী।
টঙ্কারিয়া ধনুঃ, হুহুঙ্কারি অহঙ্কারে,
বীরদর্পে সুদর্পিত, কহিলা বীরেশ;
(প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিল সহসা,
উথলিল সপ্তসিন্ধু,—গভীর গর্জ্জনে;)

নারকী—পাতকী।
স্যন্দন—রথ।

'দুর্দ্ধর্ষ পরশুরাম বিদিত ত্রিলোকী,
শুনিলাম ;—রাম নাম নাকি ধরে তব—
পুত্র ?—দশরথ ! কই, কোথা সে পামর ?
দেখাও বারেক তারে, দেখিব বালকে,
দেখিব কি বল ধরে,—কেমন সে রথী,—
ভাঙ্গিয়াছে হরধনুঃ ?—যেন ভাঙ্গিয়াছে,
বীর্য্যশূল মম,—দুষ্ট নির্ভীক হৃদয়ে !
শিখাইব তারে আজি,—বিচূর্ণ করিব
দর্প তার ;—এইদণ্ডে, দণ্ডিয়া কোদণ্ড—
প্রচণ্ড—প্রহারে !'
সগর্ব্ব বচন শুনি, ভীত চিত পিতা—
স্তুতি, নতি করিলেন কত ভক্তিভরে।
লুকাইলে তুমি, (রাকা যথা মেঘদলে)
আমার পশ্চাতে, চঞ্চল চরণে সতি !
নিরখিয়া ভীমকান্ত, সভয় অন্তরে,
বনে ত্রস্ত মৃগী যথা মৃগাদন ভয়ে।
অনন্তর মাতৃহন্তা, স্তবে তুষ্টচিত—
কহিলা আমারে চাহি শারদ-গর্জ্জনে।
রে-বালক ! ধর এই শরাসন, যদি—
পার ইথে সমর্পিতে গুণ তুমি,—তবে,

ত্রিলোকী—স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল তিনলোক।
কোদণ্ড—ধনুঃ। নতি—নমস্কার।
রাকা—পূর্ণশশী। ভীমকান্ত—ভীষণমূর্ত্তি।
ত্রস্ত—চঞ্চল। মৃগাদন—ব্যাঘ্র।
শরাসন—ধনুঃ।

পরাজয় মানিব আপনি ?—নতু তোর
রক্ষা আজি নাহি মোর হাতে।'
শুনি শিহরিল অঙ্গ,—কাঁপিয়া অন্তরে
শক্র-চাপে ধরিয়া সভয়ে—
আকর্ষিয়া মৌর্ব্বী, তাহে যুড়ি তীক্ষ্ণ বাণে
রোধিলাম স্বর্গ পথ চিরদিনতরে।
লজ্জাপেয়ে পলাইলা-বীরচূড়ামণি।
হাসিলে তখন তুমি, (বিজলী খেলিল
যেন কাদম্বিনী কোলে)—হায়! সেই আমি,
রক্ষিবারে তোমাধনে,—কালানল মাঝে,—
দিয়াছিনু ঝাঁপ সুখে আয়ি—মানময়ি !
এখনও সেই রাম, সেই তুমি সতী,
তবে কেন রাম এত,—পামর তোমারে ?
তপোবনে দেখিবারে আকুল পরাণি—
যবে তুমি, লজ্জা অবনত মুখে আসি
মোর কাছে, প্রণমিয়া ভক্তিভরে, ধরি
পাদুখানি, কহিলে সরলে ;—'প্রাণনাথ !
যদিও সে পুণ্যভুমি দরশন হেতু
চঞ্চল মানস মম ; তথাপি, তোমার—
বিচ্ছেদ, যাতনানলে ভাবি, দহিতেছে
জীবন আমার,—দাবানলে বন যথা ;

নতু—নচেৎ।
চাপে—ধনুঃ।
বিজলী—বিদ্যুৎ (
দাবানলে—দাবদাহ।
শক্রচাপ—ইন্দ্রধনু।
মৌর্ব্বী—ধনুকের ছিলা।

অথবা বাড়বাগুণে সিন্ধুজলরাশি !
কেমনে বাঁচিব আমি, তোমা না দেখিলে ?
বাঁচে কি সফরী প্রাণ,—সলিল বিহনে ?
আর্য্য !—চল দয়াকরি, চল মোর সাথে
রহিব আনন্দে তথা ;—আনন্দ অন্তরে—
ভ্রমিব পবিত্র ভূমি,—স্বর্গ সুখে সুখী ;
শান্তিকাম !—শান্তরসে মজিব দুজনে।'
অভিসন্ধি সঙ্গোপন করি, সুকৌশলে—
উত্তরিনু হতভাগ্য সহাস্য বদনে।
কার্য্য বিপর্য্যয়ে প্রিয়ে ! নারিনু যাইতে—
তোমাসহ, ক্ষম মম অপরাধ সেই
হেতু ! সত্য, সতীর জীবনে, পতি বিনা
নাহি সুখ ;—কিন্তু কি করিবে পতিপ্রাণা !
কিছু দিন এ যাতন সহিও যতনে।
মিলাইবে বিধি যবে,—মিলিব তখন—
পুনঃ, পুনঃ সমাগমে, জুড়াব হৃদয়ে,
হৃদয়ের হেমহার তুমি মোর,—রাখি—
হৃদয়ে তোমার !'
ছল ছল দুটী আঁখি, শুনি মোর বাণী
নীরবে কাঁদিলে কত,—আয়ত লোচনে !
ভাসায়ে নয়ন নীরে মম পাদুখানি।
কিন্তু আমি এমনি নির্ম্মম,—এ হৃদয়—

বাড়বাগুণে—জলে আগুণ জ্বলে। সফরী—পুঁটিমাছ।
আর্য্য—মাননীয়। বিপর্য্যয়—ব্যাঘাত।
আয়ত লোচনে !—দীর্ঘনেত্রে।

এমনি কঠোর মোর; হেরি সে বদনে,
(হিমাবৃত হিমাংশুরে অস্তাচল পথে)
না ভাবিনু ভাবী দুঃখ, প্রিয় সহচরী,
না ফেলিল পোড়া আঁখি,—অশ্রুজল কণা;
অনায়াসে বনবাস দিলাম তোমারে!
হা-দুঃখিনি! না জানি লক্ষ্মণ মুখে শুনি
সব কথা, আহা, কত নিদারুণ ব্যথা
পেয়েছ মরমে?—কতই কাঁদিছ সতি!
করি হাহাকার ধ্বনি, স্মরি অভাগারে?
মানিনী তুমি চিরদিন,—হয়তঃ দুঃখে—
ত্যজিয়াছ প্রাণ;—অভিমান, অপমান,
বিষম যন্ত্রনা, মন্ত্রনা দিয়াছে তোমা,
ভুলিয়াছ সে কুহকে,—চিরদিন তরে,
ফেলিয়া দিয়াছ দূরে,—দুর্লভ রতনে,
ভুলিয়াছ নরাধম পাষণ্ড রাঘবে!
আয়রে প্রাণের সখী—জীবন সঙ্গিনি!
একবার আয় কাছে, দেখি চাঁদমুখ,
কতই মলিন তোর হয়েছে রূপসি!
মুছাইয়া নেত্রনীরে, চুম্বি প্রেমভরে,
রাখিব সাদরে; আয়রে সাধের ধন,—
হৃদয় আগারে তোরে চিরদিন!—যদি
অসন্তোষ তাহে অযোধ্যা নগরী, হাসে—

হিমাংশু—চন্দ্র।
কুহক—চাতুরী।

উপহাসে,—কটু ভাষে পরস্পরে ; তবে,
পশিব বিজন বনে ;—পশুদল সহ,
করিব পিরিতি তথা ; দুর্ম্মুখ নরের—
মুখ,—না দেখিব কভু !
সত্যকি সরলে তুমি স্বর্গ নিবাসিনী ?
না, না, পতিরতা যত,—যদিও নিষ্ঠুর—
পতি, শাস্তে বিধিমতে ; নাদেয় যন্ত্রণা
স্বামীরে সুন্দরি তারা!—জানকি !-সাবিত্রি—
তুমি,-পুণ্যবতী পুণ্যময় দেহে, নাহি
নিবসে কলুষ রাশি ;—দীপ্ত-হুতাশনে,
পারেকি থাকিতে ধূম,—কভু গুপ্ত ভাবে ?
যদ্যপি জীবিত থাক, নাজানি কি দুঃখে
তুমি আছ প্রিয়ম্বদে !—কতই অসুখে,
হরিছ প্রেয়সি দিন ? হয়ত ভাবিছ—
মনে, 'হায়! মুক্তমালা বোধে, পরেছিনু—
অক্ষমালা, রসাল ভাবিয়া, উঠেছিনু
বিষতরু বিষময় শাখে,—মণিলোভে,
দিয়াছিনু হস্ত,—কাল ভুজগ-বিবরে !
সত্য সে সকলি, কিন্তু, হৃদয়ের দ্বার
থাকিত যদ্যপি, পারিতে পশিতে যদি—
ইহার মাঝারে ;—তবে দেখিতে ললনে !
(এ নহে ছলনা, নহে প্রবঞ্চনা কথা)
দেখিতে ললনে ! সত্য,—তোমার বিচ্ছেদ,

অক্ষমালা—রুদ্রাক্ষমালা।
ভুজগ—সর্প।

কিরূপে ছেদিছে,—পাপ-হৃদি অবিচ্ছেদে !
হা—বিচ্ছেদ !—হা-রাক্ষস !—আর কেন দগ্ধ—
মোরে কর নিরবধি ?—ছিলি বহুদিন,
মম সহবাসে, বনবাসে ছিনু যবে ;
পালিতে পিতার সত্য,—জটাধারীবেশে ;
তাইকি মমতা এত ? ত্যজিতে অভাগা—
সঙ্গতি, না পার সহসা তুমি ?—নির্দ্দয় !
জ্ঞান, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি
গুণগণ যত বিদ্যমান দেহীদেহে ;
সর্ব্বহর তুমি, কিন্তু, নারকি ;—নারকী—
পাপ প্রাণ হরিতে দুর্ম্মতি ?—রে-নিষ্ঠুর !
ধরি আমি তোর পদযুগে, দয়াকরি—
হর প্রাণ, হর দুঃখ শোকে, রক্ষা কর
আজি মোরে,—এঘোর শঙ্কটে।'
এই রূপ কত কথা, যা উদিছে মনে—
কহিছেন রঘুনাথ বিহ্বল বিচ্ছেদে,
বিকারের রোগী যথা,—আলাপে প্রলাপে ;
অথবা উন্মত্ত যেন অসম্বন্ধভাষী !
এহেন সময়ে বীর সৌমিত্রি কেশরী
প্রবেশি সে গৃহ মাঝে, প্রণমি অগ্রজে,

অবিচ্ছেদ—সর্ব্বক্ষণ।
শৌর্য্য—শূরত্ব।
বিহ্বল—ব্যাকুল।
সঙ্গতি—সংসর্গ।

দাঁড়াইলা এক পার্শ্বে মলিন বদনে,
কুহেলিকা সমাকীর্ণ উষা-ম্লান-শশী!
অথবা শক্তির ভক্ত,—বিজয়ার দিনে,
বিসর্জ্জিয়া ভগবতী-অপূর্ব্ব—প্রতিমা!
সাগরের জল যথা সংক্ষুব্ধ,—সহসা—
নিরখিয়া পৌর্ণমাসী-পূর্ণ-শশধরে;
আলোকি লক্ষ্মণে, মরি,-গভীর গর্জ্জনে
উথলিল শোকসিন্ধু রামের তেমতি!
কহিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, কাতর বচনে।
'হে-লক্ষ্মণ! প্রিয়তম প্রাণের দোসর—
তুমি চিরমিত্র মোর,—কিন্তু আজি কেন,
শক্রুতা সাধিলি ভাই?—কোন্ অপরাধে,
অপরাধী আমি তোর কাছে?—কোন্ পাপে,
হরিলি আমার প্রাণ,—কৃতান্ত যেমতি?
চিরানন্দ তুমি রাঘবের, কিন্তু আজি
নিরখি তোমায়, দক্ষ যজ্ঞ সমাগত—
নন্দী সম জ্ঞান মম হতেছে অন্তরে!
হায়! কোথা রেখে এলি জানকীরে মোর—
প্রাণাধিক্?—ভিখারীর ধনে, অযতনে
কোথায় হারালি ভাই? আরকি পাবনা—
তারে?—রে-লক্ষ্মণ! উজ্জাপন কিরে আজি,
রামের প্রণয় ব্রত, এতদিন পরে?

কুহেলিকা—কুয়াশা।   শক্তি—দুর্গা।
সংক্ষুব্ধ—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।   পুণ্ডরীকাক্ষ—পদ্মের ন্যায় চক্ষু যাঁর
আলোকি—অবলোকন করিয়া।

সত্যকি ডুবিল মোর সুখের তরণী—
দুঃখের সাগর জলে ?—ভাঙ্গিল কি বিধি,
এ পোড়া কপালে পুন: প্রচণ্ড প্রহারে,
পুরিল প্রজার বঞ্ছা, এত দিনে কিরে—
সৌমিত্রি ?' এত বলি মুক্তকণ্ঠে, নিতান্ত
অশান্ত বালকের মত কান্দিলা দুঃখে
অধোমুখে হতাশ মানসে-রামচন্দ্র ;
কান্দিলেন মনে মনে ঊর্ম্মিলাবিলাসী !
অনন্তর, চক্ষুজল মুছি দুই করে
কহিলেন করপুটে সুমিত্রা সন্ততি।
'সীতানাথ ! বিষদষ্ট-করাঙ্গুলি বলি,
তীক্ষ্ণ অসি ধারে, যারে ছেদিয়াছ তুমি,
আর কেন বৃথা খেদ কর তার তরে ?
চিরদাস যদি আমি,—যদি নীচ মুখে,
উচ্চাভাস সমুচিত নহে নরমণি ;
যথার্থ কহিব তবু,—অপরাধ দেখি,
কাটিও মস্তক মোর,—দ্বিখণ্ড রসনা,
করিও বিচার পতি, বিচারি অন্তরে।
অর্পিলে অনলে অঙ্গ, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
কে না জানে দগ্ধ হয় সে অঙ্গ নৃমণি ?
জানিয়া শুনিয়া যবে সাধ্বী জানকীরে—
দিয়াছ যাতনা দেব !—কেন না দহিবে
দেহ ;—সে পাপের পরিতাপে নরনাথ ?
ফলে, শোকতাপ, দয়ামায়া যত তব

উচ্চভাস—উচ্চবাক্য।

অলীক সকলি,—অশ্রুজল ছলমাত্র ;
রাজ্যৈশ্বর্য্য সুখ তব যথার্থ কেবলি।
তা নহিলে জ্ঞানবান তুমি,—বিজ্ঞতম ;
অবশ্য ভাবিতে ভাবী, প্রতিজ্ঞা সময়ে।
রাজ্য লয়ে থাক তুমি,—হে প্রজারঞ্জন !
প্রজার মন রঞ্জন, কর বিধিমতে।
কানন চারিণী,—যার দুঃখিনী জননী,
কি কায তাহার আর ছার রাজভোগে ?
এ পাপ অযোধ্যা ধামে না রহিব আমি—
মুহূর্ত্তের তরে আর তোমার নিকটে
ধর্ম্মশীল !—এক্ষণে বিদায় যাচি, দেহ
দয়াকরি দয়াময় !—পরিত্রাণ কর—
ঘোরতর কলুষ সঙ্কটে !'
কহিতে কহিতে কথা, রুদ্ধ কণ্ঠ শোকে,
আবরিল অশ্রুনীরে লক্ষ্মণের আঁখি ;
রহিলেন স্থিরচক্ষে চিত্রের পুত্তলি।
উত্তরিলা রামচন্দ্র,—গদ গদ স্বরে।
'রে-লক্ষ্মণ ! তুষানল প্রায়শ্চিত্ত মোর,
দেরে শীঘ্র জ্বালি সে অনলে ;—পশি তার—
মাঝে আমি, নিভাই এ পাপনলে আজি ;
জুড়াই সীতার শোকে সন্তপ্ত হৃদয়ে !'
এতবলি, অচেতনে ধরাশয্যামাঝে—
পড়িলেন রঘুপতি, মুদি দুনয়নে,
মুদিল কমল যেন,—কাল নিশাগমে !

কলুষ—পাপ।

আস্তে ব্যস্তে উঠি বীর সৌমিত্রি কেশরী,
জলোচ্ছ্বাস দিয়া মুখে,—কাতর হৃদয়ে,
করিতে লাগিলা চেষ্টা চেতনের তরে।
অনুচর দলে, শীতল নলিনী-দলে—
রাখি রঘুবীরে, ধরাধরি করি, হায়,
সুগন্ধি চন্দন,—কুঙ্কুম, কস্তুরি আদি—
নানানুলেপনে, চর্চ্চিল সুচারু দেহ ;
কেহবা ব্যজিল, তাল-বৃন্ত সকাতরে !
ক্রমে ক্রমে পুরবাসী যত, উপনীত—
তথা আসি ; নেহারিয়া রাঘব দুর্দ্দশা,
কাঁদিল নীরবে সবে। কৌশল্যা,-কৈকেয়ী,
সুমিত্রা প্রভৃতি মাতৃগণ যত,-শুনি—
লক্ষ্মণের মুখে,—মুর্চ্ছার দারুণ মর্ম্ম ;
'হায় ! হায় ! কি কর্ম্ম করিলি রাম ?—সতী—
গর্ভবতী সীতা, বনবাস দিলি তারে
বৃথা অপবাদে ?' এতেক কহিয়া, শোকে—
করাঘাতি শিরে, পড়িলেন ধরাতলে
অচৈতন্য তনু ;—ক্রমশঃ পুরিল পুরী
হাহাকার রবে !!

ইতি বৈদেহী-বিলাপ-কাব্যে অনুতাপ নামঃ পঞ্চম সর্গ।

কুঙ্কুম—স্বনাম খ্যাত একপ্রকার গন্ধদ্রব্য।
কস্তুরি—মৃগনাভি।
নেহারিয়া—দেখিয়া

ষষ্ঠ সর্গ।

'লজ্জাবতী উষাসতী মৃদু-হাস্যবতী,
লজ্জা অবনত-নব-বধুর সুবেশে—
আলেকরি দশদিশ, মনোরম রূপে,
ভুলায়ে ভুবন মন,—ভুবনমোহিনী
সমাগত প্রকৃতির পবিত্র মন্দিরে!
সুশোভিছে শুকতারা,—সুন্দর ললাটে—
তাঁর- জ্যোতির্ম্ময়ী। আকারে দীপিছে যেন,
ঝলসিয়া আঁখি,—উজলি বিজলী ছটা,
রশ্মিমান সূর্য্যোপম—সূর্য্যকান্তমণি।
নিদ্রালসে অবশাঙ্গ স্বভাব সুন্দরী
যদিও অবশ নেত্র,—তথাপিও সতী—
মুগ্ধ রূপসীর রূপে;—হের দেখ শশি!
কোলে করি ললনারে, নলিন নয়নী,
চুম্বদান করিছেন কিবা চাঁদমুখে!
নায়িকা সমাজ মাঝে; আর কিছে সাজে—
তব রসাভাস নিশাপতি?—কোন্ লাজে,
এখনও সাধিছ একাযে তুমি?—ছিছি,
কি মনে করিছে উষা?—হে-কলঙ্কি!-জানি,
কলঙ্কের ভয় তব নাহিক হৃদয়ে।
কিন্তু তাই ভাবি,—माननीয়া যেই জন,

আকর—খনি।
নিশাপতি—চন্দ্র।

প্রকাশিতে লম্পটতা, তাহার সকাশে,
সঙ্কুচিত নাহি হয় হৃদয় কেমনে ?
হাসিতেছে ফুলকুল,—ঐদেখ, ঢলিয়া—
পড়িছে, কে কাহার গাত্রে তার নাহিক
ঠিকানা !—লজ্জাহীন দেখি তোমা, নির্লজ্জ !
ফুলিয়া উঠিছে রাগে,—কুলবতীকুল,—
করি কুলু কুলু ধ্বনি গরজি গম্ভীরে।
প্রগল্‌ভ পবন দেব, পাটিপে পাটিপে
চলেছে কেমন দেখ ;—নিঃশব্দে তরুর
পরশি প্রশাখা, শাখা,—কমল কাননে,
বনে, লোকালয়ে,—ছদ্মবেশী ; ছদ্মবেশে—
দূর দেশান্তরে,—ছিছি, শুনাইতে সবে
এবারতা, পুরাইতে বসুন্ধরা তব
পরিবাদে !' ললিত রাগিনী দিয়া, এই—
কথা যেন, কহিল ইন্দুরে নিন্দি শাখী
শাখে পাখী ! সায় দিল তায়, তরু লতা
হেলিয়া দুলিয়া, 'সত্য সত্য, বলি সবে
শিরঃ সঞ্চালনে !
থাকিলেও সহ্যগুণ সজ্জন হৃদয়ে,
তুচ্ছ মুখে উচ্চাভাস, বজ্রসম বাজে !
অধীর হইল প্রাণ,—অপমান সহি—
রাখিবনা প্রাণ কভু এপাপ শরীরে,

কূলবতী—নদী। প্রগল্‌ভ—বাচাল।
বসুন্ধরা—পৃথিবী। পরিবাদ—নিন্দা।
ইন্দু—চন্দ্র।

সংকল্প করিলা যেন ম্রিয়মান-শশী।
অনন্তর, তারাদলে বুঝাইয়া কত,
অভিমানে তারানাথ,—নিরক্ষ-রেখায়—
চলিগেলা পশ্চিমাশা-সাগরের-কূলে !
পালিতে সতীত্ব ধর্ম্ম,—পতি সোহাগিনী
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ক্ষীণাঙ্গী ক্ষণদা।
বিলাপে বিদরি বক্ষঃ,—রথাঙ্গ দম্পতি,
মরি, নিরানন্দ, চলিল সংহতি তাঁর;
লুকাইল তারকা নিকরে, একে একে
সুনীল গগনে, শশাঙ্কের অত্যহিত—
লোকন ভয়ে সশঙ্কে;—লুকাইল, ক্ষোভে,
মনস্তাপে, শোকে,-দুঃখে,—বিষাদিনী ধনী—
কুমুদিনী;—দলবাসে,—বদনমণ্ডলে।
কতক্ষণে,—উপনীত তথা চন্দ্রদেব,
ম্লানমুখে বিরচিয়া সুবিচিত্র চিতা,
মনাগুণে সমুজ্জ্বল করি, যেন ঝাঁপ—
দিল তায় অবশেষে,—সহচরীসহ,
বিনোদিনী—বিভাবরী—সাবিত্রি—সুন্দরী।
চক্রবাক চক্রবাকী বিবাগীর বেশে
চলিগেলা সরোদনে দূরদেশান্তরে !
ভয়ঙ্কর শোকাবহ অদ্ভুত ঘটনা—
দেখিবার তরে, জাগিল সজীব যত;

সংকল্প—কল্পনা। নিরক্ষ-রেখা—বিষুবরেখা।
পশ্চিমাশা—পশ্চিম দিক। ক্ষণদা—রাত্রি।
রথাঙ্গ-দম্পতি—চকোর চকোরী।

উদিল উদয়াচলে, দুঃখে দিনমণি—
কুয়াশা—প্রাচীর ভাঙ্গী, ভীম ভীমাঘাতে
ব্যস্তমতি ;—মুছিয়া তুষার-অশ্রু,-যেন—
অরুণ লোচনে।—পুরিল মেদিনী, আহা,
নিশাচর ভয়ঙ্কর ঘোর আর্ত্তনাদে !
প্রাতঃ সমীরণ বহি সে ভৈরব রবে
ধূলীধূসরিত কেশা—বিবশা রূপসী—
শশী, পড়ি যথা ধরাতলে সজ্ঞাশূন্য ;
কণ্ঠগত প্রাণ মাত্র পবিত্র শরীরে ;
উপজিয়া তথা, কহিলা তাঁহার কর্ণে,
শারদের কাদম্বিনী জিনি মহত্তর—
গম্ভীর স্বননে।—শিহরি উঠিলা সতী
সন্ত্রাসে,—বিগত মোহের নিদ্রা,—জাগিলা
জানকী !
অনন্তর ধীরে ধীরে বসি ধরাসনে,
উদাস নয়নে চাহি,—অনন্ত আকাশে—
উদাসিনী ; স্তব্ধ রহি ক্ষণকাল,—পরে,
কহিলেন ত্রিযামারে,-সম্ভাষি সাদরে।
‘ ধন্য তুমি বীরাঙ্গনে ! ধন্য তব পতি—
ভক্তি,—অয়ি পতিব্রতে !—দেখাইলে আজি,
সতীত্বের পরাকাষ্ঠা,—যথার্থ সুন্দরি !
অভাগিনী নারীকুলে, আমি অভাগিনী,

ভৈরব—ভয়ঙ্কর। স্বনন—শব্দ।
মহত্তর—উচ্চতর।
পরাকাষ্ঠা—পরপার।

হেন হতভাগ্য আর, কার লো জগতে ?
থাকিলেও সর্ব্বসুখ,—সঞ্চিত পাপের—
ফলে,—চিরদিন তরে, বঞ্চিত সেরসে
আমি ;—নাহি হেনজন, চাহি মুখপানে—
দুঃখিনীর, 'আহা' বলি সম্বোধন করে
স্নেহভরে। হায় ! রাজরাণী আমি, (ছিছি,
ঘৃণাহয় মনে, রাজরাণী বলি, দিতে—
পরিচয় আর বারম্বার নিজমুখে ;)
কাঙ্গালিনী আমি, জনমদুঃখিনী সখি !
দুঃখ সহি সহি, ক্লান্ত মোর মনঃ প্রাণ ;
তথাপিও বিধি,—হেন নিদারুণ শাস্তি—
দিল কোন্ পাপে ?—জানিনা স্বজনি ! আমি,
কেন পরিতাপ হেন পাই নিরবধি ?
হা—বিধাতঃ !—হা—নিষ্ঠুর ! নখের আঘাতে,
ছিন্ন ভিন্ন যার মুল,—এহেন মৃণালে,
অকারণ,—প্রয়োজন কিবা,—বজ্রাঘাতে ?
কিফল প্রহারি খাঁড়া মড়ার উপরে ?
নাহি কি হৃদয়ে তব,—অবলা বধের—
ভয় নিরদয় ?—নাহিকি নিবসে ধর্ম্ম,
হায় !—নিষ্করুণ তোমা নির্ম্মম হৃদয়ে ?
হে—রজনি ! দয়াময়ী তুমি, ধরি আমি
তোমার চরণে ;—সতি ! দয়াবতী হয়ে,
দেহ শীঘ্রগতি, সাজাইয়া চিতা মোরে
এ মম মিনতি। একান্ত অন্তরে সাধ,

স্বজনি—সখি !

প্রবেশি অনলে, তোমার মতন সুখে—
শান্ত করি প্রাণকান্ত অশান্ত বিচ্ছেদে!
আর যে বাঁচিনা সখি!—আর যে সহেনা,
হেন প্রাণচ্ছিদ্ যন্ত্রনা শরীরে।'
এতবলি উচ্চরবে কাঁদি বিরহিনী,
অঞ্চলে চঞ্চল আঁখি বিমোচন করি,
কহিলা সমীরে,—পরে অধীর অন্তরে।
'দেব-প্রভঞ্জন!—সদাগতি তব নাম
বিদিত ত্রিলোকী।—সত্য যদি সদাগতি,
দয়া করি তবে, বাঁচাও আমারে তুমি—
দয়াময় আজি,—বাঁচাও আকুল তরি,
অকূল পাথারে।—কৃপাকরি একবার,
যাও অযোধ্যায় দেব!—সুখে প্রবেশিয়া—
সভাতলে, (যথা সচীপতি বিরাজিত
ত্রিদশ-আলয়ে, অথবা চন্দ্রমা,—চারু
তারাদল মাঝে;) দেখিবে প্রাণশে মোর;
স্বর্ণ সিংহাসনে,—নীলিম নীরদে পুর্ণ—
নীল নীলাঞ্জনা। (হায়! আরকি বসিবে—
বামা, তাঁর বামদেশে,—আরকি হইবে
হেন শুভদিন?—বিনাশি তামসী-নিশি,

প্রাণচ্ছিদ—প্রাণচ্ছেদকারী।
প্রভঞ্জন—সমীরণ।
সচীপতি—ইন্দ্র।
সদাগতি—সর্ব্বত্রপতি।
ত্রিদশ-আলয়ে—স্বর্গে।
নীলাঞ্জনা,—বিদ্যুৎ।

উদিবে সৌভাগ্য ভানু চির অস্তগামী ?
বাম যারে বিধি, হেন সুখ সাধ, হায়,
আকাশ-কুসুম তার ; নিশার স্বপন—
সম নিতান্তই অসার কল্পনা)—আর্য্য !
অতি সঙ্গোপনে দাঁড়ায়ে সেখানে তুমি,
দেখিবে কেবল মাত্র ;—দাসী বিপ্রযোগে—
কিরূপ আকার তাঁর ;—রোহিনী বিহীন
শশী,—ম্লান মূর্ত্তি কিনা ?—প্রভাকর খর
তর করে, অপূর্ব্ব অপরাজিতা,—দগ্ধ,
হীনপ্রভ ;—অথবা সে নীলোৎপল,—দীপ্ত,
বিকশিত শতদলে তুহিন সম্পাতে ?
যমুনা জাহ্নবী, তাঁর যুগল নয়ন—
নিঃসৃত শোকাশ্রু রাজি, ভাসাইয়া হিয়া—
শশস্থলী ;—নাভি সাগরের সহ,—বেগে
সঙ্গত সতত ;—কিম্বা মরুভূমি,—দাসী—
দুরদৃষ্টবলে ?—শোকাতুর তাঁরে দেখ
যদি দয়াময়, কহিও না কোন কথা ;
রাখিয়া গোপনে,—দুঃখিনী দুর্দ্দশা যত,
বুঝাইও নর নাথে বিধিমতে !—কিন্তু—
দেব ! দেখ যদি নিরদয় ; তাহইলে,
কহিও যতনে মম হৃদয়-বল্লভে,

নীলোৎপল—নীলপদ্ম।

নরনাথ—নৃপতি।

বিপ্রযোগ—বিচ্ছেদ।

শশস্থলী—গঙ্গাযমুনার মিলনস্থল—দোয়াব।

দুঃখের বারতা যত।—কহিও যতনে,
'নিরদয়! আদরে যাহারে তুমি রাখি
হৃদিপরে, 'আদরিণী' বলি, সম্বোধিতে
প্রেমভরে; কহিতে সতত, 'বারিহীন—
মীন, কিম্বা বায়ু বিরহিত জীবদলে,
থাকিতেও পারে সতি,-সজীবনে;—কিন্তু,
তোমার বিচ্ছেদে,-যদি মুহূর্ত্তের তরে—
থাকে প্রাণ বৃথা এ শরীরে;—প্রিয়ম্বদে!
কহিও তখন তুমি,—নির্ম্মম রাঘব—
সম নাহি ত্রিভুবনে!'—কই নাথ! কই,
কোথায় এখন তুমি?—কোথা দুর্ভাগিনী—
তব প্রেম পাগলিনী জানকী?—কোথায়,
সেই প্রেমধর্ম্ম আজি প্রাণাধিক?—হায়!
ভুলিলে কেমনে সে প্রতিজ্ঞা,—কেমনেবা,
ছেদিলে মায়ার পাশ,—হে-ভূভুজ তুমি—
অনায়াসে?—নির্ম্মমতা তীক্ষ্ণ তম অসি,
হানিলে কেমনে দেব!—মলিনিমাময়ী,
মাধবীর কোমল হৃদয়ে?—দুর্ভাগিনী—
আমি,—আর কি বলিব তোমা সমীরণ!
আর কি বলিব বৃথা? নিশ্বাস প্রশ্বাসে,
শরীরী-শরীরে, দেব! যাতায়াত যবে—
করিছ সতত তুমি, অবিদিত কোন্

বারতা—কথা।
ভূভুজ—রাজা।

কথা আছে তব কাছে ?—কহিয়া দুর্গতি,
আনিবে বারেক তাঁরে ;—এ মন্দ ভাগিনী—
নয়ন সমীপে এক বার ;—নিরখিয়া
তাঁর শ্রীচরণে, প্রফুল্ল হৃদয়ে আমি,
তেয়াগিব পাপ প্রাণ ; (সাধ্বীর সাধ্বস—
কোথা) তেয়াগিব পাপ প্রাণ,—সিদ্ধ-সিন্ধু—
পবিত্র সলিলে।—চির সাধে পুরাইব
পরলোকে প্রেমানন্দে দিবাবিভাবরী।
এইমাত্র নিবেদন ওপদ পঙ্কজে !
সহকার শাখে কভু নিরখিয়া পিকে,
অনিমিক আঁখি জানকী ; আমরি, দুঃখে—
নিশ্বাসি কাতরে, কহিলা তাহারে যেন
পাগলিনী। 'বনপ্রিয় ! বিনা মম প্রিয়
প্রাণেশ্বর,—হেন মধুস্বর, আর কার
এসংসারে ?—কহ, কোথায় শিখিলে তুমি ?
অনুমানি মনে, শিখিয়াছে তাঁরি কাছে।
নতুবা ওরব শুনি, অবসন্ন কেন—
হতেছে শরীর মম মধুস্বর !—কহ
শুনি তবে,—সুখে কিরূপে আছেন মোর—
চিত্তচোর,—বৃথা ভাসাইয়া দুঃখিনীরে
চির নেত্রনীরে ?—দাসী বলি, আছে কিহে—
মনে তাঁর মোর কথা ?—কি বলিলে সখে ?

সাধ্বস—ত্রাস। সিদ্ধসিন্ধু—মন্দাকিনী।
পিক—কোকিল। বনপ্রিয়—কোকিল।
মধুস্বর—কোকিল।

পুনশ্চ আমারে, অনুগ্রহে, পরিগ্রহ—
করিবেন রঘুকুলপতি!—সুধামাখা
কথা শুনি তব মুখে আজি, জুড়াইল
মনঃ প্রাণ, আত্মা, নিভিল সন্তাপানল
এতদিন পরে!'
এইরূপে সতী, যাহারে দেখেন কাছে;
জিজ্ঞাসেন তারে বৃথা প্রিয়তম কথা,
যেন উন্মাদিনী শোকভরে।—কখনবা,
রোষে হানিছেন বক্ষে কর; হাসি হাসি—
ছিঁড়ি কেশ পাশে, সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ধুলা,
লুটিছেন ধরাতলে কভু জ্ঞানহীনা।
সহস্র ধারায়, অসৃক স্রোত বহিছে—
শরীরে সর্ব্বদা,—ছিন্ন ভিন্ন নখাঘাতেঁ,
চেতনা নাহিক তায়!—মরি, মুহুর্মুহুঃ—
সুদীর্ঘ নিশ্বাস শুধু,—আর হাহাকার
ধ্বনি চারু চন্দ্রমুখে!
সুখ-শান্ত-রসময় পবিত্র আশ্রমে
সুপবিত্র কুশাসনে, সমাসীন সুখে—
ভৃগুকুল রবি, মহাকবি বাল্মীকি।
বিভূতি ভূষিত তনু,—আজানুলম্বিত,
শুভ্রতর জটাভারে মণ্ডিত শিরসি—
তাঁর;—শুভ্র-ভুরু,-পক্ষ্ম,-শ্মশ্রু রোম রাজি!
স্থবির বয়স ধর্ম্মে,—লোলমাংস,—ঘোর—

অসক—শোণিত।

নীলবর্ণ শিরাদলে সুশোভিত ;—দান্ত,
শান্তমূর্ত্তি। বিলম্বিত গলদেশে,—পদ্ম—
বীজমালা, ছুলিছে বাতাস ভরে ; যেন
তারসহ, ছুলিছে হৃদয়-অরবিন্দ,—
মকরন্দপূর্ণ ; আহা, আনন্দ সমীরে
অনুক্ষণ !—হেরিলে কবিরে, বোধহয় ;
মূর্ত্তিমান দয়াধর্ম্ম তপোবন মাঝে,
কিম্বা হেমকেশ সদা সদানন্দ সুখী !
রামায়ণ কথা, মরি, সুধা-নিস্যন্দনী,—
কহিছেন কবিবর ;—বেষ্টিত চৌদিকে,
কত শত ঋষি,—যোগী, মুনি,—তপস্বিনী,
অপেত অমিয় ধারা,—পীয়িছে আনন্দে—
যেন দ্বন্দ্বচারী অনিন্দ্য দম্পতি !
এহেন সময়ে, তেজঃপুঞ্জ কলেবর,
মোহন মুরতি,—একদল শিষ্য তাঁর—
উপনীত তথা। প্রণমি গুরুর পদে,
কহিলেন সবে মিলি কাতর বচনে,
ধীরে ধীরে,—পদধূলী ধরিয়া মস্তকে।
"পুষ্প চয়নের তরে, গিয়াছিনু মোরা—
কুসুম উদ্যানে দেব !—অপূর্ব্ব ব্যাপার

দান্ত—দাতা।
বিলম্বিত—লম্বমান।
অরবিন্দ—পদ্ম।
হেমকেশ—শঙ্কর।
নিস্যন্দনী,—নিস্রাবিনী।
অপেত—বিমল।
দ্বন্দ্ব চারী—চকোর চকোরী।

দেখিনু অদূরে তার।—ঘোর দাবানলে,
জলিতেছে তপোবন,—তাহার মাঝারে,
বিপদ সঙ্কুলা এক সরলা হরিণী—
আর্ত্তনাদে পুরিছে মেদিনী।—হাহাকার
ধ্বনি তার, শুনিলে শ্রবণে, বিদরিয়া
যায় বক্ষঃ,—কিন্তু মোরা রক্ষিতে নারিনু,
বিপদ সাগরে তারে।'
'তপোবনে দাবানল' অসম্ভব কথা—
শুনি সবিস্ময়ে কবি, মুদিলা নয়ন
দুটী;—মুহূর্ত্তেক পরে, উন্মীলিয়া আঁখি,
পরিহরি সুখাসনে,—কাতর অন্তরে—
কহিলেন তীর্থদলে; বৎস! এস মোর—
সাথে, দেখি, পারি যদি রক্ষিবারে, সেই—
সরলা মৃগীরে।' এতবলি, চলিলেন
রত্নাকর দ্রুতগতি;—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর,
চলিল সকলে মিলি,—শোকার্ত্ত কৌতুকী!
কতক্ষণে উপজিয়া তথা, নিরখিয়া—
সীতার দুর্দ্দশা,-কবি-পবিত্র হৃদয়ে,
উদিল সহসা আসি বিষম যন্ত্রনা।
তাপিল কোমল প্রাণ,—কেন না তাপিবে?
যে শোকে পাষাণ গলে, নবনীত তাহে—
দ্রবীভূত হবে,—নহে সুবিচিত্র কথা!
বহিল প্রবল বেগে অশ্রু তাঁর,—শ্মশ্রু—

বাহি অবশেষে পড়িল ভূতলে ; যেন,
উৎসারিল উৎস,—বেগে মুক্তাফলরাজি।
অনন্তর কবিবর, মুছি নেত্রনীরে—
দুইহস্তে ; কহিলেন ধীরে ধীরে গদ
গদস্বরে।—'কেনমা ধরিত্রিসুতে !-বৃথা—
ধরাতলে আর সজ্ঞাশূন্য ?—কিবা ফল
বিফল রোদনে ?—উঠমা জানকি ! পুত্র—
দাঁড়ায়ে নিকটে আমি,—হে-পুত্রবৎসলে !
এইকি উচিত তব ?—মুছ অশ্রুজল—
ভগবতি, প্রবোধ সন্তানে !—ধরাশয্যা,
সাজেকি তোমারে দেবি ?—রাজার দুহিতা,
মরি, রাজরাণী তুমি,—কাঙালিনী বেশে—
কেনমা পতিতা ভূমে ?—কেনবা মেখেছ—
ধুলা সুকোমল দেহে ?-শাস্ত্রে বলে শুনি,
মাতাপিতা গুণ লভে সন্তান সতত ;
জননী তোমার ধরা,—কইগো জননি !
ধৈর্য্য ধরা গুণ তবে তোমার শরীরে ?
ভাবি দেখ সতি ! চাতকানন্দনে যদি—
কুল ভাঙ্গি নদী,—বেগে চলিল চত্বরে ;
কি হইবে তবে,—ক্ষুদ্রতম সরসীর—
অনন্ত দুর্গতি ?—উঠ বৎসে ! আর কেন
এহেন বিজনে ?-কৃপা করি, চল মাগো—

উৎস—ফোয়ারা।

চাতকানন্দন—বর্ষাকাল।

চত্বর—মাঠ।

চলমোর সাথে রাজলক্ষ্মি!—বিশ্রামিবে
এদীন আশ্রমে।'
সসম্ভ্রমে সীতা সতী সম্বরি অম্বরে,
পরিহরি ধরাসনে,—সজল লোচনে—
প্রণমিয়া ভক্তিভরে বাল্মীকির পদে,
কহিলেন স্মিতমুখে বিনম্র বচনে।
"দয়াময়! অভাগিনী যদি নাকাঁদিবে,
আর কে কাঁদিবে তবে?—জনম দুঃখিনী,
করেছে বিধাতা যারে;—সে যদি,—সন্তোষে
হরিবে দিন;—দুঃখ ভোগ তবে.—করিবে—
এ কর্ম্মক্ষেত্রে কোন্ জন? কিন্তু দুঃখিনী,
সে দুঃখ ভাবেনা মনে;—এইমাত্র ভাবি,
কেননা মরিনু আমি অকালে?—হা ধিক্!
তাহলেত, 'কলঙ্কিনী সীতা দুশ্চারিণী'
বলিতে নারিত কেহ;—ছিছি, আমাহতে,
অকলঙ্ক রঘুকুল কলঙ্কিত আজি
কি ঘৃণা,-কি লজ্জা,—মৃত্যু!-কেমনে ভুলেছ—
মোরে?—লজ্জাহীনা আমি নিতান্ত, নতুবা,
রেখেছি এ পাপ প্রাণ,—কেনবা শরীরে!'
এত বলি, বসন অঞ্চলে, লুকাইয়া—
মুখশশী, দুঃখে, কাঁদিলা জনক সুতা
হাহাকার রবে।—কাঁদিলা সতীর্থ কবি—
করুণার নদী!

অম্বর—বসন।
কর্ম্মক্ষেত্র—পৃথিবী।

অনন্তর,—সম্বরণ করি শোকাবেগে,—
কহিলেন কৃপাসিন্ধু ;—রাঘব বাঞ্ছারে।
'কি দোষ তোমার বৎসে!-কে পারে খণ্ডিতে—
দৈব বিড়ম্বনে,—এ মহীমণ্ডলে ?—সত্য,
দুর্ভাগ্য তোমার দুখী,—কিন্তু ভাগ্যবতি!
বুদ্ধিমতী,—বিদ্যাবতী তুমি,—বুঝাইলে
অবশ্য বুঝিবে, সত্য, কিম্বা মিথ্যা শোকে—
তাপিছ হৃদয়ে! ভাবি দেখ ভগবতি!
অনন্ত বিস্তার,—হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ—
সাগরের জলরাশি, চঞ্চল যেমতি,
প্রবর্ত্তিত আবর্ত্তে কভুবা ;—এসংসারে,
জীবের অন্তর তথা।—দেহরূপ গৃহে,
অহঙ্কার গৃহী ভয়ঙ্কর ;—সুচঞ্চলা—
বিষয় বাসনা,—গৃহিনী তাহার সতী!
বন্য পশুদল সম ইন্দ্রির নিকরে—
বদ্ধ তার স্থানে স্থানে ;—কাম, রাগ আদি,
মনঃশিলা সহকারে সুরঞ্জিত সদা।
প্রজ্বলিত দীপশিখা সমান সে আশা—
তাপিছে হৃদয়ে দিবানিশি,—রহি রহি,—
কালিমা করিয়া তারে চিন্তার কজ্জলে!
সে অনল তাপে,—সান্তপন, অনুক্ষণ,—
পরমার্থ—পদ্মবন,—তপ্ত পুণ্যবৃত্তি!
চিন্তিলে জীবের দশা ক্ষণকাল,—ছিছি,

আবর্ত্ত—ঘূর্ণাজল।

সান্তপন—সন্তাপজনক।

ঘৃণা হয় মনে। মল, মূত্র নাবিচারি,
শ্বান, শূনী সম, ভুঞ্জয়ে শৈশব কাল
নর নারী যত!—অত্যল্পে সন্তুষ্ট, কভু—
বিরাগ অধিকে! অজ্ঞান আঁধারে মন
আবৃত সতত,—নাহি জ্ঞান পাপ পুণ্য;
ক্ষুধা,—তৃষ্ণা,—নিদ্রা-ভয়, প্রিয় সহচরী!
আবিল বরষাজলে,—চারু তরঙ্গিনী—
অতি বেগবতী; করে উপদ্রুত যথা,
প্লাবন করিয়া, দেশে ভঙ্গীমতী;—ভাঙ্গি—
তট,—খরতর স্রোতে।—সেইরূপ সতি!
তৃষ্ণাতরলিতান্তরা—তারুণ্যতরলা!
অনন্তর বিজয়িনী জীর্ণকরী—জরা—
জর্জ্জরে জীবের দেহ,—শ্বাস কাশ,—বাত,—
দুরন্ত হাঁপানি,—জ্বর আদি নানা রোগে!
অন্তর্দাহে সদা, অনিবার্য্য পারত্রিক—
নিদারুণ ভয়ে; হায়, বালকের সম,
বুদ্ধি, বৃত্তি, বৃথা আশা নিবসে শরীরে!
হিমকণা উপঘাতে, রবিন্দ প্রতিম,
বার্দ্ধক্যে,—মলিন জীব-কান্তি-কমলিনী!
অতএব দেবি! দেখ বিচারিয়া মনে,
নিশ্বাসে বিশ্বাস যাহে নাহি কোনমতে,

শ্বান, শূনী—কুক্কুর ও কুক্কুরী। প্লাবন—মগ্ন।
তারুণ্য—যৌবনকাল। পারত্রিক—পারলৌকিক।
উপঘাত—আঘাত। রবিন্দ—পদ্ম।
বার্দ্ধক্যে—বৃদ্ধকালে।

হেন পঞ্চভূতময় শরীরী শরীরে—
সুখ দুঃখ সমান সকলি!—নাট্যশালে,
নটযথা নানারূপ ধরি, নানারসে,
হরে মানবের মন;—কালও তেমনি,
করিতেছে লীলাখেলা,—ভব রঙ্গভূমে!
ফল প্রতিবিম্ব হেরি মুকুরের মাঝে,
ভোজনে প্রত্যাশা যথা করয়ে বালকে;
সেইরূপ মূঢ়মতি যত,—অবিরত—
করে সুখে বিকল্প কল্পনা।—পরমার্থে
ভুলি, পরমার্থ সিদ্ধি বোধে, মিথ্যা সুখ—
লেশে!—পরিবর্ত্তশীল,—সুখ দুঃখ সদা
ভ্রমিতেছে চক্রসম এমহীমণ্ডলে,
চক্রীর বিষম চক্র,—কে বোঝে জননি?
তাপিলে নিদাঘ তাপে রত্নবতী সতী,
সুশীতল করে তারে অমনি বরষা—
বর্ষিয়া শীতল জল,—মুষলের ধারে।
নলিনী,—মলিনী দেখ যামিনীর যোগে,
ফুল্ল করে তারে পুনঃ সপ্তসপ্তি সুখে!
প্রকৃতির রীতি এই,—বিগত দুর্দ্দিন,
আসিবে সুদিন শীঘ্র;—পুনর্ব্বার তুমি—
পাইবে পতিরে সতি!—বৃথা পরিবাদ,
নারহিবে আর তব,—এতিন সংসারে;

মুকুর—দর্পণ। নিদাঘ—গ্রীষ্ম।
রত্নবতী—পৃথিবী। সপ্তসপ্তি—সূর্য্য, অর্থাৎ সপ্তাশ্ব।
পরিবাদ—অপবাদ।

নিশ্চয় কহিনু তোমা,—অয়ি মনস্বিনি !'
এইরূপ কত কথা কহিলেন কবি,
কতশত হিত উপদেশ দিয়া, আহা,
বুঝাইলা তাঁরে ;—নির্জীব লেখনী মম
বর্ণিবে কেমনে ?
যেই শ্রুতদেবী—বীণা—মধুর ঝঙ্কারে—
স্তব্ধ দিগঙ্গনা,—পশুপক্ষী,—তরুলতা,
নদ নদী,—বিবরে নাগিনী,—পুত্রশোক—
ভোলে পুত্রবতী ;-মরি, বিরহিনী
অবলার মন, তাহে কেননা মোহিবে ?
বাল্মীকির সুললিত হিত উপদেশে,
কথঞ্চিৎ শোক দুঃখে ভুলিলা বৈদেহী !
অনন্তর গর্ভভরে মন্থর গামিনী,
ধীরে ধীরে উঠি, কবি আশার আশ্বাসে—
বিশ্বাসিয়া মনে মনে, পশ্চাতে পশ্চাতে
তাঁর, ম্লানমুখে ; চলিলেন চন্দ্রমুখী—
আশ্রম উদ্দেশে ; মাতিলরে তপোবন
অপূর্ব্ব আমোদে !

ইতি বৈদেহী-বিলাপ-কাব্যে
তপোবন প্রবেশ নামঃ
ষষ্ঠ সর্গঃ

শ্রুতদেবী—সরস্বতী।
নাগিনী—সাপিনী।

কহিছেন সরমারে,—সরমা-সুন্দরী।
'লো-সহচরি! এতদিনে বুঝি সন্তুষ্ট—
দাসীরে বিধাতা। রেবতীভব, ত্যজিল
অভাগীরে এতদিনে!-ঐ শুন, কল্যাণি!—
আসিতেছে রঘুসৈন্য, শুন মনদিয়া;
উদ্ধারিতে দুঃখিনীরে, গম্ভীর-নির্ঘোষে—
কাঁপাইয়া মহাস্থলী;—নির্ম্মূলিতে রণে,
দশাননে,—দুষ্ট,—কষ্টসহ প্রাণসহ—
সোণার লঙ্কারে!'
অথবা রূপসী শশী,—রাহুগ্রস্ত শশী?
গাও দয়াময়ি!—গাও সুললিত তানে,
বাজাও মধুর বীণা,—মধুর ঝঙ্কারে—
ভাসাও ভারতে সতি, সুধাময় স্রোতে!
নীরস মানস ক্ষেত্র,—হতাশা বাতাসে
ভগ্ন যার সুখ তরু, আশা ফুল্ল ফুল
ম্লানকান্তি; লোকলজ্জা—স্রোতে ওতপ্রোত,
মুদিত-হৃদয়-পদ্ম,—দিবাবিভাবরী!
কোথায় সন্তোষ তার?—পতিরতা সতী—
ভোলেকি পতিরে কভু? পারেকি স্পর্শিতে,
শোকার্ত্ত নয়নে নিদ্রা?—আহরি জানকী,
অমানিশি সমা শ্যামা শোকের তিমিরে!
উজলি বিজলি ছটা,—মন্দার মঞ্জরী

সরমা—লজ্জাশীলা। রেবতীভব—শনিগ্রহ।
মহাস্থলী—পৃথিবী।
মন্দার—পারিজাত।

নাহিক সে রূপরাশি ;—নয়ন রঞ্জন—
চম্পক বরণ,—চারু মধুর মাধুরী ;
নাশোভে বদন-চন্দ্র, অলকা তিলকে !
নাহি আর অলঙ্কার,—স্বর্ণ, হীরা, মণি,—
প্রবাল, মুকুতা,—অনাদরে দূরগত ;
পদ্মবীজ মালা, এবে কণ্ঠে কণ্ঠমালা,
কুণ্ডলিত জটাভারে মণ্ডিত শিরসি !
চন্দনে প্রবোধ ছার, ক্ষার মাখি দেহে,
কুশাসনে সিংহাসন পবিত্র কল্পনা !
আহামরি, স্মরি সেই কান্তে কান্তিমতী,
শীর্ণা স্বর্ণলতা,—যথা কমলের বন—
শিশিরেরর সমাগমে ; কিম্বা বারিহীন
মীন যেন হীনপ্রাণা। তথাপি ওষধি,
জ্বলিছে মূর্খের-হৃদি-আঁধার কুটীরে।
সঙ্গিনী নাহিক সাথে, একাকিনী সীতা,
(রাজার নন্দিনী, রাজসীমন্তিনী, মরি
একাকিনী) বসি বংশিবটমূলে, আহা,
ভাবিছেন আপনার ভাগ্য ভাগ্যবতী,
কখনবা প্রাণপতি দাশরথি রথী !
হেরিলে সহসা তাঁরে, জ্ঞান হয় যেন,
বরিবারে বর-দিগম্বর-বর রূপে
তপিছেন তপ্ততনু নগেন্দ্র-নন্দিনী !

বর—শ্রেষ্ঠ।

দিগম্বর—শিব।

নগেন্দ্র-নন্দিনী—গৌরী।

চলিনু সানন্দ মনে, চড়ি চতুর্দ্দোলে—
সিন্ধুতীরে,—প্রাণনাথ প্রিয় সম্ভাষণে।
বাধা দিলে আসি মোরে সুযাত্রাসময়ে
পথ মাঝে নৈকষেয়-সীমন্তিনী তুমি,
সঙ্গে দশ সহস্র সঙ্গিনী ;—সরোদনে—
কহিলে সুন্দরি !—' এহেন সোণার লঙ্কা
ছার ক্ষার করি, বৈধব্য যন্ত্রণানলে,
লক্ষ লক্ষ অবলারে দহি,—মনসুখে,
চলেছ ভেটিতে রাম—রঘুকুলকেতু।
কিন্তু সতি ! যদি আমি সতী হই,-যদি—
হৈমবতী পদে, থাকে মতি অনুক্ষণ ;
নিশ্চিত লভিবে তবে অনন্ত দুর্গতি !
আশ্বাসিছ মনে, সচ্ছন্দে মরালে লয়ে—
ভাসিবে মরালী, অযোধ্যা কমল বনে,
দিবস শর্ব্বরী পুনর্ব্বার ;—প্রেমানন্দে,
সদানন্দে সর্ব্বক্ষণ হরিবে সরলা।
কখন নহিবে তাহা, উৎফুল্ল যাহার
আশে পঙ্কজিনী তুমি, সেই রঘুকুল—
রবি—বিষচক্ষে পড়ি, দহিবে সতত ;
দুরন্ত দুঃখের ভোগ ভুগি পরিশেষে,
জুড়াবে যন্ত্রণানলে, পশি পরলোকে

নৈকষেয়—রাবণ।
ভেটিতে—সাক্ষাৎ করিতে।
হৈমবতী—দুর্গা।
সীমন্তিনী—পত্নী।

মিথ্যা নাহইবে কভু এসত্য ভারতী।'
হায়! এতদিনে, ফলিললো-পতিব্রতে—
তোর শাপ মোরে, ফলিল দুঃখের বৃক্ষ
বহুফলফুলে!'
এতকহি,—মনোদুঃখে জনম দুঃখিনী,
কতযে কাঁদিলা,—তাহা কে পারে বর্ণিতে?
পুনর্ব্বার নেত্রনীর মুছি করতলে
কহিছেন পাগলিনী আপনা আপনি।
'হে-অনল! শুনিয়াছি সর্ব্বভুক তুমি,
তবে কেন, যখন পশিনু আমি,-সর্ব্ব—
লোক মাঝে, তোমার বদনে হুতাশন;
আহুতি পাইয়া মুখে, সাগরের কূলে—
না ভুঞ্জিলে নিরদয়? তাহলেত আজি,
নহিত সহিতে মোরে এযন্ত্রণা;—সুখে,
জুড়াতাম মনানল,—অনল তোমাতে!
বুঝেছি মনের কথা, সেসময়ে, পাপ—
দেহ মোর, নাদহিয়া; অলক্ষিত রূপে
অন্তরে প্রবেশি ছদ্মবেশী,—নিরন্তর
আছিলে অন্তরে এতদিন! দিনবুঝি,
ধরিয়া প্রবল বলে বলবান এবে—
দহিছ দহন দেহ দারুণ সন্তাপে!
বৈশ্বানর! নারী আমি, একিহে চাতুরী—

ভারতী—কথা। সর্ব্বভুক—সর্ব্বভক্ষক।
হুতাশন—অনল।
বৈশ্বানর—অনল।

তব বীরশ্রেষ্ঠ ?—ধিক্ !-গোপনে সংগ্রামে,
কে প্রশংসে হেন জনে,—বীরের সমাজে ?
স্ত্রীহত্যা বাসনা যদি, এস বিভাবসু !
দাঁড়াও সম্মুখে আসি ;—বীরবেশধর,
উজ্জ্বল করহে শিখা গগন মণ্ডলে,
নির্ভয়ে প্রবেশি আমি তোমার বদনে !
আরকি জানকী ভয় করে মৃত্যুমুখে ?
বিগত সেদিন মোর, ছিনু যবে আমি,
(অমরাবতীতে যথা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী,
কিম্বা উমা,—হর সনে কৈলাস কন্দরে)
কান্ত সনে নিরন্তর ;—ভাবিতাম তবে,
করিলে মৃণালে ভগ্ন, লগ্ন যদি নহে,
বিরাজে বিচিত্র সূত্র, তবু তার মাঝে !
কেমনে থাকিব ভুলি, এস্নেহ মমতা,
হেন প্রেম,—পরীক্ষিত হেমে নিরবধি ;
যদি কভু, হৃদয়-সরসী হতে, আশা—
নাল সহ, হায়, ছিঁড়ে লয় প্রাণ-পদ্ম
দুরন্ত শমনে ? কিন্তু যদবধি দেব !
এরূপ দুর্গতি, ঘটেছে কপালে মোর,
তদবধি,—মৃত্যুই শরণ্য মম,—মৃত্যু—
জপমালা। নাহি ডরি, শমনেরে আর
আমি অভাগিনী ;—নাকাঁপে কোমল হিয়া—

বিভাবসু—অগ্নি।
অমরাবতী—ইন্দ্রপুরি।
হেম—স্বর্ণ।

যমদণ্ডভয়ে, নাশিহরে কলেবর
স্মরি কাল রূপে! এবে ভাবি মনে মনে,
সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র এসর্প দংশনে,
সেই অনুকূল বায়ু;—কর্ণ,-কর্ণধার—
হীন, ক্ষীণ তরণীর অকূল পাথারে!'
বলিতে বলিতে পুনঃ আয়তলোচনা—
আবরিল অশ্রুজলে সুলোচন দুটী;
যমুনা, জাহ্নবী যথা ভরা ভাদ্রমাসে।
কে প্রবোধে সরলারে?—নাহি হেন জন,
নিস্তারে সীতারে,—শোক—দুস্তর সাগরে।
সাশ্রুনেত্রে, শোকভরে সুধাংশুবদনী—
সম্ভাষি উদ্দেশে, শেষে, ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী,
শ্রুতকীর্ত্তি আদি, পুরমহিলা সকলে
কহিছেন ধীরে ধীরে;—জীর্ণ রোগী যথা,
ক্ষীণস্বরে কহে কথা অতি মৃদু মৃদু!
'সুভগে! শুনেছি পুরাণে আমি, ত্রিদিব
বিহারিণী মন্দাকিনী, তৃপ্তি লভি তপে,
চলিলা সাগর মুখে, ভগীরথ সনে
পুরাইতে মনোরথ যবে, লঙ্ঘি দর্পে—
হিমাদ্রি শিখরে;—ক্রমে ভূমণ্ডল ভ্রমি,
ভ্রমক্রম হেতু, ভাসাইলা কোশা কুশি,
শঙ্খ, ঘণ্টা, কমণ্ডলু, কুশাসন আদি—

সঞ্জীবনী—জীবনদায়িনী।
ত্রিদিব—স্বর্গ।
হিমাদ্রি হিমালয়।

ভাসাইলা জহ্নুমুনি—পবিত্র আশ্রমে।
ধ্যানভঙ্গে মুনিবর,—অরুণ নয়নে—
র্ভৎসিয়া গঙ্গারে, গণ্ডূষে করিলা পান
ভীম জলরাশি।—অদূরদর্শিতা দোষে,
কলঙ্কিনী সতী,—উচ্ছিষ্টা গাঙ্গিনী,—চির—
প্রচারিত লোকে।
আমিও মজিনু নিজ কর্ম্মদোষ ফলে,
করিনু কুটারাঘাত আপন চরণে।
হায়রে! কুক্ষণে আমি, কেনবা আঁকিনু—
ভ্রমে, মাতি প্রেমামোদে,—আমোদিতে সবে
সর্ব্বনাশী;—ভয়ঙ্কর-দশাস্য-মূরতি?
কেনবা বলিনু, দেখেছিনু একদিন—
সাগরের জলে তার বিভীষণ ছায়া,
নীলগিরি ছায়া যথা, বারিধি হৃদয়ে;
কিম্বা মৃত্যু মূর্ত্তি,—পাপী-মানস দর্পণে!
হায়! এহেন কুমতি যদি নাঘটিত
মোরে, নাহি চিত্রিতাম যদি, পাপরূপ—
হেনরূপে; তাহলেকি আজি, অযতনে,
পড়িত অন্ধের নিধি ঘোর অন্ধকারে,
ডুবিত পুলিনে তরি,—তরি বারিনিধি?
হা-নাথ!—পাপিনী,-জানকী কুমুদ চন্দ্র!
কোথায় কুমুদ আজি,—কোথা বিতরিছ,

দশাস্য—দশানন। বিভীষণ—ভয়ঙ্কর।
বারিধি—সমুদ্র। পুলিন—কুল।
বারিনিধি—সমুদ্র।

প্রণয়-পীযূষ এবে ?—অনন্ত প্রমোদে,
প্রফুল্ল করিছ কারে অকলঙ্ক বিধু ?
পড়েকি দাসীরে মনে দয়াময় ?—হায় !
ভাঙ্গিলে ঘুমের ঘোর,—জাগিলে, সম্বুদ্ধ—
মানব অন্তরে ; স্বপ্ন কল্পনার কথা
যথা পরিশেষে। অথবা ভুলেছ দেব ?
অভ্যাসিত বিদ্যা যেন বিনা আলোচনে !
অনায়াসে তুমি ভুলিলে ভুলিতে পার,
কিন্তু নাথ ! দাসীপক্ষে সেসংশয়,—পাপ—
জীবন সংশয়ে।
এখনও ভাবি আমি নির্জ্জনে,—হে-আর্য্য !
সেই তুমি, সেই আমি,—কাঞ্চনে রচিত—
সেই সে অশোক বন ; (অযোধ্যায় যাহা,
নিরমিল বিশ্বকর্ম্মা বিরিঞ্চি আদেশে
তুষিতে তোমারে,—রঘুকুল-জয়কেতু !)
রাজ্য সুখ ভুলি, মোরা ভ্রমিতাম দোঁহে,
হেরিতাম কত শত অপূর্ব্ব রচনা !
কোথাও সুবর্ণ ক্ষেত্রে, স্বর্ণ সহকারে—
আলিঙ্গিত স্বর্ণলতা,—হেলিত দুলিত
প্রাতঃস্নিগ্ধ সমীরণে,—স্বর্ণফুলদামে,
সুশোভিত মরকত, কত ফলরূপে !
কণক—দাড়িম্ব কোথা, সমসূত্রপাতে—

বিধু—চন্দ্র। সম্বুদ্ধ—জাগরিত।
আর্য্য—মান্য। কাঞ্চনে—স্বর্ণ।
বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা। কণক—স্বর্ণ

অবস্থিত ;—সুরক্ষিত স্বর্ণ আলবালে !
কল্পিত কাঞ্চনে যার কুসুম মঞ্জরী,
সুন্দর সিন্দূরে নিন্দি,—সংযত শোণিতে—
বিনির্ম্মিত ;—স্বর্ণফলে বীজ মুক্তারাজি।
কোথাও চন্দন, চারু কদম্ব, বকুল,
আমলকী, হরিতকী, বিভীতকী আদি—
হিরন্ময় তরু শ্রেণী,—মাণিক্যে রঞ্জিত ;
প্রবাল প্রশাখে, শাখে, অয়স্কান্ত-মণি—
বৃন্তে হীরা বিরাজিত। কোথাও নিকুঞ্জ
পুঞ্জে, গুঞ্জরিছে অলিবলী কুতূহলী ;
কুহু কুহু কূহরিছে কোকিল কোকিলা
মুহুর্ম্মুহুঃ ; মরি, নীলকান্তমণি কান্তি,
পাক্ষে,—পক্ষধর-দ্যুতি অতি রমনীয় !
ললিত লবঙ্গলতা, শ্যামা, রাধালতা—
স্বর্ণময়ী ;—সানসি প্রসূনে, বিতরিছে ;
নিরমল পরিমল দিবা বিভাবরী !
ময়ূর ময়ূরী কোথা কুসুম কাননে—
কেকাভাষী ; মণি, চূণি বিখচিত পুচ্ছ
গুচ্ছে তুলি, নাচিতেছে তালে তালে ;—কোথা,
নাচিতেছে বিদ্যাধরী, অপসরী, কিন্নরী,
দেবকন্যা, গান্ধর্ব্বী ; সালঙ্কৃতা—কোমল,—
কুসুম—পরাগ—রাগে সুরঞ্জিত বপু !

হিরণ্ময়—স্বর্ণময়। রাগ—রঙ্গ।
পক্ষধর-দ্যুতি—চন্দ্রকিরণ। বপু—কলেবর।
সানসি—স্বর্ণ।

হিরণ্য কণ্টকাবৃত কেতকীর বনে,
চিরবদ্ধ ঋতুরাজ ;—লাজ পরিহরি,
উন্মাদ মদন ধরি কুসুম কার্ম্মুকে,
আকর্ষিয়া ভ্রমর-সিঞ্জিনী,—উন্মাদন—
শরে নিক্ষেপিয়া মুহুর্মুহু ; সংযোগীরে
সন্তাপিত করিছে যতনে !—রতি সতী,
সহানুভূতির হেতু সংহতি সর্ব্বদা !
কোথাওবা বিরাজিত স্বচ্ছ সরোবর,
(ব্রাহ্ম সরোবর যথা শোভে ব্রহ্মলোকে)
স্ফটিকে গঠিত তীরভূমি, উৎসারিছে—
উৎস কত,—মুক্তাফল তাহে অহরহঃ।
সরসীর তীর ভূমে পারিজাত তরু
সুশোভিত, প্রস্ফুটিত প্রসূন স্তবকে—
মুগ্ধমনা মধুব্রত,—সুধা মধুপানে ;
মর্ম্মরিছে পত্র তার শর্ম্মর সমীরে !
বাপীর চৌদিকে, স্বর্ণে বাঁধা চারি ঘাট,
তদুপরি শোভমান সোপান আবলী,
মধ্যে মধ্যে চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্তমণি !
সুনির্ম্মল, সুবাসিত, সুধাসিত জলে—
কুমুদ, কহ্লার, শ্বেত, নীল পদ্ম বনে,
বিচরিছে দিবানিশি রাজহংসী ; সহ—

ঋতুরাজ—বসন্ত। কার্ম্মুক—ধনুঃ।
সিঞ্জিনী—ধনুকের ছিলা। প্রসূন—পুষ্প।
মধুব্রত—ভ্রমর। সুধাসিত—সুধারন্যায় শ্বেতবর্ণ।
বাপী—সরোবর।

রাজহংস অপূর্ব্ব মূরতি।—শারদীয়,
সুধাংশুর অংশুসম শ্বেতাভ রতনে
সর্ব্বাঙ্গ রচিত তার,—হীরকে রঞ্জিত
রঞ্জনাক্ষি, কণকে মণ্ডিত চারু চঞ্চু—
পাক্ষ দুটী! কোথাও চকোরী, (চির নিশা
বিরহিনী) হিরণ্য-মৃণালে ভাঙ্গি, অঙ্গ—
ভঙ্গী করি, তরঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে মাতি
প্রেমামোদে, সুখে; দিতেছে চকোর মুখে;
অপূর্ব্ব কান্তিতে ভ্রান্তি অপূর্ব্ব রতনে।
সারস সারসী, কোথা সরস অন্তরে—
সন্তরিছে সরসীর বিশাল উরসে,
সরোষে কভু বা, যেতেছে সুদূর জলে,
মানিনী নায়িকা,-গঞ্জি প্রেমিক নায়কে,
চপলা খেলিছে যেন জলের হিল্লোলে।
কোথাও কৃত্রিম নদী, কল কল স্বনে—
প্রবাহিত;—স্বর্গধামে, স্বর্ণপদ্মা যথা।
স্বর্ণ বর্ণ উপকূলে,—স্বর্ণ পুষ্পবনে,
সমাবৃত শশী-রবি,—দিবস শর্ব্বরী!
সুরভি-শীতল বায়ু, সে কানন মাঝে—
নবীন পত্র যৌবনে,—নবমুঞ্জরিত

অংশু— কিরণ।
সুধাংশু—চন্দ্র।
চপলা—বিদ্যুৎ।
স্বর্ণপদ্মা—মন্দাকিনী।
সুরভি—বসন্ত।

তরুলতা,—ফুলদামে,—নব কিশলয়ে,
চুম্বি ধীরে ধীরে, বহিতেছে ধীর মতি ;
কখন নলিনী দলে,-সলিলে,-কভু বা—
কীচক-কণক-বংশে,—মধুর নিক্কণে !
কৃত্রিম-রজত-গিরি-পবিত্র-নির্ঝরে—
ক্ষরিতেছে ক্ষীর ধারা,—সুধাগন্ধে ভার,
আনন্দিত দিগঙ্গনা ;—মকরন্দ বোধে,
সদানন্দে ভ্রমিতেছে ভ্রমর বিভ্রমে,
চঞ্চল চরণে চারু চরিছে চঞ্চরী !
মণিময় বিহঙ্গম, শান্ত জন্তু কত—
হীরকাঙ্গ ; মরি, বিচিত্র চিত্রিত কেহ,
কেহবা শ্যামল,—দলে দলে, বিচরিছে
ভূধরে,-কন্দরে, কভু, তুঙ্গ শৃঙ্গদেশে ;
কখন বা জ্যোতির্ম্মতী অধিত্যকা ভূমে !
কোথাও বা হৈমময় শিখরী শিখরে,
সুগন্ধি চন্দন বনে, (নন্দনে পাসরি)
বিচরিছে দেব কন্যা কত হেম প্রভা !
কিন্নর কামিনী কণ্ঠে অতি সুললিত—
গীতি উপরমে কোথা ;—বাজাইছে সুখে,
মধুর বাজনা কত গন্ধর্ব্ব নন্দিনী—
নিরঞ্জনা ;—বিগলিত পত্রলেখা যত
স্বেদাগমে ;—বিগলিত লজ্জা, সজ্জাসহ

কীচক—ছিদ্রময়।
চঞ্চরী—ভ্রমরী।
নিরঞ্জনা—নির্ম্মলা।
শিখরী—পর্ব্বত।

পীনোন্নত পয়োধরে কাঞ্চন কাঁচলী !
ইন্দ্রের অমরাবতী, কুবের ভবনে,
কিম্বা ত্রিভুবন লোভা-কৈলাস শিখরে,
বরঞ্চ বর্ণিতে পারি ;—নারী আমি, নারি—
তবু,—নাথ !—সেশোভা বর্ণিতে।
পড়ে কি না পড়ে মনে,—বহুদিন গত
ভুলিয়াছ রাজভোগে রঘুপতি !—কিন্তু,—
হৃদয়—নিলয়ে মোর, জাগিছে সকলি,
পাষাণ ফলকে, অক্ষয় অক্ষর যথা
শোভে নিরবধি। ভ্রমিতে ভ্রমিতে, যবে—
সেম্মুখ কানন মাঝে শ্রান্তিদূর হেতু,
বসিতাম প্রাণকান্ত ! তব পদতলে—
শিলাতলে,—সুবিচিত্র—রাঙ্কব আসনে,
ভাসাইত ঘর্ম্মজল বদনমণ্ডলে ;
কহিতে তখন তুমি রসময় ! হায়,
রহস্যের ছলে, সম্ভাষি দাসীরে, কত—
প্রিয় সম্ভাষণে। সতি !-'প্রাণেশ্বরি !—সত্য,
স্বভাবতঃ পঙ্কজিনী ফুলকুল গর্ব্ব—
চিরদিন ;—কিন্তু কিশোভা বিতরে,—যবে
প্রভাত সময়ে, মরি, মুকুতা প্রভাতে—
নিহারের বিন্দু তার শত শত দলে !
মনোজ্ঞ দর্শন বটে শারদ চন্দ্রমা,

রাঙ্কব—বহুমূল্য বসন।
নিহার—শিশির।
চন্দ্রমা—চন্দ্র।

আঁখি তৃপ্তিকর অতি শিশিরের শশী !'
পরিশেষে ভুজপাশে, বান্ধি গলদেশে—
মোর,-আহা, কতই যতনে, মুছাইতে
স্বেদবিন্দু,—পবিত্র বসনে !-কখনবা,
প্রেমানন্দে বিননিয়া বেণী, তুলি ফুল্ল
ফুলদাম, সাজাইয়া সুখে,—সমাদরে—
সম্বোধিতে অভাগীরে,—বলি 'বনদেবী' !
কভু সরোবর কুলে,—বনস্থলী মাঝে,
বসিয়া ব্রততী তলে, অঙ্গুলি সঙ্কেতে—
দূর হতে, দেখাইয়া লীলাকমলেরে ;
কাতরে কহিতে কান্ত !—তিতি অশ্রুজলে ।
'হের দেখ প্রিয়ে ! ঐ যে সরসীর কোলে,
তরঙ্গ রঙ্গিত পদ্ম, হেলিছে দুলিছে,
ভাসিছে ডুবিছে, পুনঃ ভাসিছে কভুবা,
বেষ্টিত চৌদিকে যুত জলচর পাখী ;
ঐরূপ রূপবতি ! একদিন,—দীনের—
হৃদয় সরসে, চিন্তা—তরঙ্গের মাঝে,
জাগিতে সতত তুমি স্বর্ণ-কমলিনী,
রক্ষ সুরক্ষিত যবে স্বর্ণলঙ্কাপুরে !'
কখনবা লীলাচলে উঠি কুতূহলে,
কহিতে করুণাময় ! গত দুঃখ কথা।
'জানকি ! জানকি তুমি সেসব বারতা,

স্বেদ—ঘর্ম্ম ।
ব্রততী—লতা ।
সরসী—সরোবর ।

যে সময়ে, কাল পঞ্চবটী বনে, হায়,
হারানু তোমারে আমি, (যথা শিরোমণি—
হারায় ভুজঙ্গ ঘোর ভয়ঙ্কর বনে)
সে সময়ে, কতই অসুখে, হয়েছিনু
দিন তথা,—কিরূপ যাতনে, রেখেছিনু—
পাপ প্রাণ,—পূর্ণচন্দ্রমুখি ?—একে একে,
তরু লতা, নদ নদী, পশু পক্ষী আদি
জিজ্ঞাসি সকলে, শোকে উন্মাদের মত,
এইরূপে আরোহিয়া পর্ব্বত শিখরে,
খুঁজিয়াছি কতদিন তোমারে সুন্দরি !
সরলে !—তুমিকি মোর সেই হারানিধি ?'
এতবলি প্রেমভরে ভাসি নেত্রনীরে,
চুম্বিতে বদনে মোর মনের আবেশে ;
দুঃখ শুনি, দুঃখে জল চক্ষে উপজিত,
মুছাতাম, মুছিতাম, নেতের অঞ্চলে।
কখন তটিনী তটে বসি, অকপটে—
কহিতে কহিতে কথা, ঘুমায়ে পড়িতে
তুমি প্রাণনাথ। আহা, রাখি ভূমিতলে,
সুনীল-কমল-রুচি-শুচি কলেবরে,
অভাগিনী অঙ্কতলে,—সুন্দর শিরসী।
অচেতন দেখি তোমা, অতি সাবধানে
আমি প্রাণাধিক ! ধরা-উপাধানে তব—

নেত—বহুমূল্য বস্ত্র। তটিনী—নদী
শুচি—পবিত্র। অঙ্কতলে—কোলে।
উপাধান—বালিশ।

উত্তমাঙ্গ রাখি, সুখ নিদ্রা-ভঙ্গ ভয়ে,
সোণার নূপুরে খুলি, লুকাতাম সুখে,
দ্রুতগতি,—মধুমতী লতার বিতানে !
ক্ষণপরে লভিলে চেতনা, চিন্তাকুল—
মনে, নেহারিয়া চারিদিক ;—ভ্রান্তিহেতু
অন্বেষিতে প্রাণকান্ত !—শান্তবনস্থলী,
তৃষিত চাতক যথা,—কাদম্বে অম্বরে !
দাসীও অমনি, পশ্চাত হইতে প্রভু !
অনুরাগে আচ্ছদিত আসি,—খঞ্জনাক্ষি—
নিভাকর নেত্র তব,—কর আচ্ছাদনে ;
কহিতে তখন তুমি হাসিয়া কৌতুকে।
'আর কেন প্রতারণা কর মোরে সতি ?
চিনেছি তোমারে আমি, মুদিত নয়ন—
যদি, তবু লোললনে ! চিনেছি তোমারে
আমি ; সৌদামিনী কর যবে ঝলসিয়া—
আঁখি, পশে দেহ মাঝে ;-কার সেসময়ে,
নাশিহরে স্বতঃ তনু পূর্ণইন্দুলেখা ?
বিশেষতঃ বজ্রাঘাত, মাঝে মাঝে যবে—
শোকরূপে বিদ্যমান ;—অপ্রকাশ কিসে ?
প্রভেদ কেবল এই,—নীল নবঘনে,
বিলসে চপলা যদি, সঙ্গে সঙ্গে তার,
ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কারে অশনির ধ্বনি ;

উত্তমাঙ্গ—মস্তক। কাদম্ব—মেঘ।
স্বতঃ—আপনাআপনি।
ইন্দুলেখা—চন্দ্রকলা।

কিন্তু লো-চপলে! অদৃষ্ট হইলে তুমি,
এহৃদি আকাশে, গম্ভীরে গরজে বজ্র ;
উপজি নয়ন-মেঘে দুরন্ত বরষা,
ভাসায় মানস—ভুমি,—হতাশা—আসারে।'
লজ্জাপেয়ে,—চক্ষুঃ ছাড়ি, ধরি পাদুখানি,
বলিতাম ক্ষমদেব ! অপরাধ মম !
কভু সন্ন্যাসীর বেশে সাজাইয়া তোমা,
বসিতাম বামভাগে হয়ে সন্ন্যাসিনী !
করিতাম জলকেলী, কখনবা তুলি—
অম্লান নলিনী, বিরচি বিচিত্র শয্যা,
শুইতাম মনসুখে ;—বিচিত্র আরামে,
কতই আরামে কাল হরিতাম দোঁহে !
হায়রে বিধাত ! একি প্রবঞ্চনা তোর,
বঞ্চিলি কেমনে মোরে,—সাগর সিঞ্চিত,
সঞ্চিত রতনে দিয়া বঞ্চিলি কেমনে—
পুনর্ব্বার ?—আরকি পাবনা তাঁরে ?—হায় !
জনমের মত, জানকী কি মগ্ন ঘোর
দুঃখ পারাবারে,—মগ্ন কি সে সুখ শশী—
চির অস্তাচলে ?' বলিতে বলিতে পুনঃ
শোক বাস্পভরে, ভাসিল কমল মুখ,
হেমন্তের নিশা শেষে স্থলপদ্ম যথা।
এদিকে প্রভাত নিশি, পুর্ব্বদিক ভাগে
প্রভাহীন শুকতারা ;—প্রভাত সময়ে,

অদৃষ্ট—অদৃশ্য।
পারাবার—সাগর।

দীপ্তিমতী দীপশিখা যেন হীনপ্রভ!
কিম্বা দক্ষ যজ্ঞালয়ে দক্ষের ভবনে,
ত্রিনেত্রে-আঁখির-তারা-আঁখি তারা যথা!
নিশাকান্ত ম্লান কান্তি,—নিস্তেজ শরীরে
রোহিনীর করে ধরি, আরোহিয়া রথে,
পশ্চিমাশা—পথে ক্রমে চলিল চন্দ্রমা।
বিয়োগ-বিধুরাবিধু—নক্ষত্র নিকরে—
দীপ্তিশূন্য, তথাপিও, অলক্ষিতরূপে
রহিল অলকাপথে ;—নব অনুরাগে,
সেবিবারে সযতনে দেব অংশুমালী।
কুলটা যেমতি,—ছলে বঞ্চি হৃদয়েশে,
উপভোগে উপপতি অতি সঙ্গোপনে!
ফুটিল বিপিনে ফুল, হাসিল সহসা,
নিরখিয়া যেন হেন অপূর্ব্ব কৌতুকে।
তারার চরিত্র হেরি, চমকিল সতী—
প্রকৃতি ;—সুরসিকা, সুরসে, গীতিচ্ছলে
গাঁথিল বিচিত্র গাথা,—সংসার নাটকে!
আরম্ভিল অভিনয়, বিহঙ্গম দলে
নট নটী রূপ ধরি,—সুললিত স্বরে—
গাইল কতই গান,—ললিত রাগিনী।
নায়ক নায়িকা রূপে, ভ্রমর ভ্রমরী
উপজিল রঙ্গ ভূমে ; আইল সুরঙ্গে

বিয়োগ-বিধুরা বিধু—চন্দ্র বিরহে কাতরা।
অলকাপথ—শূন্যপথ।   অংশুমালী—সূর্য্য।
কুলটা—দুঃশীলা।   বিপিন—বন।

সঙ্গে দিবাচর যত। বাদক পবন—
দেব, মনোহর সঙ্গত সঙ্গতে, যেন
হরিল স্বভাব মন ;-চারু তরুলতা,
নর্ত্তক নর্ত্তকী।
প্রথমে শুনিল কবি, (কবিতা বণিতা—
যাঁর অতি প্রিয়তমা, ভাব সরোবরে,
অহর্নিশ বিকশিত হৃদি সরোজিনী)
অমনি মোহিল মন, নিরখি,—সেরসে—
মাতিল সরল প্রাণ,—সুধা পরিমলে।
সুস্থৈষী সুধীরা পরে শ্রুতিসুখ লভি,
দেখিল সে দৃশ্য-কাব্য অপূর্ব্বাভিনয়ে ;
বালিশ,—অলস মাত্র নারিল বুঝিতে !
ক্রমশঃ অরুণাভাস,—উদয় পর্ব্বতে—
উদিল আদিত্য আসি,-তরুণ মুরতি ;
ফুটিল যমুনা জলে রক্তপদ্ম যেন।
জাগিল সজীব বৃন্দ, ভীম কোলাহলে—
কাঁপিল বসুধা,—ভীম ভূমিকম্পে যথা।
নিঃশেষ যামিনী দেখি রাঘব রমণী,
ধরাসনে পরিহরি, উঠি ধীরে ধীরে,
তাম্রকুণ্ড করে করি তপস্বিনী সহ,
পুষ্প চয়নের তরে চলিলা সুন্দরী !!

ইতি বৈদেহী-বিলাপ-কাব্যে
অনুশোচনা নামঃ
সপ্তম সর্গ।

সুধী—পণ্ডিত। দৃশ্য-কাব্য—নাটক।
বালিশ—মূর্খ। আদিত্য—সূর্য্য।
বসুধা—পৃথিবী।

অষ্টম সর্গ।

প্রচণ্ড নিদাঘ কালে, প্রভাকর করে—
প্রতপ্ত মেদিনী, অগ্নিকণা উগরিলে
রজঃ রাশি রূপে ;—বরষি শীতল জল,
কাঁদি কাদম্বিনী রবে অমনি বরষা,
সুরসা রসারে করে ঘোর পরীবাহে !
কৃতান্তের দূতী সমা অমা,—অন্ধকারে-
আবরিলে ত্রিসংসার ;—নির্ম্মল গগনে,
পরক্ষণে প্রতিপদ,—সমুদিত শশী !
প্রকৃতির রীতি এই, হতভাগ্য হেতু,
মনুষ্যের দুঃখানল হইলে প্রবল
উথলে সুখের সিন্ধু;—পুনঃ দুঃখোদয়ে,-
শুকায় সুখের সিন্ধু বিন্দু পরিমাণে !
ক্রমে পূর্ণ দশমাস, দশদিন গত,
শুভক্ষণ,—শুভলগ্ন,—শুভ চন্দ্র, তারা,
শুভদিনে,—সুখে, সীতাসতী, প্রসবিলা
অশ্বিনী-কুমার সম কুমার যুগলে ;
নিন্দি শুভঙ্করী-সুত—সুন্দর কুমারে !
সুমঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি, হুলাহুলি রবে—
সমাকুল তপোবন ;—তাপস তাপসী,
মাতিল সানন্দ মনা,—আনন্দ উৎসবে।

রজঃ—ধুলা।
রসা—পৃথিবী।
কুমার—কার্ত্তিক।

আম্র-কিসলয়ে কেহ গাঁথি মালাকারে
বেষ্টিল সুতিকাগৃহ,—পূর্ণ কুম্ভ করি,
কেহবা স্থাপিল যত্নে তার দ্বার দেশে।
বহিল সুগন্ধি বায়ু, উছলিয়া কূলে—
বহিল পবিত্র নদী, সুধাময় স্রোতে!
বাজিল মধুর রবে, মধুর মুরলী,
মৃদঙ্গ,—মুরজা,—বীণা, স্বর্গীয় বাজনা,
আচম্বিতে পুষ্প বৃষ্টি হইল আকাশে।
নিরখিতে বৈদেহীর নয়ন পুতুলি,
সুধাময় চন্দ্রলোকে,—দিব্যলোকবাসী—
দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মুনি, সপ্তর্ষি সহিতে
সমাগত পুরন্দর ;—শ্বেত ঐরাবতে—
সহচরী শচী সতী অপূর্ব্ব রূপসী
ভুষিত প্রফুল্ল তনু, ফুল্ল পারিজাতে।
আইলেন বৃষধ্বজ,—বৃষভ বাহনে—
চন্দ্রমৌলী ;—ভগবতী বামে হৈমবতী ;
জড়িত কণ্কলতা,—রজত পর্ব্বতে!
সমুদিত সভাস্থলে, মূষিক বাহনে—
হেরম্ব লম্বোদর ;—সুধন্বী, ধনুষ্পাণি,—
সপত্নীক কামদেব,—মাধব সংহতি!

কিসলয়—নবপত্র। পুরন্দর—ইন্দ্র।
শচী—ইন্দ্রানী। বৃষধ্বজ—শঙ্কর।
চন্দ্রমৌলী—শিব। হেরম্ব—গণেশ।
সুধন্বী—সুন্দর ধনু যার। কামদেব—মদন।
মাধব—বসন্ত।

দেব-সেনাপতি-দেব, শিখি সহকারে।
মরালে আইলা কবি,—পদ্মযোনি ;—শ্বেত—
পদ্মদলে, সমাগত সুখে শ্বেতাঙ্গিনী ;
ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী,
কৌমারী, কৌবেরী আদি মাতৃকা সকলে,
আরোহিয়া বিধিমত বিবিধ বাহনে !
অরুণ, বরুণ, বায়ু, দিকপাল যত,
রোহিনী সহিত শশী ;—একচক্র রথে—
ছায়া সহ বিভাবসু ;—মহিষারোহণে,
আইলা কৃতান্ত, কাল,—করাল মূরতি !
উপজিল অষ্টবসু, নবগ্রহ,—সতী—
বেদমাতা সাবিত্রী,—ইন্দিরা ইন্দুমুখী,
মেনকা,—উর্ব্বশী,—রম্ভা,— তিলোত্তমা আদি—
স্বর্গ বিদ্যাধরী ;—ত্রিদিবনিবাসী যত
দেবদেবীব্রজ !
নিরখি সে রূপরাশি, নীলাঞ্জন জিনি,
মুগ্ধ সকলের মন ;—আশীর্ব্বাদ করি,
করিলা প্রয়াণ পুনঃ নিজ নিজ স্থানে।
এদিকে বাল্মীকি কবি, শিষ্যদল সহ,
আনন্দ অন্তরে, পশিলা সুতিকালয়ে ;

দেব-সেনাপতি—কার্ত্তিক। শিখি—ময়ূর।
কবি—ব্রহ্মা। ত্রিদিব—স্বর্গ।
বিভাবসু—সূর্য্য।
কাল—মৃত্যু।
ইন্দিরা—লক্ষ্মী।

আনন্দে সুন্দরী সীতা,—লজ্জানম্রমুখে—
দেখাইলা রত্নাকরে ;—ঈষদ হাসিয়া,
রত্নাকর-সুদুর্লভ-অমূল রতনে !
দেখিলেন দয়াময়,—প্রফুল্ল হৃদয়ে—
আশীষ বচনে দিয়া যৌতুক,—কৌতুকে !
অপূর্ব্ব মাধুরী হেরি দর্শক মানসে—
উপজিল দারুণ সন্দেহ,—মনে মনে,
পাইল প্রয়াস সবে উপমার তরে।
কেহবা কহিল, 'নবদুর্ব্বাদল যদি
পূর্ণজ্যোতি প্রকাশিত এমহীমণ্ডলে ;
স্থিরভাবে থাকি সদা চপলা চঞ্চলা—
মিশাইত নবীন নীরদে ;—একদিন,
এরূপের উপমান বলিতাম তারে !'
কেহবা কহিল, 'চন্দ্রমা হৃদয়ে যদি
কলঙ্কের কালি নারহি ওরূপে, তদা
ব্যাপিত শরীর তাঁর ;—উজ্জ্বল কজ্জলে,
সংমিলিত হীরাচূর্ণ অতি সাবধানে,
তবেই হইত বুঝি তুল্য রূপরাশি !'
হাসি কোনজন, বলিল 'বাতুল তুমি,
নীলকান্ত মণি, রূপে যথার্থ তুলনা !'
হাসিলেন কবিবর,—কোকিল কূজনে—
কহিলেন সর্ব্বজনে,—মধুমৃদুভাষী ;

রত্নাকর—সাগর।
তদা—সেইকালে।
বাতুল—পাগল।

'গঙ্গাজল দিয়া যথা পূজা গাঙ্গিনীরে,
সেইরূপ, ওরূপের ওরূপ তুলনা !'
মনে মনে, হাসিলেন সীতামতী শুনি
তাঁর কথা ।
দিনে দিনে বর্দ্ধমান যথা চন্দ্রকলা,
কিম্বা কালিন্দীর নীর প্রাপ্ত পৌর্ণমাসী ;
বাড়িতে লাগিল, আহা, পবিত্র আশ্রমে
রাঘব নন্দন দুটী,—দিনে দিনে তথা !
একমাস, দুইমাস, তিনমাস করি—
ক্রমে পঞ্চমাস গত ;—ষষ্ঠ সমাগমে,
বান্ধিয়া পবিত্র চরু,—অন্ন দিয়া মুখে,
গাভি পুচ্ছে,—গর্ভক্লেদ পরিমুক্ত,—কুশে,
'লব কুশ' নাম, কবি, রাখিলা সেহেতু ।
নামের গৌরব যত মায়ের নিকটে,
তত আর কার কাছে ?—জনক নন্দিনী,
'কুশিলব যাদুমণি' বলি দিবানিশি—
ডাকিতেন স্নেহভরে ;—পুলকে অমনি,
শিহরিত কলেবর,—ভূলোক মাঝারে,
ভাবিতেন আপনারে,—দিব্যলোকে থাকি,
অতুল স্বরগ সুখে, ভুঞ্জিছেন যেন
অভাগিনী ।—দুঃখিনী যেমতি রাজরাণী—
স্বপনে আঁধার কুটীরে !
কৃশানু সমান ভানু খরতর করে,

ক্লেদ— মল ।
কৃশানু —অগ্নি ।

রসহীন এতদিন যে মাধবী লতা,
তন্তুমাত্র সার তনু ;—নাফুটিত ফুল,
জীর্ণ শীর্ণ যার মূল,—তাপ-পরিতাপে ;
সেইলতা,—নবঋতুরাজ-সমাগমে—
ধরিয়াছে নবপত্র,—নবীন শরীরে,
নবীন কুসুম কত,—নবীন সৌরভে—
মোহিছে ভুবন মন ;—হেলিছে দুলিছে,
নবীন পল্লব-নব-মারুত হিল্লোলে,
তার কোলে সুশোভিছে কোকিল কূজনে !
যে যামিনী এতদিন,—ঘোরতর মেঘে—
আবরিয়া চারু দেহ, আসারের ছলে
কাঁদিত নিয়ত ;—ঝড়রূপে, নিশ্বাসিত ;
অশনি নিনাদ যার হাহাকার ধ্বনি ;
নক্ষত্রমালিনী এবে সেই—বিভাবরী !
ফুলদন্ত-কান্তি করি বিকাশ বদনে—
হাসিতেছে সুহাসিনী,—যদিও অন্তরে,
বিরাজিছে সতী প্রাণপতি !—আহামরি,
বাৎসল্য ভাবের কিবা অপূর্ব্ব মহিমা !
ঘুমাইলে পুত্রদুটী,—সুনীল অঞ্জনে—
রাঞ্জিয়া রঞ্জন আঁখি,—খঞ্জন নয়নী,
নিরখিয়া স্থির নেত্রে চিত্রের পুত্তলি,
সোণার ভ্রমরী সীতা কহিতেন হাসি।

তন্তু—ডাঁটা।

নবঋতুরাজ—বসন্ত।

মারুত—সমীরণ।

'নির্ম্মল হইলে চাঁদ হইতকি ভত,
যত শোভা শারদের সকলঙ্ক শশী ?
যে জন না দেখিয়াছে হেন মুখচ্ছবি,
সে বলে,—নীলনলিনী, নয়নরঞ্জিনী।
আহামরি, কিবা মুখ, কিবা চক্ষুনাসা,
কিবা বর্ণ, কিবা কর্ণ, সুন্দর গঠন,
কিবা কান্তি, ভ্রান্তি যাহে,—নীর-নীরনিধি !
নাজানি, হে-বিধে !—কোন্ পরমাণু দিয়া—
গঠেছ এনিধি,—কিরূপে সঞ্চিলে কোথা
হেন পরমাণু ?' এতবলি রামপ্রিয়া
অতি ধীরে ধীরে, চুম্বিতেন প্রেমভরে
বদনমণ্ডলে।
নিদ্রাভঙ্গে যবে শিশু,-নিরর্থ রোদনে—
'মা মা' বলি আধ আধ সুধাময় স্বরে
আকুল করিত বন,—আকুলিত তাঁরে,
সন্ততি বৎসলা সতী কতই যতনে—
কোলে করি পুত্রদুটী,—স্তন দিয়া মুখে,
মুছাইয়া অশ্রুজল, সজল লোচনে
কহিতেন কত কথা যথা পাগলিনী।
'কেন কাঁদ যাদুমণি !—জনম দুঃখিনী—
তোদের জননী সীতা অভাগিনী।—বাছা !
কোথা পাব আমি,—সাজাব কেমনে
তোদের সোণার অঙ্গ,—স্বর্ণ অলঙ্কারে !

শারদের—শরৎকালীন।
নীরনিধি—সমুদ্র।

পারেকি পুরাতে সাধ, বিধি যায় বাদী ?'
দুঃখের কেমন মূর্ত্তি,—কিরূপে নির্ম্মম—
দগ্ধ করে নর নারী এমহীমণ্ডলে,
অবোধ বালক তাহা বুঝিবে কেমনে ?
প্রবোধ নামানি শুনি জননীর বাণি,
ফুলে ফুলে যদি, তারা কাঁদিতে দুজনে,
পর্ণশালা হতে তবে বাহিরেতে আসি,
দেখাইয়া সুপবিত্র তপোবন শোভা
সান্ত্বনা করিত সতী অশান্ত সন্তানে !
কখন হরিণ-শিশু, শিখিপিচ্ছ কভু,
শুক শারী, রাজহংস, সারস সারসী,
কম-কোকনদ বনে, বলাকার দলে,
কখন দেখায়ে চাঁদ নির্ম্মল আকাশে !
হাত বাড়াইত শিশু, চাঁদ ধরিবারে !
করিলে দুরন্তপনা, শৈশব স্বভাবে,
ভয় প্রদর্শন হেতু কুমার যুগলে,
শায়িত সিংহের পাশে, মৃগাদন পদে,
কখন বা ভয়ঙ্কর অজগর মুখে—
নির্ভয় হৃদয়ে ফেলি,—সরলা জানকী
লুকাইয়া থাকিতেন বৃক্ষ অন্তরালে,
দেখিতে কৌতুক, যত তপোবন বাসী।
অজ্ঞানের ভয় কোথা ?—অনায়াসে শিশু,

পর্ণশালা—কুটীর। শিখিপিচ্ছ—ময়ুরপুচ্ছ।
কোকনদ—রক্তপদ্ম। বলাকা—বক।
মৃগাদন—ব্যাঘ্র।

সমর্পিতে পারে করে জ্বলন্ত পাবকে !
ছামাদিয়া কেশরীর ধরিয়া কেশরে,
টানিত সবলে দোঁহে ;—কভু পৃষ্ঠে উঠি—
আঘাতিত অক্ষমালা—বালার আঘাতে ;
চাটিত দোঁহার গাত্র পশুরাজ সুখে !
ভুজঙ্গ বদনে কভু প্রবেশিয়া করে,
রাখিত মস্তক তার ভীষণ মস্তকে।
ধীরে ধীরে আকুঞ্চিত করি ভীমতনু,
পবন-অশন যদি পলাইত দূরে ;
ধরিবার তরে শিশু ধাইত অমনি।
কখনবা, বাঘিনীর বিলোল রসনা—
আরক্তিম হেরি, ধরি রক্তবর্ণ করে,
আকর্ষিত প্রাণপণে ;—কুটিল নয়নে,
প্রবেশি অঙ্গুলি গুলি, নখের আঘাতে—
করিত শোণিতময় ;—আনন্দে কভুবা,
টানিত বিচিত্র চিত্র গাত্র রোম রাজি !
উত্যক্ত বাঘিনী,—ব্যথা-কাতর হৃদয়ে—
নেহারিত চারিদিক ছল ছল আঁখি।
অমনি সুন্দরী, শত শত চুম্বদিয়া
পূর্ণচন্দ্রমুখে, কোলে লইতেন তুলি,
সদানন্দমনে, মরি, যুগল নন্দনে !
সামান্য পীড়াতে, যদি সুতমুখ কভু—
মলিন হেরিত সতী ;—সন্ত্রাসে সরলা

পাবক—অগ্নি। পশুরাজ—সিংহ।
পবন-অশন,—সর্প। বিলোল—লম্বমান।

আঁধার হেরিত ধরা ;—অন্নজল ভুলি,
কায়মনে জপিতেন ইষ্টদেবতারে।
কখন শক্তিরে অতি ভক্তিভরে পূজি
তিতি নেত্রনীরে, ধীরে ধীরে কহিতেন
ধরার-নন্দিনী। 'দুর্গে! দুর্গতি হারিণী
তুমি, পতি কিম্বা পিতৃকুলে নাহি স্থান—
যার ;—হেন দুঃখিনীরে, কতই দুর্গতি
দিবি মা দুর্গমে আর ?—হায়! আদ্যাপিকি—
অসম্পূর্ণ মনের বাসনা শুভঙ্করি ?
শঙ্করি! কিঙ্করী আমি, তবে কেন মোরে,
দেখাইছ এত ভয়,—ভয়ঙ্করী বেশে ?
পাষাণ নন্দিনী শ্যামা শুনি লোকমুখে,
তাই কিমা,—মোর ভাগ্যে হয়েছ পাষাণী ?
চাওমা করুণা নেত্রে,—রক্ষাকর তারা,
রক্ষাকর দুঃখিনীর নয়ন তারারে!'
অলসে অবশ অঙ্গ—নিদ্রার আবেশে—
চঞ্চল নয়নী, যবে অঞ্চল পাতিয়া
ভূমিতলে, বীর—অচেতনে থাকিতেন
বরাঙ্গনা ;—ঘুমাইত সুখে,—বক্ষঃস্থলে,
রক্ষকুল—ক্ষয়মূল—কুল—ফুলমধু!
সে সময়ে যদি, ঋষিকন্যাগণে তথা

ইষ্টদেব—অভীষ্ট দেবতা। শক্তি—দুর্গা।
ধরার-নন্দিনী—সীতা দুর্গতি—দুঃখ।
শঙ্করী—দুর্গা। কিঙ্করী—দাসী।
বীরবরাঙ্গনা—বীরপত্নী। রক্ষ—রাক্ষস।

উপস্থিত আসি ; (কেহ সখী, প্রিয়সখী,
প্রাণসখী, কেহবা বকুলফুল, কেহ
কণ্ঠমালা) নিদ্রাতুরা নিরখি সীতারে,
প্রস্ফুটিত পদ্মদুটী মন্দাকিনী জলে,
কহিতেন পরস্পরে মন্দ মন্দ হাসি।
'দেখ সই ! দেখিয়াছি বসন্ত কোকিলে—
অশোক তরুর শাখে ফুলময়,—স্বর্ণ
অলঙ্কারে নীলমণি,—নবজলধরে,
জ্যোস্নাময়ী যামিনীর কোলে,—রক্তাম্বুজে—
শৈবালের শোভা,—প্রফুল্ল গোলাব গর্ভে
সুনীল ভ্রমরে ; কিন্তু সখি ! অপরূপ
হেনরূপ হেরিনাই কভু !'
এতেক কহিয়া, চুম্বি চারু চাঁদ মুখে,
ধীরে ধীরে লবকুশে তুলি শয্যাহতে,
সীতার অজ্ঞাতে, প্রেমভরে, কোলে করি—
পলাইত সবে মিলি অতি কুতূহলী ;
লুকাইত পদ্মদলে পবিত্র কুটীরে !
প্রবেশি কুলায়ে কর,—কিরাত কামিনী—
হরিলে বিহঙ্গ শিশু ;—ব্যাকুল হৃদয়ে,
সকরুণে কাঁদে যথা বনবিহঙ্গিনী ;
কিম্বা,—গিরি গুহা গর্ভে নাহেরি ডম্বুরে,
ফুকারে বাঘিনী,—হেরি আঁধার বসুধা।
নিদ্রাভঙ্গে সেইরূপ অশান্ত অন্তরে—

রক্তাম্বুজ— রক্তপদ্ম। শৈবাল—সেয়ালা।
ডম্বুর—ব্যাঘ্রশাবক। ফুকারে—গর্জ্জনকরে।
কিরাতকামিনী—ব্যাধপত্নী। কুলায়—নীড়।

নিরখিয়া চারিদিক, আলুথালুকেশা,
ধাইতেন, বিবশা রূপসী,—দ্রুতগতি ;
কাঁদি উচ্চরবে, হাহাকারে, ঊর্দ্ধাশ্বাসে,
বনপানে রামচিত্ত—ফুল—মধুকরী।
তন্ন তন্ন করি বন খুঁজি একাধারে,
মনভ্রমে বারম্বার অন্বেষিয়া তথা,
পশিতেন প্রিয়ম্বদা আশ্রমে আশ্রমে,
একে একে সকাতরে জিজ্ঞাসি সকলে।
রোদিত রোদনে তাঁর পশুপক্ষী যত !
উটজে অবোধ শিশু,—খেলিত দুজনে—
প্রেমানন্দ মনে ছিঁড়ি শতদল-দলে,
ছড়াইত কোমল মৃণালে,—চারিভিতে ;
ভুঞ্জিত মধুর মধু,—কোমল কর্ণিকা !
আমরি, নিসর্গ প্রেমের কিবা অপূর্ব্ব
মহিমা ! অকস্মাৎ মা মা বলি উঠিত
কান্দিয়া সন্দুখেঃ ;—শুনি জননীর কথা,
রোদনের ধ্বনি !
অমনি জানকী, একচক্ষে আশীধারা,
অন্যচক্ষু মুছি,—স্নেহ গদ গদস্বরে—
'আয় বাপ,—কোলে আয়,—অন্ধের নয়ন,
দুঃখিনীর ধন তোরা ;—নাহেরিওমুখে
বাঁচেকি মায়ের প্রাণ ?—সুধাময় সুখ—

উটজে—কুটীর। শতদল—পদ্ম।
কর্ণিকা—পদ্মের বীজকোষ। নিসর্গ—নৈসর্গিক।

পূর্ণ পূর্ণিমার শশী!' বলিতে বলিতে
কোলেকরি লবকুশে, জুড়াইত প্রাণ—
মন,—পাগলিনী সন্তপ্ত হৃদয়ে; যথা,
তাপিনী সাপিনী পুনঃ প্রাপ্ত শিরোমণি।
অথবা চিরান্ধ, দৈববলে পেলে যেন
লোচন যুগলে!
দিনান্তে আসিছে দিন,-পরিবর্ত্ত তাহে
বার, তিথি, পক্ষ, মাস, অয়ন, হায়ন,
ঋতুভেদে নবঋতু;—সুখ দুঃখ সম,
বিষুব রেখার পথে, ভ্রমিছে সতত—
চন্দ্র, সূর্য্য, ধূমকেতু, গ্রহ, উপগ্রহ,
ভ্রমিতেছে মেরুদণ্ডে যত্নে রত্নবতী!
পদ্মপত্রে জল যথা, হায়রে তেমতি,
চঞ্চল কালের গতি নিখিল সংসারে।
আজি দেখ যেইখানে সানুমান ব্রজ—
দীনহীন আশাজিনি উন্নত শিখরে
পরশিছে নভোস্তল,—পবিত্র গহ্বর—
দ্বারে যার কাদম্বিনী চারু যবনিকা,
আহ্লাদিনী হ্লাদিনী নৃত্যকরী,—বিভ্রান্ত—
নায়ক নায়িকা গম্য পথ প্রদর্শিনী;
দীপ্ত স্নেহপ্রিয় প্রতিম ওষধি, নিত্য—

রত্নবতী—পৃথিবী। সানুমান—শৈল।
যবনিকা—পরদা। হ্লাদিনী—বিদ্যুৎ।
গম্য—গমন যোগ। স্নেহপ্রিয়—প্রদীপ।

নিশামুখে ভাস্বর ;-উজলিতে, নিসর্গ
স্বর্গাধিক সৌকুমার্য্য যার সারানিশি।
দিবাকর, নিশাকর, হেরি উর্দ্ধমুখে—
অভ্রভেদী চূড়া যার,—কটিতটদিয়া,
করিতেছে গতাগতি উদয়াস্তগিরি।
কালিদেখ সেইস্থান,,—গভীর গর্জ্জিত,
পরিণত নক্র-চক্র-গভীর সাগরে!
বীচিরূপ দন্তমেলি হাসিছে জলধি,
ভাসিতেছে ফেণপুঞ্জ যেন তুলারাশি।
জলহস্তী, কূর্ম্ম, তিমি, মকর মণ্ডলী—
কতশত জলজন্তু, বিচরিছে তাহে
ভীমাকৃতি ; হায়, কোথাও জ্বলিছে জল
জ্বলন্ত জ্বলনে।
ঘোরতর বনে, আজি আকুলিছে যথা
তরক্ষু, ভল্লুক, সিংহ, মহিষ, গণ্ডারে—
ঘোরতর গভীর গর্জ্জনে ;—কালিতথা,
সুশোভিত, শত শত প্রাসাদে রঞ্জিত,
ধন, জন, সুখপূর্ণ-অপূর্ব্ব নগরী।
হরিয়া কিশোর কাল কেলীলীলারসে—
স্নেহময়ী জননীর কোলে নবকুশ,
ক্রমে ক্রমে উপনীত পঞ্চম বৎসরে।
নাহি আনন্দের সীমা,—সীতার শরীরে,

ভাস্বর—দীপ্তিশীল। বীচি—তরঙ্গ।
প্রাসাদ—ইষ্টকালয়। কিশোর—শৈশবকাল
তরক্ষু—ব্যাঘ্র। কূর্ম্ম—কচ্ছপ।
জ্বলন—অগ্নি।

ধমনীর মধ্যগত রক্তস্রোত সহ—
বহিছে আনন্দ স্রোত ;—বিরহিনী সতী,
বিরহ যন্ত্রণা ভুলি, কিদিন যামিনী,
ভাসিছে বৎসল রসে সন্তুতি বৎসলা।
পলকে প্রলয় জ্ঞান, বৎসর তিলেকে,
দণ্ডে লক্ষ যুগ বোধ ;—নাহেরিলে সীতা,
জীবনের ধ্রুবতারা প্রিয় লবকুশে ;
দেখিলে সুখদ স্বর্গ যেন করতলে !
আনন্দেতে রত্নাকর, শুভদিন দেখি,
হাতে খড়ি দিয়া, দোঁহে অতি সযতনে—
পড়াইলা অলঙ্কার, কাব্য, ন্যায়শাস্ত্র,
বেদ বেদান্ত আদি বিচিত্র দর্শনে।
আপনার কপোল কল্পিত মহাকাব্য—
রামায়ণে সুধাময়,—সদানন্দে পীয়ে
মুক্তাকণ্ঠে যার গুণ গায় তিনলোকে।
অতি সাবধানে শিখাইলা রাজনীতি,
ধনুবিদ্যা, নানাবিধ তন্ত্র,-মন্ত্র,-বাণ—
পরিহারে। ক্রমে অসিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ,
রচিতে বিবিধ ব্যূহ বিচিত্র রচনা।
পূর্ব্ব জন্মগত,—সতী পতিরতা যথা—
পরজন্মে, পুনরায় আশ্রয়ি মানবে,
সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখায় সতত ;
উপজিল বিদ্যা তথা লবকুশ দেহে।

দর্শন—একপ্রকার শাস্ত্র। কপোল কল্পিত— বিরচিত।
পীয়ে—পানকরিয়া।

অতি অল্পদিনে, নানাকলা-পটুতর
হইলা দুজনে
অনন্তর কবিবর, বেদবিধিমত,
সমাধি উপনয়নে নবম বৎসরে,
কিছুদিন পরে, ঘোর তপস্যার হেতু,
চলিগেলা চিত্রকূট—অপূর্ব্ব পর্ব্বতে—
সতীর্থ,—সমর্পি, তপোবন রক্ষাভার,
ধীর, বীর লবকুশে।
পোহাইলে বিভাবরী, বনে বনে বুলি,
তুমি ফুল্ল ফুলদাম, নিরমিয়া তাহে
নানাবিধ আভরণ,—অশ্রু পূর্ণ আঁখি—
বৈদেহী ; সাজাইত মনোসাধে সুন্দর
নন্দনে। বাকলে আঁটিয়া কটি, কুটিল—
কুন্তলে বিননিয়া জটাভার, সন্ত্রাসে,
অক্ষয় কবচ বান্ধি, অক্ষয় ধনুকে
প্রদানি তূনীর সহ, চুম্বিয়া শিরসি,
কাতরে, কহিত কৃশাঙ্গী ; (কুরঙ্গী যেন
দাবদাহে) চাহি আকাশের পানে, যুড়ি—
যুগ্ম পাণি, গললগ্নীকৃত বাসে।—দেবি !—
দয়াময়ি ! সঁপিনু মা তোমার চরণে
লবকুশে,—রেখগো যতনে, দুঃখিনীর—
ধনে, বনমাঝে বিরূপাক্ষি !—অপরাধি

নানাকলা—নানাবিদ্যা বিসারদ। সমাধি শেষকরিয়া।
কুটিল—আকুঞ্চিত। কুন্তল—কেশ।
তূনীর—তূণ। শিরসি—মস্তক।
কুরঙ্গী—হরিণী। পাণি, দুইহস্ত।

যদি দোঁহে কভু তব পদে শুভঙ্করি!—
ক্ষান্তিক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করি!—ক্ষমা করি তাহে,
হেরোমা অপাঙ্গ ভঙ্গে,—হেরম্বে যেমতি।”
এত বলি আশীর্ব্বাদ করি কায়মনে,
বিদায়িত লবকুশে অশ্রু পূর্ণ আঁখি;
বিদায়িত তার মনে প্রাণে প্রিয়ম্বদা।
কোনদিন যদি, মধ্যাহ্ন-তপন তাপে
তপ্তা বসুমতী, উগরিত অগ্নিকণা
অনন্ত মেদিনী;—ডাকিত কাতর স্বরে
চাতক চাতকী;—মূর্ত্তিমতী ক্ষুধা তৃষ্ণা—
রাক্ষসীর বেশে ভ্রমিত ভূতল মাঝে;
তবু না আসিত,—দুঃখিনী নয়ন মণি
পর্ণের কুটীরে; বৃথা ভয়ে সংজ্ঞাশূন্য—
জনক নন্দিনী,—ব্যাকুলিনী,—উদাসিনী;
না শুনি প্রবোধ বাণী তাপসীর মুখে,
না মানিয়া নিবারণ;—আলুথালু চুলে—
ধাইতেন বনমুখে,—অতি দ্রুতগতি
প্রধাবিত তৃষ্ণা যথা সলিল উদ্দেশে?
দ্রুত গমনের হেতু,—মনঃশিলাদলে,
কঠিন উপল খণ্ডে,—কঙ্করে,—কণ্টকে,
হইত ক্ষত বিক্ষত রাঙা পাদুখানি?

অপাঙ্গ—কটাক্ষ, উপল—প্রস্তর,
হেরম্ব—গণেশ, কঙ্কর—কাঁকর;
মনঃশিলা—নেপালিকা, রক্তবর্ণ ধাতু বিশেষ।

রাতুল চরণে বহিত শোণিতবিন্দু,
ক্রমে ক্রমে ধারারূপ ধরি,—নিরাধারা—
রঞ্জনে রঞ্জিত যেন পদ-কোকনদে।
অন্বেষিত অকাতরে তবু,—নদীতীর,—
যজ্ঞভূমি,—গণ্ডশৈল,—সরসীর কূল,
বৃক্ষতল,—লতাগুল্ম,—দ্রাক্ষাবন;—দুঃখে—
যখন সীতার মন ধাইত যেখানে।
মৃগয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম,—সদানন্দে দোঁহে
বধিত আশ্রম মৃগ, পশুপক্ষী কত
লক্ষ লক্ষ;—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি, সর্ব্বক্ষণ—
ভ্রমিত কানন মাঝে ধনুর্ব্বান ধরি,
অপূর্ব্ব কৌতুক রসে মজিত দুজনে।
অকস্মাৎ দূরহতে দেখি জননীরে,
চঞ্চল চরণে আসি হাসিতে হাসিতে—
লইত চরণ ধূলী,—অধীর উল্লাসে,
কহিত মৃগয়া কথা কত কুতূহলে!
ভাল বটে,—অন্য কালে কোকিল কাকলী,
তত নয়, যত মধু বসন্ত সময়ে।
শুনিতেন রামপ্রিয়া প্রফুল্ল অন্তরে—
পুত্র মুখে,—সুললিত কথাগুলি অতি
সযতনে। আসিত অধরে হাসি, হাসি—
সুহাসিনী, চুম্বিতেন চাঁদমুখে, কভু,

রাতুল—রক্তবর্ণ, কাকলী—অস্ফুট মধুর ধ্বনি,
রঞ্জন—রক্তচন্দন, কোকনদ—রক্তপদ্ম,
গণ্ডশৈল—ক্ষুদ্রপর্ব্বত,

ভাগ্য ভাবি, কাঁদিতেন দুর্ভাগিনী তিতি—
নেত্রনীরে সঙ্গোপনে ;—জিজ্ঞাসে কারণ
পাছে—প্রাণাধিক কুমার যুগলে।
আইলে বরষা কাল,—সুনীল আকাশে,
নবীন নীরদাবলী ;—মেলিয়া বিদ্যুৎ—
জিহ্বা রাক্ষসীর বেশে, চন্দ্র সূর্য্য দুটী
আঁখি মুদি সযতনে,—উন্মীলি কভু বা,
হুঙ্কারিলে ভয়ঙ্কর ;—প্রবল প্রাচীন—
বাতে উচ্ছ্বাসিয়া রোষে, দন্তে দন্ত দিয়া,
গর্জ্জিলে দধিচী-অস্থি কড় কড় স্বরে—
মুহুর্মুহুঃ,—উগরিলে অগ্নির উথালে ;
বিদেহ রাজনন্দিনী হায় রে অমনি,
প্রদোষের পঙ্কজিনী জিনি ম্লানমূর্ত্তি ;
কতই উদ্বিগ্ন বামা,—জীর্ণ পর্ণশালে।
পুত্র অত্যহিত ভাবি করকা প্রপাতে,
প্রহারিত শিরে করতল;—বক্ষঃস্থলে,
বাহিরিত রক্তধারা প্রবল প্রহারে!
হাহুতাশ করি, চাহিত আকাশ পানে ;
আকাশ ভাবিয়া, স্মরিত সঙ্কটা, ভয়ে
দারুণ সঙ্কটে!
যতক্ষণ না আসিত উটজ অঙ্গনে—
বরাঙ্গনা—আনন্দ নন্দন দুটি, মরি,

সঙ্কাশ—সদৃশ, প্রদোষ—সন্ধ্যা,
দধিচী—অস্থি,—বজ্র, করকা—শিল,
উটজ—কুটীর,

ততক্ষণ, অনশনে রহি উন্মাদিনী—
রাঘবরমণী, হরিত সময়ে যেন
তাপিনী সাপিনী। উপজিলে গৃহে পুত্র,
পুত্রবতী সতী, স্নান করাইয়া দোঁহে
দিব্য সরোবরে,—কুঙ্কুম, কস্তুরী আদি
অগৌর চন্দনে, চর্চ্চিয়া অগৌর অঙ্গ,—
অঙ্গরাগ করি সুরঙ্গে রঙ্গিনী:—মরি,—
দিতেন স্বহস্তচিত্ত কত ফল মূলে;
সুশীতল জল আনি ভরিয়া ভৃঙ্গারে!
ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি হলে যুগল নন্দনে—
শোয়াইয়া কুশাসনে, নির্ব্বিকার চিতে,
ভোজিতেন অবশিষ্ট উচ্ছিষ্টে জানকী,
অনুরক্ত যথা ভক্ত দেবের প্রসাদে।
এইরূপে নিত্য নিত্য পবিত্র আশ্রমে,
সুখ দুঃখ বিজড়িত নিত্য নবদশা.—
ভুঞ্জিতে লাগিলা সীতা;—অতি নিরজনে,
নির্ব্বাসিত জন যথা আশার আশ্বাসে।

কস্তুরী—মৃগনাভি, ভৃঙ্গার—কমণ্ডলু,

ইতি বৈদেহীবিলাপ কাব্যে
কুমার সম্ভব নামঃ
অষ্টম সর্গ।